সুহাসিনী
ও
ঠিকে ভুল

উপন্যাস-সন্দর্ভ
শ্রীপাঁচকড়ি দে-সম্পাদিত

সুহাসিনী

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

সুহাসিনী

উপন্যাস

"আশালতা" রচয়িতা-প্রণীত

(নূতন সংস্করণ)

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET
1908

" This is the man should do the bloody deed
The image of a wicked heinous fault
Lives in his eye ; that close aspéct of his
Does show the mood of a much-troubled breast.'

Dodd's Beauties of Shakspeare.

সুহাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জহরত চুরি

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এক শনিবারে ক্ষুদ্র সহর শ্রীরামপুরে দুই কারণে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তখনকার একখানি সংবাদ-পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল,তাহারই কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"অদ্য আমরা এক অদ্ভুত চুরির সংবাদ পাঠকদিগকে দিতেছি। এ পর্য্যন্ত আমরা এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আর কখনও লিপিবদ্ধ করি নাই।

"গত শনিবার প্রাতে বিখ্যাত ধনী ৺জনার্দ্দন বসুর বাড়ীর ভৃত্যগণ প্রাতে উঠিয়া দেখিল, বৈঠকখানা গৃহের জানালা ভাঙ্গিয়া কাহারা প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহমধ্যে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত অলঙ্কারাদি বহুমূল্যের হীরক মুক্তা জহরত সমস্তই চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কিছুই জানিতে পারে নাই।

"পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে—জনার্দ্দন বসুর একমাত্র কন্যা, বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করায় কলিকাতা হইতে কয়েকজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ অনুসন্ধানে আসিয়াছেন। আশা করি, শীঘ্রই চোর ধরা পড়িবে।"

জনার্দ্দন বসুর যে বহুমূল্যের জহরতাদি ছিল, তাহা সকলেই জানিত। তাঁহার পিতা কমিসেরিয়েটের কাজ করিতেন। ভরতপুর যখন ইংরাজেরা দখল করে, তখন ভরতপুরের রাজার প্রায় অনেক জহরত তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, সুতরাং তাঁহার ঘরে যেরূপ জহরত ছিল, বাঙ্গালা দেশে আর কাহারই গৃহে সেরূপ ছিল না। সেই সকল বহুমূল্য জহরত চুরি গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে যে শ্রীরামপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র সহর চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কেবল ইহাই নহে—শ্রীরামপুরে আর একটা ঘটনা এই ঘটনার পরেই ঘটিল; নতুবা কতদিন যে ইহার আলোচনা চলিত, বলা যায় না। এই নূতন ঘটনায় ঘটায় তখন সকলে ইহারই আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া পড়িল।

এ সংবাদও সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইল। বড় ঘরের কোন কথাই গোপন থাকে না। সংবাদ-পত্রে এইরূপ লিখিত হইল;—

"নরহরি বাবু শ্রীরামপুরের মধ্যে একজন খুব সম্ভ্রান্ত লোক—তাঁহার বহু কারবার—তাঁহার কন্যা ইন্দুবালা তাঁহার ভৃত্য গোপালের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এরূপ ব্যাপারে যে সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! নরহরি বাবু ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যত টাকা লাগে, তিনি দিবেন; এই দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যকে ধৃত করিয়া, তাহাকে সমুচিত দণ্ড না দিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি এই কার্য্যে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিয়াছেন।"

জনার্দ্দন বাবুর জহরত চুরি ও নরহরি বাবুর কন্যার গৃহত্যাগ এই দুই ব্যাপার লইয়া পথে ঘাটে মাঠে কথোপকথন চলিতে লাগিল—কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল—কত লোক কত অনুমান করিল,

কিন্তু এই দুই ব্যাপারের কোন মীমাংসা করিতে পারিল না। নরহরি বাবুর কন্যা ইন্দুবালা বা তাঁহার ভৃত্য গোপালের কোন সন্ধান হইল না।

জনার্দ্দন বসুর সুবৃহৎ সাত-মহল অট্টালিকা। তাহাতে তাঁহার একমাত্র কন্যা বৃদ্ধা পিসীর সহিত বাস করেন। সুহাসিনী বৈধব্য-পীড়িতা—আজ পাঁচ বৎসর হইল, তাঁহার স্বামী-বিয়োগ হইয়াছে; অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও সুহাসিনীর জীবন ও জগৎ অন্ধকারময়; তবে এই বিপুল অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত তাঁহার একটিমাত্র সপ্তমবর্ষীয় পুত্র আছে। জনার্দ্দন বাবুর একমাত্র সন্তান সুহাসিনীই তাঁহার পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। সুহাসিনীর বয়স এখন সাতাশ বৎসর হইবে। তাঁহার মাতুল ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করেন।

চুরির দিবস সংবাদ পাইবামাত্রই পুলিস-ইন্স্পেক্টর সদলে জনার্দ্দন বসুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দারোগাটি অতি স্থূলকায়, অতি খর্ব্ব। এই দারোগা-পুঙ্গবের বুদ্ধিটিও তাঁহার শরীরের অনুরূপ।

বরেন্দ্রনাথ এই দারোগা মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাকে সদলবলে উপস্থিত দেখিয়া তিনি সমাদরে তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আনিলেন, দারোগা মার্ত্তণ্ডকুমার বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়—ডাক্তার বাবু, বড়ই দুঃখের বিষয়—তবে নিশ্চয়ই চোর ধরা পড়িবে—এত দামী জহরত কখনই তাহারা লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আমাদের ডিটেক্‌টিভদের চোখে ধূলি দেওয়া বড় কঠিন, ডাক্তার বাবু—বড়ই কঠিন—এখন তাহার পর—কি বল শ্যামকান্ত, প্রথম আমাদের কি করা উচিত?"

অনুচর শ্যামকান্ত বলিল, "বোধ হয়, প্রথমে আমাদের—হাঁ, তদন্ত আরম্ভ করাই উচিত।"

দারোগা বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—তদন্ত আরম্ভ করা যাক—কি বলেন, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "যাহা ভাল বুঝেন, করুন। আমরা আর কি বলিব?"

"অবশ্য—অবশ্য—নিশ্চয়। শ্যামকান্ত!"

"আজ্ঞা করুন।"

"তবে তদন্ত আরম্ভ করা যাক্?"

"আরম্ভ করুন।"

তখন দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারী প্রত্যেক গৃহ, জানালা, চেয়ার, টেবিল, আস্‌বাব প্রভৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দারোগা বলিতেছিলেন, "শ্যামকান্ত, তদন্ত হইতেছে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কেমন হইতেছে?"

"খু—উ—ব।"

"তবে তদন্ত চলুক?"

"হাঁ, চলুক।"

ডাক্তার বাবু ইঁহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। ভাবিলেন, "এই দুই অপদার্থ গর্দ্দভ, ইহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিবে না; তবে কলিকাতায় মোহনলালকে সংবাদ দিয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই শীঘ্র আসিয়া পড়িবেন, তখন যাহা হয়, করা যাইবে। এই দুই অপদার্থকে কোন কথা বলিয়া কোনই ফল নাই। এ চোর সাধারণ চোর নহে। তাহারা ক্লোরাফর্ম্ম দিয়া সকলকেই অজ্ঞান করিয়াছিল। সুহাস্যকে আর একটু বেশি ক্লোরাফর্ম্ম দিলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল। কি ভয়ানক!"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া দারোগা ও শ্যামকান্ত বাড়ীর সমস্ত গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; তৎপরে একে একে দাস-দাসীদিগকে ডাকিয়া তাহাদের জবানবন্দী লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহারা কেহই কিছু বলিতে পারিল না, তাহারা কেহই কিছু জানে না, সকলেই ক্লোরাফর্ম্মে অজ্ঞান ছিল; কিন্তু ক্লোরাফর্ম্মের কথাও তাহারা জানে না—সকলেই বলিল, "আমরা ঘুমাইয়াছিলাম, কিছু জানি না।"

অগত্যা তদন্ত শেষ করিয়া দারোগা ও শ্যামকান্ত গমনে উদ্যত হইলেন। ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝিলেন, মহাশয়?"

দারোগা শ্যামকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল, শ্যামকান্ত?"

শ্যামকান্ত বলিল, "কি আর বলিব—তদন্ত হইল।"

"ডাক্তার বাবু আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি বুঝিলাম।"

"বুঝিলাম——"

"হাঁ, গাধা।"

"এই—এই—চোর ঠিক ধরা পড়িবে।"

"নিশ্চয়।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন। বরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এমন মূর্খদেরও পয়সা দিয়া রাখিয়াছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহনলাল

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতা হইতে সুদক্ষ গোয়েন্দা মোহনলাল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনি সাধারণভাবে আসিলেন না। ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভাগিনেয়ী সুহাসিনী উভয়েই তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আবির্ভাবে প্রথমে ভীত, তৎপরে বিস্মিত, অবশেষে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটা বড় আমগাছ ছিল, এই বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া বরেন্দ্রনাথ ও সুহাসিনী কথোপকথন করিতেছিলেন। মোহনলাল এখনও আসিলেন না বলিয়া বরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মোহনলালের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাহাই তিনি প্রাতেই তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই প্রহরেই আসিবার কথা, আর এখন রাত হইল।

সুহাসিনী বলিলেন, "মামা, কই আপনার সে ডিটেক্‌টিভ আসিলেন না?"

"নিশ্চয়ই আসিবেন—বোধ হয়, কলিকাতায় এখন নাই—হয় ত অন্য কাজে কোথায় গিয়াছেন—তাঁহাকে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়।"

"আসিলেই বাঁচি।"

"যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমার এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহাদের মস্তকের উপর হইতে কে এই কথা বলায় তাঁহারা উভয়েই চমকিত ও ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন এক ব্যক্তি সেই বৃক্ষের ডাল হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িল।

বরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তুই কে? এখানে কেন?"

সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে বলিল, "হুজুরের হুকুমেই এখানে এই অধীনের আগমন।"

সুহাসিনী গৃহমধ্যে সরিয়া গেল। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি—তুমি—মোহনলাল—কতক্ষণ গাছের উপরে ছিলে হে?"

"অনেকক্ষণ—চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট।"

"চেহারায় নহে—চিনিয়াছি গলার স্বরে।"

"চেহারাটা দরকার মত বদ্‌লাইতে হয়।"

"এ ভাবে আসিবার মানে কি?"

"ক্রমে সব শুনিবে—চেহারায় কি বুঝায়?"

"একজন কুলি মজুর।"

"তাহাই—কাল হইতে এ বাড়ীতে মজুরের কাজেই লাগিব—মনে করিয়াছি, এখানকার লোক-জনে আমায় না দেখিতে পায়, আমি যে ভাবে আসিয়াছি, সেই ভাবেই যাইব।"

"আর তোমার অনুসন্ধান কখন আরম্ভ করিবে?"

"আরম্ভ ত অনেকক্ষণ হইয়াছে।"

"কতদূর কি করিয়াছ, বল।"

"এইদিকে এস।"

এই বলিয়া মোহনলাল ডাক্তারের হাত ধরিয়া একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন।

মোহনলাল বলিলেন, "এখন কি শুনিতে চাও ?"

ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন, "কি অনুসন্ধান করিয়াছ ?"

মোহনলাল বলিলেন, "তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া দশটার গাড়ীতে এখানে আসিয়াছি ; সহরে এ সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, তাহা সবই শুনিয়া লইয়াছি ; তাহার পর এই বাড়ীটার চারিদিকটাও ভাল করিয়া দেখিয়াছি ; চাকরদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া তাহাদের এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তাহাও জানিয়াছি। তাহাদের অলক্ষ্যে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘরগুলিও সব দেখিয়াছি, তাহার পর আরও কিছু দেখিবার আশায় ঐ গাছে উঠিয়া বসিয়াছিলাম ; তোমরা নিতান্ত আমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তাহাই সহসা আবির্ভাব হইতে হইল।"

"দেখিতেছি, তুমি ইহারই মধ্যে অনেক সন্ধান লইয়াছ।"

"কার্য্যই ঐ—এখন ক্লোরাফর্ম্ম——"

"তাহাও জানিয়াছ ?"

"কেবল জানা নহে, এই শিশিটিও পাইয়াছি। এখন আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই দস্যুগণ কাল রাত্রে প্রথম এ বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই, তাহারা পূর্ব্বেও আসিয়াছিল। তাহার পর তাহারা প্রথমেই চোখে যে জানালা পড়িয়াছিল, তাহাই যে খুলিয়াছে তাহা নহে, তাহারা জানিত যে, এই জানালাটা সহজে খুলিতে পারা যাইবে। তাহারা এ বাড়ীর ভিতর-বাহির উভয়দিকই খুব ভালরূপে জানিত।"

"এ সব কেবল অনুমান।"

"শুনে যাও—বৈঠকখানায় যে জিনিষ-পত্র তছনছ করিয়াছে, সে কেবল লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য, তাহারা জানিত যে, আসল জিনিষ—জহরত সেখানে নাই। তাহারা আনাড়ী লোক নহে, আগে

হইতে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিল, সেই বন্দোবস্ত মত কাজ করিয়াছে।—তাহাই তাহাদের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাহারা নদী দিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর বাড়ীর খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় আইসে; তাহারা জানিত, এই ঘরের পার্শ্বেই সিঁড়ী—সিঁড়ী দিয়া উঠিয়া গেলেই সুহাসিনী দেবীর ঘর। হয় ত তাঁহার গৃহের দ্বার খোলা ছিল, অথবা তাহারা দরজা খুলিবার যন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছিল। তাঁহার ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?"

"না, বন্ধ ছিল।"

"বন্ধ ছিল? ভাল, তাহারা কোন উপায়ে দরজা খুলিয়া গৃহমধ্যে গিয়াছিল, তাহার পর তাঁহাকে ক্লোরাফর্ম্ম দিয়া অজ্ঞান করিয়া অবাধে জহরতগুলি সংগ্রহ করিয়া পলাইয়াছে।"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

মোহনলাল বলিলেন, "দেখিতেছি, মহাশয় আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, ক্রমে প্রমাণ দিতেছি। গঙ্গার ধারে আঘাটায় কাল যে একখানা নৌকা কেহ টানিয়া উপরে তুলিয়াছিল, আমি তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়াছি। পাছে নৌকাখানা এই আঘাটায় দেখিয়া কেহ সন্দেহ করে, তাহাই ইহারা এখানাকে উপরে তুলিয়া জঙ্গলের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এটা তাহাদের প্রথম নম্বর ভুল—এ সূত্র ইচ্ছা করিলে তাহারা অনায়াসে না রাখিতে পারিত।"

"তাহা হইলে এটা তাহাদের ভুল?"

"নিশ্চয়ই, তাহার পর এই বৈঠকখানার জানালা—তাহারা জানিত, এ ঘরে কেহ রাত্রে থাকে না, তাহাই অন্য জানালা না ভাঙ্গিয়া এইটাই ভাঙ্গিয়াছিল। অজানা চোর হইলে এ জানালায় কখন আসিত না।

তাহার পর তাহারা সুহাসিনী দেবীর প্রকৃতি ভাল রূপেই জানিত। তাহাই তাহারা তাঁহাকে অতি অল্প পরিমাণে ক্লোরাফর্ম্ম দিয়াছিল; তাঁহাকে একটু ঘুম পাড়ানই তাহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহার জীবননাশ করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কি বল ডাক্তার? সুহাসিনী দেবীকে খুব ভালরূপ জানা না থাকিলে এরূপ কখনও ঘটিতে পারে না।"

"না, কথাটা ঠিক—অজানা লোক বা আনাড়ী লোক হইলে হয় ত অধিক ক্লোরাফর্ম্মই দিত।"

"তাহার পর দুইজন মাত্র দস্যু বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, একজন অপরের অপেক্ষা কিছু লম্বা, আমি জানালার পার্শ্বে উভয়েরই পায়ের দাগ লক্ষ্য করিয়াছি—লম্বা লোকের পা লম্বাই হইয়া থাকে—ডাক্তার, এক্ষণে এই পর্য্যন্ত, চল। আজ তোমার বাড়ীতেই অধিষ্ঠান করিব।"

উভয়ে নিঃশব্দে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।"

"ঘুরিয়া আসিতেছি," বলিয়া বরেন্দ্রনাথ মোহনলালের সহিত প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধু

উভয়ে পথে আসিলে মোহনলাল বলিলেন, "আমাদের দুইজনের এক সঙ্গে যাওয়া ভাল নহে। তুমি অগ্রসর হও—আমি পরে যাইতেছি।"

"কিন্তু——"

"ডাক্তার, ইহার মধ্যে কিন্তু-টিন্তু নাই, যাও, আমি পরে যাই-তেছি—লুকাইয়া আমাকে বাড়ীর ভিতরে লইও। বাড়ীতে খানিকটা মোম আছে কি ?"

"আছে, কেন ?"

"কে আসিতেছে—শীঘ্র যাও।"

এই বলিয়া মোহনলাল পাশ কাটাইলেন। ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ চিন্তিতমনে গৃহে ফিরিলেন।

একঘণ্টা অতীত হইল, তবুও মোহনলালের দেখা নাই, বরেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্য চিন্তিত হইলেন; এখনই আসিতেছি বলিয়া কোথায় গেলেন ? তিনি মোহনলাল আসিতেছেন কি না দেখিবার জন্য বহির্দ্বারে আসিলেন। বহুদূর পর্য্যন্ত পথের দুইদিক দেখিলেন, কোথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, মোহনলাল !

মোহনলাল অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কেহ নাই, একলা ত ?"

"হাঁ, কোথায় ছিলে? কই, পথে ত তোমাকে আমি দেখিতে পাই নাই?"

"তোমার বাড়ীতেই ছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া ডাক্তার বলিলেন, "কিরূপে প্রবেশ করিলে?"

"দরজা দিয়া—তুমি কাণা, দেখিতে পাও নাই—এইমাত্র।"

"সত্যকথা—এখন এস, সকাল থেকে উদরে কিছু পড়ে নাই?"

"তুমি মনে করিয়া দিলে, বাড়ীতে ভাল আহার হয় নাই—তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে আসিয়াছিলাম।"

"এখনই খাবার আনিতে বলিতেছি।"

"তাড়াতাড়ি নাই।"

তবুও ডাক্তার উঠিলেন, দেখিয়া মোহনলাল বলিলেন, "তোমার কোন চাকর-বাকরকে এ ঘরে আসিতে দিও না, মুখোস খুলিতেছি।"

"না, আমি নিজেই আনিব।"

এই বলিয়া বরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মোহনলালের জন্য নানাবিধ আহার্য্য আনিলেন।

মোহনলাল বাক্যব্যয় না করিয়া নীরবে সে সমস্ত উদরস্থ করিলেন। তৎপরে হাতমুখ ধুইয়া বলিলেন, "এখন সুস্থ হইলাম, ডাক্তার, এইবার সেই খানিকটা মোম আবশ্যক।"

ডাক্তার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "মোম লইয়া কি করিবে, তাহা জানিতে ব্যস্ত হইয়াছি।"

মোহনলাল উত্তর করিলেন না।

বরেন্দ্রনাথ খানিকটা মোম লইয়া আসিলেন; বলিলেন, "এই লও তোমার মোম—আর কি চাও?"

"এটা গলাইতে হইবে।"

"কিসে গলাইবে ?"

"একটা বাটী দাও, তাহা হইলে এই আলোতেই গলাইয়া লইব।"

বরেন্দ্রনাথ একটা পিতলের বাটী আনিলেন। তখন বাটীতে মোম রাখিয়া মোহনলাল বাটী আলোর উপরে ধরিলেন। বলিলেন, "একটা ছাঁচ লইতে হইবে।"

তাহার পর তিনি পকেট হইতে ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটি বাহির করিলেন ; বলিলেন, "ডাক্তার, এ শিশিটি কিসের বলিয়া বোধ হয় ?"

"কই দেখি।"

"ভাল করিয়া দেখ।"

ডাক্তার ভাল করিয়া শিশিটি দেখিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, কোন এসেন্সের শিশি।"

"ঠিক কথা, এই এসেন্স প্রায় স্ত্রীলোকেই ব্যবহার করে—নয় কি ?"

"আমি এরূপ শিশি অন্যত্রেও দেখিয়াছি।"

"শীঘ্রই সব জানিতে পারিব।"

"আশ্চর্য্য হইতেছে, তাহারা এরূপ শিশি ফেলিয়া গিয়াছে।"

"ঠিক কথা, আমি ভাবিতেছিলাম, যখন দস্যুগণ সুহাসিনী দেবীর গৃহে প্রবেশ করে, তখন তাহাদের সঙ্গে একটা চোরা লণ্ঠন ছিল। ইহাদের একজন এই লণ্ঠন গৃহমধ্যে লইয়া যায়। তাহারা ক্লোরোফর্ম্মের বন্দোবস্ত আগেই করিয়া আনিয়াছিল ; ভাবিয়াছিল, এইখানেই সুহাসিনীর ঘরের মধ্যে কোন কাপড় পাইবে, তাহাতেই মাখাইয়া তাঁহার নাকে ধরিবে ; কিন্তু গৃহমধ্যে আসিয়া কোন কাপড় দেখিতে না পাইয়া নিজের রুমালেই মাখাইতে বাধ্য হয়।"

"তাহা হইলে এই চোরের পকেটে রুমাল ছিল ?"

"চোর হইলেই কি ছোট লোক হইতে হয় ? ছোটলোক চোর

ধরা সহজ, ভদ্রলোক চোর ধরাই বড় কঠিন ; কারণ তাহারা লেখাপড়া জানে, তাহাদের বুদ্ধি আছে—তাহারা যখন চুরি, ডাকাতি, খুন করে, তখন অনেক ভাবিয়া করে, তাহাদের জন্যই ত আমাদের ডিটেক্‌টিভ-গিরি চলিতেছে।"

"তাহা হইলে এই চোর একজন খুব ভদ্রলোক—এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম।"

মোহনলাল বলিলেন,"হাঁ, এই ভদ্রচোর নিজের রুমালের খানিকটা ছিঁড়িয়া তাহাতেই ক্লোরাফর্ম্ম মাখাইয়া সুহাসিনীর নাকের উপরে ধরে ; এই সময়ে তাহার সঙ্গী বাহির হইতে তাহাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিতে থাকে, অবশ্যই বাহিরে একজন পাহারায় ছিল ; তাহা হইলে কেহ উঠিয়াছে এই ভাবিয়া ভদ্রচোর সত্বর লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়,শিশিটা ও রুমালখানা লইয়া যাইতে সময় পায় নাই।"

"তাহা হইলে দুইজন ছিল ?"

"হাঁ, দুইজন ছিল—এ সকল কাজ একা হয় না।"

"তুমি বলিতেছিলে তাহারা চালাক হইলেও অনেক ভুল করিয়াছে, কই ভুল ত কিছু দেখিতেছি না—সমস্ত জহরতগুলি লইয়া গিয়াছে।"

"তাহা ঠিক—এ সম্বন্ধেও তাহারা ভুল করিয়াছে—তাহাদের কাজে অনেক ত্রুটি রাখিয়া গিয়াছে। তবে এ ব্যাপার সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয় আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। এখন সে সব কথা থাক, এখন আমি ছাঁচ সরাইয়া রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিব। নিদ্রাটা মানুষের নিতান্ত আবশ্যক।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, ডিটেক্‌টিভদিগের আহার নিদ্রা নাই।"

"সে কেবল উপন্যাসে। এখন নিদ্রা ও নাসিকা-গর্জ্জন।"

এই বলিয়া মোহনলাল চাদর মুড়ি দিয়া লম্বাভাবে শয়ন করিলেন।

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনি ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। অবশেষে তিনি উঠিয়া শয়ন করিলেন। তখন মোহনলালের নাসিকা-গর্জ্জন খুব চলিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চুরির তদন্ত

পরদিবস প্রাতে মোহনলাল সেইরূপ কুলী-মজুরের বেশে সুহাসিনীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। তিনি দেখিলেন, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেই দিকে আসিতেছেন; তিনি তাঁহাকে দেখিয়া সুহাসিনীর বাড়ীর দ্বার ছাড়িয়া আরও অগ্রসর হইলেন; তখন সেই ভদ্রলোক, তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন।

মোহনলাল তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিলেন, তিনি এই লোককে এখানে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, তবে বিস্ময় প্রকাশের লোক মোহনলাল ছিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "তাহা হইলে ইনিও দেখিতেছি, এ ব্যাপারে আছেন। ইঁহাকে ডাকিল কে? যিনিই ডাকুন—এবার মজাটা খুব হইবে।"

মোহনলাল দূরে গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, লোকটি সুহাসিনীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে ভদ্রলোকটি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দাসীর দ্বারা সুহাসিনীকে এক পত্র পাঠাইয়া দিল। সুহাসিনী পত্র খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধু নীলরতন বাবু এই পত্র লিখিয়াছেন।

নীলরতন বাবু চুরির সংবাদ পাইয়া সুহাসিনীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তৎপরে যাহাতে চোর ধরা পড়ে ও জহরত পাওয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন, বলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি সুহাসিনীকে লিখিয়াছেন ;—

"তোমার নিকটে একজন বিশেষ সুদক্ষ গোয়েন্দা পাঠাইতেছি—ইনি পুলিসে কাজ করেন না। স্বতন্ত্র গোয়েন্দাগিরিই ইঁহার ব্যবসায়, বড় বিচক্ষণ লোক, ইঁহাকে চুরির অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিও, ইনি নিশ্চয়ই চোর ধরিতে পারিবেন—ইঁহার নাম অবনীকান্ত দত্ত।"

দাসীকে দিয়া সুহাসিনী অবনীকান্তকে বলিলেন, "হাঁ, তাহা হইলে আপনি অনুসন্ধান করুন।"

অবনীকান্ত বাহিরের ঘরে ছিলেন, দাসী দ্বারে—তাহার পশ্চাতে গৃহমধ্যে সুহাসিনী। অবনীকান্ত স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "আমি নীলরতন বাবুর নিকটে এ সম্বন্ধে সব শুনিয়াছি, এখন একবার অকুস্থানটি দেখিতে চাই।"

"বেশ, দেখিতে পারেন—দাসী আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে।"

দাসী অবনীকান্তকে লইয়া গেল। এই সময়ে একজন মালী আসিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী, আমি আসিয়াছি।"

সুহাসিনী ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মালী বলিল, "ওরূপ করিলে সকলের সন্দেহ হইবে—সকল কাজ পণ্ড হইবে—আমাকে ঠিক আপনার মালীর মতই দেখিতে হইবে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "কি করিতে বলেন ?"

"কি মুস্কি[illegible] আমি এখন আপনার চাকর—চাকর যে আমি, সেটা খুব মনে করি[illegible] কিছুতেই ইহা ভুলিবেন না—এখন আরও সাবধান হইতে হ[illegible]শেষতঃ অবনীকান্ত আসিয়াছে।"

সুহাসিন[illegible] বিস্মিতা হইয়া গেলেন; বলিলেন, "আপনি ইঁহাকে চিনে[illegible]

"খুব।"

"লোক [illegible]

"বেশ [illegible]

"তাহা হ[illegible] কি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছেন?"

"না, সে[illegible] একটু [illegible]।"

"তাহা হ[illegible] অনুসন্ধান করিতে পারেন?"

"কে ইহাকে পাঠাইয়াছেন?"

"আমার একজন বিশেষ আত্মীয়।"

"কোন ভয় নাই, অনুসন্ধান করুক। এখন একটা কথা, আপনি এ চুরি সম্বন্ধে কাহাকে সন্দেহ করেন?"

"না, কাহাকেও না—আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"আমি ঠিক ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কে আপনার জহরত চুরি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কি আন্দাজ করেন?"

"আমি কিছুই আন্দাজ করি না।"

"গত শনিবার রাত্রে আপনার বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই—এই চোরেরা যে আপনার জহরত চুরি করিয়াছে, তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহারা কে, তাহা আপনি অনুমান করিতে পারিতেছেন না—এ সকল বিষয়ে

আমি এক রকম নিশ্চিত হইয়াছি ; কিন্তু আমি এক বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি নাই।"

"কোন্ বিষয়ে ?"

"কোথায় এই জহরত এখন আছে, তাহা আপনি জানেন, কি জানেন না ?"

এই কথায় সুহাসিনীর মুখ লাল হইয়া গেল, তিনি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "যদি আপনি এতই জানিয়াছেন, তখন এটাও জানিতে পারিবেন। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।"

"আমি ডিটেক্‌টিভ, যতক্ষণ আপনার জহরতের জন্য আপনি চিন্তিত না হয়েন, যতক্ষণ এই চুরিতে আপনি দুঃখিত নহেন, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে আমার কোনই কৌতূহল নাই—তবে আপনার জহরত চুরি গিয়াছে, আপনি পুলিসে সংবাদ দিয়াছেন, বরেন্দ্র বাবু আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, আমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

এই সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মোহনলাল বলিলেন, "এখন এই পর্য্যন্ত—ভুলিবেন না, আমি আপনার চাকর।"

এই বলিয়া তিনি সরিয়া গেলেন। সুহাসিনীও অবনীকান্তকে দাসীর সহিত আসিতে দেখিয়া অন্য গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অবনীকান্ত সমস্ত ঘর উত্তমরূপে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন ; দাসীকে বলিলেন, "দোয়াত, কলম, কাগজ দাও, আমি রিপোর্ট লিখিয়া তোমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকটে পাঠাইব—বাঙ্গালায় লিখিব।"

দাসী দোয়াত, কলম, কাগজ আনিয়া দিল। অবনীকান্ত রিপোর্ট লিখিতে বসিলেন।

তিনি গৃহের সমস্ত দাস-দাসীদিগকে প্রশ্ন-বর্ষণে প্লাবিত করিয়া

ছিলেন ; কিন্তু তাহাতে যে অধিক কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ, তাহারা কিছুই জানিত না।

তিনি ছদ্মবেশী মালীরূপী মোহনলালকেও ধরিয়াছিলেন ; তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তিনি মোহনলালকে চিনিতে পারেন নাই।

ছদ্মবেশী মোহনলালকে তিনি কঠোরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, তুই কি জানিস্ রে ?"

মোহনলাল বলিলেন, "হুজুর, আমি কেমন করিয়া জানিব ?"

"তাহা আমি শুনিতে চাই না, শীঘ্র বল, বলিতেই হইবে।"

"হুজুর, আমি আজ কেবল কাজে লাগিয়াছি।"

"বেটা পাজি, এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন ?"

বিরক্ত হইয়া ছদ্মবেশী মালীকে গালিগালাজ দিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া রিপোর্ট লিখিতে বসিলেন। প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে দ্রুতবেগে অবনীকান্তের কলম চলিতে লাগিল, দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা হইয়া গেল। অবশেষে তিনি ডাকিলেন, "দাসি !"

দাসী আসিলে তিনি কাগজগুলি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, তোমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীকে এই রিপোর্ট দাও, তাঁহাকে পড়িতে বল, আমি তাঁহার মতামত জানিবার জন্য এইখানে অপেক্ষা করিব।"

দাসী রিপোর্ট লইয়া প্রস্থান করিলে, অবনীকান্ত একটা তাকিয়ার উপরে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া দেহভার ন্যস্ত করিলেন—অবশ্যই গুরুতর পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আবশ্যক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অবনীকান্তের মন্তব্য

অবনী বাবু লিখিয়াছেন ;—

"আজ সকালে শ্রীরামপুরে পৌঁছিয়াছি, পদব্রজে সহর দেখিতে দেখিতে সুহাসিনী দেবীর বাড়ীতে উপস্থিত হই। নীলরতন বাবু পত্র দিলে সুহাসিনী দেবী আমাকে অকুস্থান বিশেষ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অনুমতি দিলেন। আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।

"যে জানালা দিয়া দস্যুগণ গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা দেখিলাম। গৃহমধ্য হইতে কোন দ্রব্যাদি সরাইয়া দেওয়ায় সূত্র নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না, তবে বৈঠকখানা ঘর হইতে দস্যুগণ কোন দ্রব্য চুরি করে নাই।

"দস্যুরা এই ঘর হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে সিঁড়ী দেখিতে পায়; কোন দিকে কেহ নাই দেখিয়া, তাহারা নিঃশব্দে উপরে উঠিতে থাকে। সিঁড়ীর উপরেই সুহাসিনী দেবীর ঘর। তিনি বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যহ তাঁহার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করেন, তবে আমার বিশ্বাস যে, চুরির দিন তিনি দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

"যদি তাঁহার দরজা খোলা না থাকিত, তাহা হইলে দস্যুগণ নিশ্চয় প্রথমে অন্যান্য ঘর দেখিত—সম্ভবতঃ অন্য কোন গৃহের দরজা খোলা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দরজা ভাঙিয়া সুহাসিনী দেবীর গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইত না। ইহাতে কাহারও-না-কাহারও জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।

"চুরি অতি নিঃশব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। অন্য কোন দ্রব্যেই দস্যুগণ হাত দেয় নাই। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, দস্যুগণ প্রথমেই সুহাসিনী দেবীর গৃহের দ্বার খোলা দেখিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমে একজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর সুবিধা দেখিয়া, সে তাহার সঙ্গীকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করে, তাহার হাতে এক চোরা লণ্ঠন ছিল।

"একজন তখন নিঃশব্দে সুহাসিনী দেবীর শয্যার নিকটে আইসে, তখন সে অতি সাবধানে তাঁহার নাসিকার উপরে ক্লোরাফর্ম্মের রুমাল রাখিয়া দেয়, তাহাতেই সুহাসিনী দেবী জ্ঞানশূন্যা হয়েন।

"তাঁহাকে একবার ক্লোরাফর্ম্ম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। সিন্দুক খুলিয়া জহরত লইতে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা লাগিয়াছিল। দস্যুগণের ইচ্ছা ছিল না যে, কোন রূপে সুহাসিনী দেবীর প্রাণহানি হয়, তাহাই অতি কম পরিমাণে তাঁহাকে ক্লোরাফর্ম্ম দেয়; তবে তিনি নড়িয়া-চড়িয়া উঠায় আবার ক্লোরাফর্ম্ম দিয়াছিল, এইরূপে বোধ হয়, দুই-তিনবার ক্লোরাফর্ম্ম দিয়াছিল। এইজন্যই তাহারা ক্লোরা-ফর্ম্মের শিশিটা ও রুমামের কিয়দংশ গৃহের এক কোণে রাখিয়াছিল। দুইজনে সিন্দুক হইতে জহরত লইতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে কিসের শব্দ হইল। তখন তাহারা ভয়ে সত্বর গৃহ হইতে পলাইল। তাড়াতাড়ি পলাইবার সময়ে শিশি ও রুমালের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

"দস্যুগণ বিশেষ কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই; তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহারা ব্যবসাদার চোর, দস্যুগিরিই তাহাদের ব্যবসায়; ইহার প্রমাণ তাহাদের কার্য্যপ্রণালী। যাহারা চিরকাল চুরি করিয়া না আসিতেছে, তাহারা কখনও এ ভাবে জহরত চুরি করিয়া পলাইতে পারিত না—বিশেষতঃ তাহারা সঙ্গে করিয়া নিশ্চয়ই

অনেক যন্ত্র আনিয়াছিল, নতুবা এত নিঃশব্দে সিন্দুক খুলিতে পারিত না —যাহাদের চুরিই ব্যবসায়, তাহারা ব্যতীত অপরে এরূপ যন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে না।

"আমি যেরূপ প্রমাণ পাইলাম, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি, ইহা এই সহরের চোরের কাজ। তাহারা জহরত চুরি করিয়া নিশ্চয়ই কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে, সেখানে ইহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে। ইহাদের ধরিতে হইলে ইহাদের জন্য কলিকাতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"এই বাড়ীর কোন চাকর তাহাদের সাহায্য করিয়াছে কি না জানিবার জন্য আমি বিশেষ অনুসন্ধান লইয়াছি, দাসদাসীদিগের সকলকেই নানা প্রশ্ন করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ যে এই তস্কর-দিগকে সাহায্য করিয়াছে, এরূপ আমার বোধ হয় না।

"বাড়ীর পশ্চিমে ময়দানে আমি দস্যুদিগের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাই-য়াছি। দুই-তিনজন লোক এই মাঠের উপর দিয়া অথচ পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়াছে। স্পষ্ট জানা যাইতেছে, দস্যুগণ এই মাঠ দিয়া বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়াছিল। বাড়ীর প্রাচীর দেখিলেও ইহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

"খুব সম্ভব, দস্যুগণ তাহাদের কাজ শেষ করিয়া এই পথেই ফিরিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, তাহারা এখান দিয়া মাঠের পথে হাঁটিয়া বহুদূর গিয়া রেলে উঠিয়াছিল, তাহার পর কলিকাতায় রওনা হইয়াছিল। আরও আমার——"

এইখানে পাঠ বন্ধ করিয়া সুহাসিনী দেবী মৃদুহাস্যে দাসীর হাতে কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "এখনই ফেরৎ দিয়া আইস।"

দাসী, অবনীকান্তের হস্তে কাগজ ফিরাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, "আপনাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী রিপোর্ট পড়িয়া কি মত প্রকাশ করিলেন?"

"কিছুই না।"

"কিছুই না, অসম্ভব! সে কি? আমি তাঁহার মতামত শুনিতে চাই—আমি বৃথা পরিশ্রম করিব না।"

"তাঁহাকে কি বলিব?"

"বল যে, তিনি দ্বারের পার্শ্বে থাকিবেন, আমি তাঁহাকে দুই-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

দাসী চলিয়া গেলে অবনীকান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "কি আপদেই পড়িলাম! যত মূর্খ লইয়া কাজ—তাহাতে আবার স্ত্রীলোক!"

অবনীকান্ত মহাচিন্তায় পড়িয়া নানাবিধ মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন।

* * * * * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বলিল, "তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি মতামত কি বলিবেন; তিনি স্ত্রীলোক, তাঁহার কাজকর্ম্ম সমস্তই তাঁহার মাতুল মহাশয় দেখেন, আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেই সব কাজ হইবে।"

অবনীকান্ত অতি বিকট ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "কি মুস্কিল—ইহাতে কোন কাজই হয় না।"

এই সময়ে তথায় একটি যুবক প্রবেশ করিলেন। অবনীকান্তের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি কে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহযোগী

অবনীকান্তও যুবকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বলিলেন, "আমি ডিটেক্‌টিভ অবনীকান্ত।"

যুবক মৃদুহাস্যে বলিলেন, "ও আপনিই অবনী বাবু? ভাল হইল।"

"কি ভাল হইল?"

"আপনি যে কাজে নিযুক্ত, আমিও সেই কাজে একটু নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

"আপনিও তবে একজন ডিটেক্‌টিভ?"

"না, আমি বাড়ীর কর্ত্রীর সম্বন্ধে ভ্রাতা হই; সুতরাং তাঁহার হইয়া এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান লইতেছিলাম।"

"মহাশয়ের নাম?"

"সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াই জানুন।"

"ভালই হইল, আপনার সহিত কথা চলিবে। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এক রিপোর্ট লিখিয়াছি।"

"ওঃ! ইহার মধ্যে রিপোর্ট পর্য্যন্ত লেখা হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, একবার পড়িয়া দেখুন না।"

সুরেন্দ্রনাথ অবনীকান্তের সুদীর্ঘ রিপোর্ট পড়িতে বাধ্য হইলেন, পড়া শেষ হইলে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভাল সময়েই আমি আসিয়া পড়িয়াছি—ভালই হইল, আপনার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চলিবে।"

"বলুন, আপনি এ সম্বন্ধে কি জানেন? সুহাসিনী দেবী এ অনুসন্ধানের ভার আমার উপরে দিয়াছেন। আমি আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। কলিকাতায় গিয়া দস্যুদিগের সন্ধান লইতে হইবে। বলুন, কিছু বলিবার থাকে, শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া ফেলুন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা জানিয়াছি, তাহা শীঘ্র শীঘ্রই বলা হইবে। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, গ্রাম হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি; জানিতে পারিলাম, চুরির রাত্রে প্রায় দুইটার সময়ে বালি ষ্টেশনে দুইজন লোক রেলে উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের চেহারা ঠিক কিরূপ, তাহা আমি ঠিক জানিতে পারি নাই। রাত্রে অন্ধকার ছিল, ষ্টেশনমাষ্টার ইহাদের ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। বোধ হয়, এই দুইজন লোকই এই চুরি শেষ করিয়া এইরূপে পলাইয়াছে।"

অবনীকান্ত পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া সমস্ত বিষয় লিখিয়া লইতে লাগিলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পর্য্যন্ত?"

"হাঁ, আপাততঃ এই পর্য্যন্ত—আর কিছু জানিতে পারি নাই।"

"ইহাতেই অনেক কাজ হইবে। এখন আমি বিদায় হইব।"

"তাহা হইলে আপনার এখানকার অনুসন্ধান শেষ হইল?"

"হাঁ-উপস্থিত, তবে আমি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করিব, অনেক কথাবার্ত্তাও হইবে," বলিয়া অবনীকান্ত বিদায় হইলেন। ক্ষণপরে সুরেন্দ্রনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

মোহনলাল ভৃত্যরূপে এতক্ষণ দ্বারের পার্শ্বে লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, এইবার তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দুবালা সম্বন্ধে

আমরা জহরতের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইন্দুবালার সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিব। ইন্দুর পিতা নরহরি বাবু বড়লোক—সম্ভ্রান্তলোক, তাহাই তাঁহার কন্যার অন্তর্দ্ধানে এত হুলুস্থূল পড়িয়াছে। নরহরি বাবুও কন্যার—বিশেষতঃ গোপালের বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে। তিনিও অবনীকান্তকে এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইন্দুকে সুহাসিনী বড় ভালবাসিতেন। উভয় পরিবারে সদ্ভাব থাকায় প্রায়ই যাওয়া-আসা ছিল, এইজন্যই ইন্দুকে সুহাসিনী কনিষ্ঠা ভগিনী-বোধে ভালবাসিতেন। তাহার প্রতি সুহাসিনীর এই স্নেহ-মমতা করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ইন্দুবালার স্বামী দীনেন্দ্রকুমার অল্প বয়সেই পাগল হইয়া গিয়াছিল। তাহার কখন কখন জ্ঞান হইত এইমাত্র—সে কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিত না, প্রায় বাড়ীতে থাকিত না—প্রায়ই আহার করিত না, ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। যদি সে কখনও কোন কথা কহিত, তাহা হইলে সে কেবল সুহাসিনীর সহিত—যদি কখন আহার করিত, তাহা হইলে সে কেবল সুহাসিনীর বাড়ীতে—সুহাসিনী কিছু দিলে।

তাহার স্ত্রীর কুকীর্ত্তির বিষয় দীনেন্দ্রকুমার শুনিয়াছিল; কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, সন্দেহ। সুহাসিনীও ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয়, দীনেন্দ্র ইন্দুর বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু একদিন তিনি দেখিলেন, প্রকৃত তাহা নহে। দীনেন্দ্র কেবল যে ইহা বুঝিয়াছে,

তাহা নহে, হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়াছে ; কেবল তাহাই নহে, ইন্দুকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে গোপালকে দণ্ড দিবেও স্থির করিয়াছে। সুহাসিনী ভাবিয়াছিলেন, দীনেন্দ্র কোন খবরই রাখে না—এখন দেখিলেন, সে সকল সংবাদই রাখে।

একদিন দীনেন্দ্র আসিলে সুহাসিনী তাহাকে স্নান করাইয়া দিলেন, ছিন্নবস্ত্র ছাড়াইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, আহার করাইলেন। এ কার্য্য আর কেহ করিতে পারিত না—আর কেহ এ চেষ্টা করিলে দীনেন্দ্র ভয়ানক দুর্দান্ত হইয়া উঠিত।

আহারাদির পর দীনেন্দ্র নিজেই ইন্দুর কথা উত্থাপন করিল। তাহাতেই তাহার মনের ভাব সুহাসিনী কথায় কথায় জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে পরে যে একটা ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিবে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে দীনেন্দ্র সহসা অতি ব্যস্তভাবে সুহাসিনীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু সর্ব্বদাই লাল, এক্ষণে আরও লাল হইয়াছে, তাহার মুখও রক্তিমাভ—তাহার ভাব দেখিয়া সুহাসিনী ভীত হইলেন ; বুঝিলেন, আজ দীনেন্দ্র কোন কারণে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সুহাসিনী তাহাকে যত্ন করিয়া বসাইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে ?"

"আসিয়াছে।"

"আসিয়াছে—কে আসিয়াছে ?"

"তাহার খবর।"

"কাহার—ইন্দুবালার ? কে খবর আনিল ?"

"পত্র লিখিয়াছে, সে এই বাড়ীতে আসিতে চায়।"

"তোমার শ্বশুর কি বলিতেছেন ?"

"তিনি তাহাকে আনিতে চাহেন না।"

"তোমার এখন ইচ্ছা কি ?"

"আসে আসুক।"

"আচ্ছা, তাহাকে তাঁহারা বাড়ীতে না লয়েন, আমি তাহাকে আমার বাড়ীতে লইব ; কি বল, তোমার কোন আপত্তি নাই ?"

দীনেন্দ্রকুমার এ কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। মৃদুহাস্য করিল, তৎপরে নীরবে উঠিয়া গেল।

লোক-লজ্জা ভয়ে নরহরি বাবু কন্যাকে বাড়ীতে আনিতে ইচ্ছা করিলেন না ; কিন্তু সুহাসিনী সমাজের ভয় করিলেন না, যদিই বা ইন্দু ভুল করিয়া থাকে, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুহাসিনী স্বয়ং নরহরি বাবুর বাড়ীতে গিয়া অনেক বুঝাইলেন, অবশেষে তিনি নিজের বাড়ীতে তাহাকে আনিতে চাহিলেন। যাহাই হউক, অবশেষে সুহাসিনীরই জয় হইল। পাপিষ্ঠা ইন্দুবালাকে গোপনে গৃহে আনা হইল।

ইন্দু গোপালের সঙ্গে গিয়াই তাহার চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করে নাই. কলিকাতায় পৌছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া সে তাহার এক আত্মীয়ার বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই সে বাস করিতেছিল, সেইখান হইতেই বাড়ীতে পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু গোপাল তাহার অনুসরণ করিতে ছাড়ে নাই। সে তাহার সন্ধানে শ্রীরামপুরে ফিরিল ; কিন্তু তাহার দেখা পাইল না। তাহার দেখা পাইবার জন্য সে শ্রীরামপুরে তাহার পরিচিত একটি পতিতা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিল। তাহার হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাহাতে যতদিন চলিল, সে মদ খাইয়া

কাটাইতে লাগিল। যখন তাহার পয়সা ফুরাইয়া গেল, তখন সেই স্ত্রীলোকের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিল।

একদিন গোপাল তাহার নিকটে মদের পয়সা চাওয়ায় সেই স্ত্রীলোক দিতে অস্বীকার করে। গোপাল তখন তাহাকে নির্ম্মম-ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখন রাত্রি প্রায় আটটা, স্ত্রীলোকটি তাহার প্রহারে মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিতে লাগিল।

সহসা কে তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপালকে সবলে এক পদাঘাত করিল। গোপাল সেই একটিমাত্র পদাঘাতে ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। তিনি ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ।

বরেন্দ্রনাথ নত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "তোমাকে কোন্ জায়গায় মারিয়াছে?"

সে কাতরভাবে বলিল, "আমায়—আমায় বড় লাগে নাই।"

এই সময় গোপাল টলিতে টলিতে উঠিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিতেছিল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই বরেন্দ্রনাথ পদাঘাতে তাহাকে আবার দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

এই সময়ে প্রতিবেশীরা এই গোলযোগ শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বরেন্দ্রনাথ তাহাদের বলিলেন, "আমি এই পথে যাইতে-ছিলাম, এই স্ত্রীলোকটির চীৎকার শুনিয়া এখানে আসিয়া দেখি যে, এ লোকটা ইহাকে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে মারিতেছে, তাহাই ইহাকে একটু শিক্ষা দিয়াছি—ইহাকে তোমরা দেখ, আমি চলিলাম।"

এই সময়ে গোপাল আবার কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনেক লোক দেখিয়া আর কিছু বলিল না—সত্বরপদে তথা হইতে পলাইল।

এদিকে এই পর্য্যন্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রোথিত মৃতদেহ

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ কিছুই জানিতেন না; কিন্তু কয়েক দিন হইতে একজন লোক দিন-রাত্রি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। আবার তাঁহার সেই অনুসরণকারীর আর একজন অনুসরণ করিতেছিল। ইহারা কে, তাহা তিনি কখন লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার মনে কখনও কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। তবে কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল যে, গোপাল প্রায় ডাক্তারের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; তবে সে এখন এমন মাতাল হইয়া গিয়াছিল যে, কেহই তাহার সহিত কথা কহিত না। অতি অবনতি হইলে মানুষের যাহা হয়, তাহাই তাহার হইয়াছে। তাহাকে পথের কুকুরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কেহ আর তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিত না।

একদা মধ্যরাত্রে বরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। একখানা বহি লইয়া দেখিতে লাগিলেন, বাহিরে তখন মহাদুর্যোগ—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল।

সহসা সবলে কে তাঁহার দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। তিনি বৃষ্টির শব্দে প্রথমে সে শব্দ শুনিতে পান নাই; কিন্তু পরে শুনিতে পাইলেন,কে সবলে দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতেছে,"বরেন—বরেন!"

তিনি গলার স্বরে বুঝিলেন, তাঁহার প্রতিবেশী উকীল মাধবলাল; তাঁহার বাড়ী, ডাক্তারের বাড়ীর ঠিক সম্মুখে—রাস্তার অপর পার্শ্বে।

ডাক্তার সত্বর উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতে গেলেন। এত রাত্রে মাধবলাল কেন তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

দরজা খুলিলে মাধবলাল বলিলেন, "বরেন, তুমি কি বাপু একদম কালা হইয়াছ? তোমার কুকুর ডাকিয়া ডাকিয়া মরিল, শুনিতে পাই-তেছ না? দেখ, তাহার কি হইয়াছে।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"এস দেখিবে—সে কি একটা টানিয়া বাহির করিয়াছে।"

ডাক্তার কোন কথা না বলিয়া উকীল মাধবলালের সহিত চলিলেন।

বরেন্দ্রনাথের বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট বাগান ছিল—তাহার এক কোণে তাঁহার কুকুর ভয়ানক চীৎকার করিতেছে ও পা দিয়া মাটি সরাইতেছে। তাঁহারা উভয়ে সত্বর তথায় আসিলেন। আসিয়া দেখি-লেন, তাঁহার কুকুর মাটি ও পাতার স্তূপের ভিতর হইতে একটা মানুষের পা, টানিয়া বাহির করিয়াছে; আর মৃতদেহের উপর হইতে সম্মুখের দুই পা দিয়া চারিদিকে মাটি বিক্ষেপ করিতেছে।

বরেন্দ্রনাথ লম্ফ দিয়া গিয়া তাঁহার কুকুরের গলা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একদিকে লইয়া আসিলেন, তৎপরে মাধবলালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, এটাকে আগে বাঁধি।"

এই বলিয়া তিনি কুকুটার গলা ধরিয়া টানিয়া বাড়ীতে আনিলেন, তৎপরে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ছুটিয়া আবার তথায় গেলেন।

মাধবলাল বলিলেন, "এ কি! এ কে—এ কাহার পা?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাহারই হউক, দেখিতে হইতেছে—এস।"

"কি করিতে চাও?"

"মাটিগুলা সরাইতে হইবে। দাঁড়াও, আমি কোদাল আনিতেছি।"

"দুই-একজন লোক ডাকি।"

"না, এখন গোল করিবার আবশ্যক নাই," বলিয়া বরেন্দ্রনাথ আবার বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মাধবলাল সেই বীভৎস দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন।

তখনই বরেন্দ্রনাথ দুইখানা কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন; মাধবলালকে বলিলেন, "লও, তুমি এইদিককার মাটি সরাও, আমি অন্য দিক্‌টার সরাই—সাবধানে।"

দুইজনে কোদাল ধরিলেন, শীঘ্রই মাধবলাল মাটি অনেকটা সরাইয়া ফেলিলেন, তখন একখানা হাত, একখানা পা, পরে খানিকটা শরীর বাহির হইয়া পড়িল।

"এ যে এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতেছি," বলিয়া মাধবলাল সরিয়া দাঁড়াইলেন। ততক্ষণে বরেন্দ্রনাথ মাটি সরাইয়া একটা মনুষ্যের সম্পূর্ণ মৃতদেহ আবিষ্কার করিলেন, কেবল মুখখানা তখনও ঢাকা রহিয়াছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরিশ্রান্তভাবে হাঁপাইতে লাগিলেন।

মাধবলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "কে—এ ?"

"দেখি," বলিয়া বরেন্দ্রনাথ মৃতদেহের মুখের মাটি সরাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ডাক্তার—মৃতদেহ দেখিয়া তাঁহার তত ভয় হয় নাই; কিন্তু এ দৃশ্য দেখিয়া মাধবলালের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।

বরেন্দ্রনাথ ক্রমে মৃতদেহের মুখ হইতে মাটি সরাইয়া লইলেন, মুখ বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু অন্ধকারে তাঁহারা সে মুখ ভাল দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকিল। তাহাতে উভয়েই মৃতদেহের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

মাধবলাল বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক—এ যে সেই লোকটা!"

"কে ?"

"নরহরির সরকার—গোপাল।"

নবম পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রনাথ বিপন্ন

প্রকৃতই ইহা গোপালের মৃতদেহ! বরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার বাড়ীর বাগানের ভিতরে এই গোপালের মৃতদেহ কিরূপে আসিল। বরেন্দ্রনাথের মুখ সহসা শুকাইয়া গেল। মাধবলাল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অবশেষে মাধবলাল বলিলেন, "এখন কি বল?"

বরেন্দ্রনাথ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি বলিব—প্রকৃতই লোকটাকে আমি চিনিতাম না, তবে নাম শুনিয়াছিলাম। একদিন ইহাকে কোথায় দেখি——"

মধ্যপথে বাধা দিয়া মাধবলাল অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এখন সে সব কথা থাক—এখন কি করা উচিত, তাহাই স্থির কর।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পুলিসে খবর দিতে হইবে—ইহা ত আর লুকাইবার জিনিষ নহে।"

মাধবলাল বলিলেন, "তাহা ত নিশ্চয়, তবে এখান থেকে চল।"

সহসা বরেন্দ্রনাথ যেন সেইখানে প্রস্তরে পরিণত হইয়া গেলেন। তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পা তুলিতে পারিতেছিলেন না।

মাধবলাল বলিলেন, "আর এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে, চল।"

বরেন্দ্রনাথ তখন আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "হাঁ, চল।"

উভয়ে তখন বাগান ছাড়িয়া গৃহে আসিলেন। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমিই পুলিসে খবর দেও, আমার শরীর আজ নিতান্ত খারাপ।"

এই বলিয়া তিনি সত্বরপদে অন্য গৃহে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভাবে বিস্মিত হইয়া মাধবলাল কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া তাঁহার ভৃত্যকে দিয়া পত্র থানায় পাঠাইলেন।

সেই দুর্যোগের রাত্রে পুলিস বড় সাড়া দিল না। পরদিন প্রাতে আসিয়া লাস চালান দিল—সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানও আরম্ভ হইল।

* * * * *

সন্ধ্যার সময়ে মাধবলাল, বরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিলেন। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এস—বসো।"

মাধবলাল বসিয়া বলিলেন, "এখন কেবল প্রতিবেশী বন্ধু বলিয়া আসিলাম; কিন্তু পরে উকীল হইয়া আসিতে হইবে, দেখিতেছি।"

বরেন্দ্রনাথ বিষাদিত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার উকীলের দরকার হইবে না।"

"এখন আমার ডাক্তারের দরকার নাই, তাহাই বলিয়া কি কাল আমার ডাক্তার দরকার হইতে পারে না?"

"তাহা হইলে তুমি বলিতে চাও যে, কাল আমার উকীলের দরকার হইবে?"

"বরেন, আমার ত তাহাই বোধ হয়।"

"ওঃ! তাহা হইলে পুলিসের অনুসন্ধানে এই প্রকাশ পাইবে যে, গোপালকে আমিই হত্যা করিয়াছি—আনুষঙ্গিক প্রমাণ, প্রথমে আমি একদিন গোপালকে পদাঘাত করিয়াছিলাম, তাহার সহিত আমার ঝগড়া ছিল, এই গেল এক নম্বর। তাহার পর দুই—গোপালের

মৃতদেহ আমার বাগানের ভিতরে পোতা ছিল। তাহার পর তিন নম্বর, আমার নামাঙ্কিত একখানা রুমালও মৃতদেহের সহিত পাওয়া গিয়াছে —এই ত মাধব ?"

বরেন্দ্রনাথের অবিচলিত ভাব দেখিয়া মাধবলাল বিস্মিত হইলেন— তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, "তোমার হৃদয়ের বলের প্রশংসা করি, কিন্তু——"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি বলিবে আমার বিরুদ্ধে গুরুতর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু কতদূর কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না।"

মাধবলাল বলিলেন, "এ কথা ঠিক—বিশেষ প্রমাণ আমি ত দেখি না, তবে পুলিস যাহা বলিতেছে, তাহাই বলিতেছি।"

বরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, পুলিসে এমন অনেক কথাই বলে, দেখা যাক, কত দূরে গিয়া দাঁড়ায়, তাহার পর আমার কাছে আসিও—বন্ধুভাবে—উকীলভাবে নয়, তখন সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

মাধবলাল সেদিন চলিয়া গেলেন। বরেন্দ্রনাথও বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইলেন।

যখন এদিকে তাঁহাদের উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে সুহাসিনীর বাড়ীর উদ্যানে একজন মালী একটি বালকের সহিত মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল।

মালী বলিল, "তাহার পর ?"

বালক বলিল, "তাহার পর আমি আপনার কথা মত সেই সব লোকের উপরে নজর রাখিয়াছি। সেই লোকটা মাতাল গোপাল— দিনের বেলায় বড় বাহির হয় না। রাত্রে বাহির হইয়া ডাক্তারের বাড়ীর

কাছে ঘুরিতে থাকে, আর তোমার অবনীকান্ত, সে তাহার পিছনে পিছনে যায়। কাল রাত্রেও ঐ রকম দুজনে যাইতেছিল; দেখিলাম, একটু আগে ডাক্তারও যাইতেছে; কিন্তু অবনীকান্ত কিছু দূরে গিয়া একদিকে চলিয়া গেল, আমি তোমার হুকুমমত তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম।"

"খুব ভাল করিয়াছ।"

"তাহার পর অবনীকান্ত ফিরিয়া বাসায় আসিল—আমি অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; দেখিলাম, অবনীকান্ত আর বাহির হইল না, তখন আমি বাড়ীতে ফিরিলাম।"

"বেশ, তাহার পর?"

"তাহার পর আজ সকালে শুনিলাম, মাতাল গোপাল খুন হইয়াছে, তাহাকে ডাক্তারের বাগানে পাওয়া গিয়াছে। আমি যদি——" চুপ।

"কি যদি?"

"যদি গোপালের পিছনে থাকিতাম, তাহা হইলে তাহাকে কে খুন করিয়াছে, দেখিতে পাইতাম।"

"ওঃ! সে বিষয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—অবনীর উপরে নজর রাখিবে—এখন যাও।"

বালক আর কিছু না বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। মালীও ঝোপের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মালী—মোহনলাল। বালক তাঁহারই একজন অনুচর।

দশম পরিচ্ছেদ

খুনের অনুসন্ধান

পুলিস গোপালের মৃত্যুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টর প্রথমেই মাধবলালের এজাহার লইলেন। মাধবলাল যেরূপে কুকুরের ডাক শুনিয়া বরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া তুলিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা দুই-জনে মিলিয়া কিরূপে মৃত্তিকা স্তূপ হইতে মৃতদেহ বাহির করিয়াছিলেন, সকলই একে একে বলিলেন। ইন্‌স্পেক্টর সকল লিখিয়া লইয়া বরেন্দ্র-নাথকে ডাকিলেন।

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, মাধব বাবু যাহা বলিলেন, তাহার অধিক তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মৃতব্যক্তির বিষয় তিনি কিছুই জানেন না। একদিন লোকটা একটি স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছিল বলিয়া, তাহাকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়াছিলেন, আর একদিন তাঁহার পিছনে পিছনে আসায় ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"আপনি কি কখনও তাহাকে শাসাইয়াছিলেন ?"

"বোধ হয়, শেষবার আমি তাহাকে শাসাইয়া থাকিব—কি বলিয়া-ছিলাম মনে নাই। আমি পূর্ব্বেও তাহাকে আমার পিছনে পিছনে সর্ব্বদা আসিতে দেখিতাম।"

ইন্‌স্পেক্টর একখানি রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, "এ রুমালখানি কি আপনার ?"

ডাক্তার রুমালখানি হাতে লইয়া বলিলেন, "হাঁ, এ রুমাল আমার —আমার নাম ইহাতে লিখিত আছে।"

"তাহা হইলে এ রুমাল আপনার—আপনি সম্প্রতি রুমালখানি হারাইয়াছিলেন ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"কেহ কি এখানা চুরি করিয়াছিল বলিয়া, বোধ হয় ?"

"জানি না।"

"তাহা হইলে আপনি কি বলিতে পারেন না, কিরূপে এই রুমাল গোপালের মৃতদেহে আসিল ?"

"না, আমি জানি না।"

ইন্‌স্পেক্টর একখানা ছোরা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এই ছোরা আপনি কি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন ?"

"হাঁ, এই রকম একখানা ছোরা দেখিয়াছি।"

"এইরূপ ছোরা কি আপনার আছে ?"

"হাঁ, আছে।"

"এ ছোরা কি অনেকেই ব্যবহার করে ?"

"না, তবে ডাক্তারমাত্রেরই কাছে পাওয়া যায়।"

"একখানা ছাড়া এ রকম ছোরা কি আপনার অধিক আছে ?"

"না, তাহা নাই।"

"তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই রকম ছোরা একখানা আপনি হারাইয়াছেন।"

"না, আমার হারায় নাই।"

"আচ্ছা, এখন এই পর্য্যন্ত।"

তৎপরে এক ব্যক্তি আসিল, সে মৃত গোপালেরই মত একজন লোক, তাহা তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পুলিস ইহাকেও সংগ্রহ করিয়াছে।

লোকটা বলিল, "আমি একদিন গোপালের সঙ্গে রাত্রে ছিলাম, সে ডাক্তার বাবুর কাছে গেলে তিনি রাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মারিতে আসিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন, "ডাক্তার বাবু কি কিছু বলিয়াছিলেন?"

"হাঁ।"

"কি বলিয়াছিলেন—বল।"

"তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমার জীবন অশান্তিময় করিয়াছ, ভাল চাও ত, এখান হইতে এখনই চলিয়া যাও, না হইলে——'"

"না হইলে কি—কোন কথা গোপন করিও না।"

"না হইলে—তিনি বলিলেন, 'তোমার মৃত্যু—তোমার মৃত্যু নিশ্চয়।'"

"আর কিছু কি বলিয়াছিলেন?"

"না।"

"আচ্ছা, যাও।"

এই পর্য্যন্ত জবানবন্দী লইয়া ইন্‌স্পেক্টর সেদিন প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

পরদিবস গোপালকে হত্যা করিবার অপরাধে ইন্‌স্পেক্টর, ডাক্তার বরেন্দ্রনাথকে ধৃত করিয়া চালান দিলেন। সকলেই শুনিল, পুলিস ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরও অনেক অমোঘ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে চারিদিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ডাক্তার বরেন্দ্রনাথকে সকলেই চিনিত, তিনি তথাকার একজন খুব সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি খুন করিয়াছেন, ইহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিল না।

তিনি ধৃত হইলে এই সংবাদ পাইবামাত্র সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া মাধবলালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "ইহারা কি সত্য

শুনিয়াছে ? ডাক্তারকে খুনী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে—কি বজ্জাতি, কেবল তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার মৎলব। বেটারা কি ভয়ানক লোক !”

মাধবলাল বলিলেন, “স্থির হও, ইহাতে বরেন্দ্রের ক্ষতি ব্যতীত উপকার হইবে না।”

“চুপ করিয়া থাকি কিরূপে ?”

“চুপ করিয়া থাকিতে হইবে না। তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে—সুতরাং আমাদের সকলকেই এখন হইতে বিশেষ সাবধানে কাজ করিতে হইবে।”

“আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক ; কিন্তু ডাক্তারের উপরে যাহারা এরূপ দোষারোপ করিতে পারে, বলুন দেখি, তাহাদের কি বলিতে ইচ্ছা হয়। আপনাকে বরেন্দ্র বাবুর পক্ষ-সমর্থন করিতে হইবে।”

“তাহা ত করিবই—তবে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাই, কিন্তু এখন নয়, অন্য সময়—তাহার পর বরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিব।”

“তাঁহাকে জেলে লইয়া গিয়াছে—কি ভয়ানক !”

“খুনের মোকদ্দমা।”

“জামিনে কি খালাস দিতে পারিবেন ?”

“খুনের মোকদ্দমায় জামিন নাই। এ সম্বন্ধে পরে কথাবার্ত্তা কহিব।”

এই বলিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছিলেন; এই সময়ে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, “মাধব-লাল বাবু !”

মাধবলাল চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাধবলাল বলিলেন, “আপনিই কি আমায় ডাকিলেন ?”

ভদ্রলোকটি অতি সমাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার নাম বিপিনকৃষ্ণ—আমিও উকীল। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে—এখনই।"

"অন্য সময় হইলে কি ভাল হয় না?"

"না,এখনই—আমি ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।"

"তবে আসুন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

কারাকক্ষে

মাধবলাল তাঁহাকে ভিতরে আনিয়া একটি প্রকোষ্ঠে বসাইলেন।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে মৃদুস্বরে কথা কহিলেন। অবশেষে বিপিনকৃষ্ণ বলিলেন, "তাহা হইলে এখন আপনি সকল বুঝিলেন?"

"হাঁ, আমি এখনই বরেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি—সুরেন্দ্র বাবুও আমার সঙ্গে যাইবে। যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা আপনাকে আসিয়া জানাইব—এই ত?"

"হাঁ, ঠিক এই—তবে এখন আমি সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই না। আপনারা ফিরিয়া আসিলে দেখা করিব।"

মাধবলাল হাকিমের অনুমতি পাইয়া, সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া জেলে ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

জেল-দারোগা অনুমতি-পত্র পাইয়া যে গৃহে বরেন্দ্রনাথ ছিলেন, তথায় তাঁহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেল।

মাধবলাল জানিতেন, এখানে বাজে কথায় সময় নষ্ট করা চলে না;

তাহাই তিনি একেবারেই আসল কথা তুলিলেন; বলিলেন, "বরেন, আমিই তোমার মোকদ্দমা চালাইব, স্থির করিয়াছি; বুঝিতেছি, এ সকল কিছুই নহে—পুলিসেরই কাণ্ড।"

ডাক্তার ম্লানহাস্যের সহিত বলিলেন, "মাধবলাল, তুমি যে বিপদে আমাকে ত্যাগ করিবে না, তাহা আমি জানি; কিন্তু কথা হইতেছে, আমার সাপক্ষে যাহা বলিবার তাহা তোমাকে নিজে গড়িতে হইবে, আমি গড়িতে পারিব না। তুমি এজাহার সব পড়িয়াছ।"

"থাক তোমার এজাহার, আমি তোমাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, তাহার পর সে সব দেখিয়া লইব।"

বরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন; তৎপরে ধীরে ধীরে মাধবলালকে বলিলেন, "বন্ধু, তুমি কি যথার্থ বিশ্বাস কর, এ খুনে আমার কোন হাত নাই?"

"বিশ্বাস করি? নিশ্চয়ই তুমি নির্দ্দোষ।"

"আর তুমি সুরেন?"

সুরেন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, "না, না—কখনই ইহা সম্ভবপর নয়—আপনি কখনই খুন করিতে পারেন না।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমাদের যে আমার উপরে এত বিশ্বাস আছে, তাহাতে যে আমি কি সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমি খণ্ডন করিতে পারিব না। আমার সাপক্ষে বলিবার কিছু নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সহস্র আছে—এই আপনার কোন শত্রু আপনাকে জব্দ করিবার জন্য আপনার রুমাল ও ছোরা চুরি করিয়াছিল, তাহারই এ সব কাজ। সেই শত্রুই যত অনিষ্টের মূল; এখন কথা হইতেছে—এই মহাগুপ্ত শত্রু কে?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার শত্রু নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

মাধবলাল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বরেন, আমি তোমার পক্ষে উকীল হই, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিছুমাত্র নহে, এ বিপদে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তবে বলিয়াছি ত, আমি তোমাকে কোন সহায়তাই করিতে পারিব না।"

মাধবলাল বলিলেন, "ইহার অর্থ, তুমি ইচ্ছা করিয়াই আমায় এ বিষয়ে কোন সাহায্য করিবে না।"

বরেন্দ্রনাথ হতাশভাবে বলিলেন, "তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঠিক নহে, প্রকৃতই আমাকে রক্ষা করিবার আমার কোন ক্ষমতাই নাই।"

"তাহাই বোধ হইতেছে—রুমালখানা কি যথার্থই তোমার?"

"হাঁ।"

"ছোরাখানা?"

"হাঁ, তবে তুমি আমার ঘর একবার দেখিতে পার।"

"পুলিসে তাহা দেখিয়াছে।"

"তাহা হইলে পুলিস আমার ঘরে আমার ছোরা পায় নাই?"

"না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার গৃহে কেহ কি যাইতে পারে?"

"ইচ্ছা করিলে সকলেই পারে।"

"সম্ভবতঃ কে গিয়াছিল?"

"তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?"

"এই যে ইহারা বলিতেছে যে, তুমি এই গোপালকে পূর্ব্বে জানিতে, এ কথা কত দূর ঠিক?"

"যথার্থই আমি ইহাকে এখানেই দুই-একবার দেখা ব্যতীত আর কখনও দেখি নাই।"

"সে তোমাকে জানিত ?"

"সম্ভব, আমাকে অনেক লোকেই চিনে।"

"তাহা হইলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কি তুমি কোন কথা বলিবে না ?"

"আমার কিছুই বলিবার নাই।"

মাধবলাল বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার মোকদ্দমা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, তোমার বাড়ীর বাগানে একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। একখানা ছোরা তাহার বুকে বিদ্ধ, তাহার সঙ্গে একখানা রুমাল। এই রুমালে তোমার নাম লেখা, আর এই ছোরাখানাও তোমার। ভাল, তাহার পর প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, এই লোকটার সহিত তোমার বিবাদ ছিল, তুমি তাহাকে একদিন শাসাইয়াছিলে,এই লোকটা তোমার সম্বন্ধে কিছু জানিত, তোমার বাড়ীর নিকটে ঘুরিত। একদিন রাত্রে সে তোমারই বাড়ীর বাগানে হত হইল, তোমারই ছোরা তাহার দেহে—তোমারই বাগানে তাহার দেহ মাটিতে পুতিয়া রাখা হইল, কেমন নয় কি ? এই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই, এই ত ? সুন্দর মোকদ্দমা—কেমন না ?"

"কেন মাধব.আমার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তুমি তোমার এত বড যশঃ মানে জলাঞ্জলি দিবে। আমার ভাগ্যে যাহা আছে,তাহাই হউক।"

"সে বিষয়ে আমি পরে বিবেচনা করিব। উপস্থিত এই পর্য্যন্ত থাকিল। যখন তুমি আমার কোনই সাহায্য করিবে না, তখন আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এস হে সুরেন !"

সুরেন্দ্রনাথ তখন বরেন্দ্রনাথকে অনেক অনুনয়-বিনয়, তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। মাধবলাল প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "চলে এস সুরেন্দ্র; দেখি, আমি নিজের চেষ্টায় এই আত্মঘাতী মহামূর্খকে রক্ষা করিতে পারি কি না।"

তখন মাধবলাল বন্ধু বরেন্দ্রনাথের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন; সুতরাং বলা শেষ করিয়া মাধবলাল মহা ক্রোধভরে চলিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু বরেন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, "দাঁড়াও, একটা কথা তোমায় বলিতে পারি। আমি লোকটার মৃতদেহ তত ভাল করিয়া দেখি নাই, তবুও যেটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয়, যে ছোরা তাহার বুকে পাওয়া গিয়াছে, সে ছোরায় তাহার মৃত্যু হয় নাই, ছোরাখানা দেখিলে বুঝিবে, ইহা হৃদ্‌পিণ্ড পর্য্যন্ত যায় নাই, সুতরাং এ ছোরায় কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে না।"

মাধবলাল ফিরিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমার একটু চৈতন্য দেখা দিয়াছে। কি আপদ! এ কথা এতক্ষণ বল নাই কেন? যাহা হউক, এখনও অনেক সময় আছে। যে ডাক্তার দেহ পরীক্ষা করিয়াছেন, আমি এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রশ্ন করিব—যাহা হউক, একটা কিছু পাওয়া গেল। এখন চলিলাম, কাল আবার দেখা করিব।"

এই বলিয়া মাধবলাল সুরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে বাহিরে আনিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রনাথও আজ ভারি রাগিয়া গিয়াছে, বরেন্দ্রনাথের প্রতি অজস্র তীব্র মন্তব্যপ্রকাশ করিতে লাগিল; আপন মনে বলিল, "জানিতাম, ডাক্তার হইলেই বুদ্ধিমান লোক হয়, এইজন্য তাহাকে ভক্তি, মান্য করিতাম—এখন দেখিতেছি, এমন পাগল দুনিয়ায় আর নাই—একেবারে বদ্ধ পাগল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক্রোধের কারণ

সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মাধবলাল গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, উকীল বিপিন কৃষ্ণ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি মাধবলালকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখা হইল ?"

মাধবলাল বিরক্তভাবে বলিলেন, "হাঁ, হইল।"

"তাহার পর ?"

"যাহা আপনি বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই।"

"তিনি আত্মরক্ষা করিতে চাহেন না ?"

"না, ইহাই ত বুঝিলাম।"

বিপিনকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্র বাবু, বসুন, আমি আপনাকে একবার ভাল করিয়া দেখিতে চাই।"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অদ্ভুত কথায় বিস্মিত হইলেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না, অধিকন্তু সেইখানে একখানা চেয়ার দখল করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

বিপিনকৃষ্ণ বলিলেন, "এখন একেবারে কাজের কথা আরম্ভ হউক। সুরেন্দ্র বাবু, আমি ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি, এ সব বিষয়ে আমার বিশেষ বহুদর্শিতা আছে। (মাধবলালের প্রতি) মাধব বাবু, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাগজ কলম লউন, আমাদের যাহা তাঁহার সাপক্ষে বলিবার আছে—লিখিয়া লউন।"

মাধবলাল বলিলেন, "আমাদের নহে—আপনার——"

"না হয় তাহাই হইল—আমার। এখন লিখুন।"

"বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।"

"বরেন্দ্র বাবু জানেন, কে তাঁহার রুমাল চুরি করিয়াছিল—কে তাঁহার ছোরা চুরি করিয়াছিল ?"

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। মাধবলাল কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ।"

বিপিনকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "কোন কারণে তাঁহার রুমাল ও ছোরা চোরকে তিনি ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন। কোনমতে তাহার নাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার পর তাঁহার সন্দেহ আছে, যে ব্যক্তি ছোরা চুরি করিয়াছিল, নিজে সে-ই গোপালের বুকে ছোরা মারিয়াছে কি না।"

সুরেন্দ্রনাথ আরও বিস্ময়ের ভাবপ্রকাশ করিলেন। বিপিনকৃষ্ণ বলিলেন, "বরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হইতেছিল, আর আমার বিশ্বাস, তিনি ইহা জানিতেন।"

এই বলিয়া তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভয়ে বা লজ্জায় তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না।

বিপিনকৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের প্রথমে চেষ্টা করিয়া জানিতে হইবে, বরেন্দ্র বাবু কাহাকে সন্দেহ করিতেছেন—আর কেন তিনি তাহার নাম বলিতেছেন না।"

মাধবলাল বলিলেন, "সহজ কাজ নহে।"

বিপিনকৃষ্ণ বলিলেন, "অধিক কঠিনও নহে। আমার বিশ্বাস, আমাদের উপস্থিত বন্ধু সুরেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আমি! আমি কি করিতে পারি? আপনি সম্পূর্ণ ভুল করিতেছেন—আমি কিছুই জানি না।"

বিপিনকৃষ্ণ মহা মুরুব্বার ন্যায় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অধীর হইবেন না, সুরেন্দ্র বাবু অধীর হইবেন না, এ অধীর হইবার সময় নহে। আমরা তিন জন বরেন্দ্র বাবুকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনি হয় ত জানেন না, আপনার একটা কথায় বরেন্দ্র বাবু রক্ষা পাইতে পারেন। আপনি আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবেন, না প্রকৃত কথা জানিবার জন্য আমাদের ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিতে হইবে?"

সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, করুন। আমি সর্ব্বদাই ডাক্তার বাবুর যাহাতে উপকার হয়. তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

বিপিনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁ, এ কথা ভাল—প্রথম বরেন্দ্র বাবুর প্রতি কাহার রাগ, তাহা কি আপনি জানেন?"

"না, আমি কিছুই জানি না।"

"সুহাসিনীর জহরত কে লইয়াছে—তাহাও কি আপনি জানেন না, কাহাকে সন্দেহও করেন না?"

"না, আমি কিরূপে জানিব?"

"আপনি কি সুহাসিনীকে ভালবাসেন?"

"তিনি সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়েন।"

"আপনার সঙ্গে ডাক্তারের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে?"

"হাঁ, তাহা সকলেই জানে।"

"আপনি সর্ব্বদাই ডাক্তারের গৃহে যাইতেন?"

"সর্ব্বদা।".

"আপনি দীনেন্দ্রকুমারকে চেনেন ?"

"নিশ্চয়ই চিনি।"

"তিনি পাগল ?"

"হাঁ, একেবারে বদ্ধ পাগল।"

"তিনিও কি সর্ব্বদা ডাক্তারের বাড়ী যাইতেন ?"

"কখন কখনও।"

"যেদিন গোপাল খুন হয়, সেদিন গিয়াছিলেন ?"

"হতে পারে, আমার তা ঠিক মনে নাই।"

বিপিনকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি এইরূপে বন্ধুকে রক্ষা করিতে চাহেন ? দেখিতেছি, আপনি যাহা জানেন, বলিবেন না—অবশেষে আমাদেরই বলিতে হইবে। নরহরি বাবুর সহিত আপনার বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহার কন্যা ইন্দুকেও আপনি চিনেন ?"

"চিনিব না কেন ?"

"নরহরি বাবুর সহিত ডাক্তারের সদ্ভাব কেমন ?"

"খুব ভাল।"

"না, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই," বলিয়া বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "মাধব বাবু, আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল আবার আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিব।"

অনন্তর বিপিনকৃষ্ণ বিদায় হইলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ মহারুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ অসভ্য লোকটা কে ?"

"ইনিও একজন উকীল।"

"কোথাকার উকীল ?"

"কলিকাতার উকীল। ডাক্তারকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।"

"এত মাথাব্যথা ?"

"ঠিক বুঝিতে পারি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বলিলেন, ডাক্তার তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

"কই, বরেন্দ্র বাবু এ লোকটার কথা আমাদের কিছু বলিলেন না।"

"না, জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"লোকটা মস্ত জুয়াচোর, তাহার কোন ভুল নাই—কি আশ্চর্য্য ! আপনি এ সকল লোককেও প্রশ্রয় দেন ?"

"এমন বিপদের সময়ে কাহাকেও রাগাইতে নাই।"

"আপনার কাছে না হইতে পারে, আমি হইলে এ সকল লোককে বাড়ীতে ঢুকিতে দিই না, লোকটা যে রকম ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল, তাহাতে যেন আমিই খুন করিয়াছি—কি আস্পর্দ্ধা !"

"না, এ কথা তিনি বলেন নাই।"

"আর কি রকম করিয়া বলিতে হয় ?"

"যাক্, পরের কথায় আবশ্যক নাই, এখন সময় মত দেখা করিও, আমি একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। মাধবলাল উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উদ্বেগের কারণ

ডাক্তার খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ায় জহরত চুরির কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সুহাসিনীও তাহার অভিভাবক মাতুলের বিপদে তাহার বহুমূল্য জহরতের কথা ভুলিয়াছিলেন; কিন্তু দুই ব্যক্তি জহরতের কথা ভুলেন নাই—একজন মোহনলাল—অপর অবনীকান্ত।

মোহনলাল সুহাসিনীর বাড়ীতে মালী হইয়া বাস করিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি অন্তর্দ্ধান হইতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের অবস্থায় তাহাকে যদি সুহাসিনীর কোন প্রয়োজন হয়, তবে তাহার ঠিকানায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন।

মোহনলাল অন্তর্হিত হইয়াছেন, অনেক দিন তাঁহার কোন সংবাদ নাই, এদিকে অবনীকান্ত সুহাসিনীকে তাঁহার এক রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। তাহা এই;—

"আপনার জহরত চুরির রীতিমত অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রথমে আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, সাধারণ দস্যুতে আপনার জহরত চুরি করিয়াছে, এখন অনেক নূতন প্রমাণ সংগৃহীত হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া মত পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে।

"যে [illegible] ব্যক্তি এখান হইতে গিয়া বালীতে রেলে উঠে, অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহাদের সহিত এ চুরির কোন সম্বন্ধ নাই। চুরি আপনার ঘরের কোন লোকেই করিয়াছে, সত্যের অনুরোধে এ কথা প্রকাশ

করিতে হইতেছে। অনুসন্ধানে সত্য প্রকাশ করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

"দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, এক ছিন্ন রুমাল—দ্বিতীয়—ক্লোরাফর্ম্মের শিশি। অনুসন্ধানে অব্যর্থ প্রমাণ পাইয়াছি যে, রুমালখানি ডাক্তার বরেন্দ্রবাবুর, দ্বিতীয়তঃ ক্লোরাফর্ম্মের শিশিটীও তাঁহার, এ সকল প্রমাণ প্রয়োজনমত আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"আরও একটা প্রমাণ—ক্লোরাফর্ম্ম প্রয়োগ করিবার প্রথা, যে ব্যক্তি ক্লোরাফর্ম্ম দিয়াছিল, সে জানিত, কতটা ক্লোরাফর্ম্ম দিলে আপনার অনিষ্ট হইবে না, কেবল আপনি ঘুমাইয়া পড়িবেন মাত্র। ডাক্তার বরেন্দ্র বাবু ইহা জানিতেন, তিনি ডাক্তার—কয় ফোঁটা ক্লোরাফর্ম্ম দিতে হইবে, তাহা তিনি ভালই জানিতেন।

"এতদ্ব্যতীত চোর যে জানালা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে তাহার পায়ের দাগ ছিল, সেই দাগ যে ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুর, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সুতরাং এ অবস্থায় আপনার জহরত কে চুরি করিয়াছে, তাহা আর আপনাকে বোধ হয়, বিশেষ করিয়া খুলিয় বলিতে হইবে না। ডাক্তার খুনী বলিয়া আপাততঃ ধৃত হইয়াছেন এক্ষণে আমি যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার জহরত বাহির করিয়া দিবেন।

"আপনার মতামত কি জানিবার জন্য বৈকালে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইব।

অবনীকান্ত।"

এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া সুহাসিনীর হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইয়া গেল তিনি অত্যন্ত রুষ্টচিত্তে অবনীকান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৈকালে অবনী আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি দাসীকে দিয়া বলিলেন, "আপনি অসম্ভব কথা বলিতেছেন—এ সব পাগলের কথা, আপনাকে আর 'আমার জহরতের অনুসন্ধান করিতে হইবে না। আপনি এখন অন্য কাজ করিতে পারেন।"

অবনীকান্ত বলিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আপনি একটা অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন, যখন আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম—তখন আপনি বলিতেছেন, 'আপনি এ অনুসন্ধান আর করিতে পাইবেন না,' অনুসন্ধানের বাকী আর আছে কি?"

সুহাসিনী বলিলেন, "আপনার পারিশ্রমিক যাহা হইয়াছে, তাহা আপনি আমার ম্যানেজারকে বলিলে, তিনি এখনই আপনাকে তাহা দিবেন। এখন আপনি বিদায় হউন।"

অবনীকান্ত বলিলেন, "হাঁ, এ কথার উপরে কথা নাই। আপনি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এখন আপনিই ছাড়াইয়া দিতেছেন, ইহাতে আমার কি বলিবার থাকিতে পারে? তবে আমরা পরের জন্য পরিশ্রম করি বটে, কিন্তু সত্য অনুসন্ধানই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমি এ সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুতরাং এ সত্য প্রকাশ না করিলে পাপীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সমাজের প্রতি ঘোর অন্যায় করা হয়, আইন-বিগর্হিত কাজ করিতে হয়। এমন কি ইহার জন্য আমাকে আইনানুসারে দণ্ড পাইতে হয়। আমি যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা যদি পুলিসের নিকটে না প্রকাশ করি, তবে আইনানুসারে আমাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

সুহাসিনী বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনাকে এ অনুসন্ধানে নিযুক্ত না রাখিলেও আপনি নিজ হইতেই এ অনুসন্ধান করিবেন?"

"না, তাহা করিব না। আমি যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা

পুলিসকে দিব, তাহারা যাহা ভাল বিবেচনা করে, তাহাই করিবে, আমাকে সাক্ষী করিলে আমি যাহা জানি, তাহা বলিব—এই পর্য্যন্ত।”

সুহাসিনী বুঝিলেন, এই লোককে নিযুক্ত করিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই, এ ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াই বরেন্দ্রনাথের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। এই বিপদের সময়ে এই লোক তাঁহার আরও বিপদ্ ঘটাইবে —বরেন্দ্রনাথ যে খুন করিয়াছেন, তাহা সুহাসিনী এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করেন নাই, তিনি তাহার জহরত চুরি করিয়াছেন, এ কথা মনে করিলেও মহাপাপ। আজ এই মহা দুর্বৃত্ত অবনীকান্তের মুখ তিনি কিরূপে বন্ধ করিবেন? এ নিশ্চয়ই পুলিসে গিয়া সকল কথা বলিবে। এখন সময় লওয়াই একমাত্র উপায়। তিনি দাসীকে দিয়া বলাইলেন, “এরূপ গুরুতর বিষয়ের উত্তর আমি এখনই দিতে পারি না। আমি বিবেচনা করিয়া দেখি—তিন দিন আপনি এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না। তাহার পর আমার কাছে আসিলে, আমি বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির করি, সেইদিনে বলিব।”

“বেশ, আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিন দিন পরে আবার দেখা করিব,” বলিয়া অবনীকান্ত বিদায় লইলেন। সুহাসিনী কি করিবেন, মনে মনে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। মোহনলাল এখানে থাকিলে তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অবনীকান্তের মত মোহনলাল দুরাত্মা নহেন, তিনি হৃদয়বান্, বিশেষ ক্ষমতাপন্ন, তিনি অবনীর হাত হইতে তাঁহাকে ও ডাক্তারকে রক্ষা করিতে পারিবেন। তাহাই তিনি তাঁহাকে অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন ;—

“মহাশয়,

দুইদিনের মধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ; ডাক্তারের আরও বিপদ্। অবনীকান্তের নিকটে আমি তিন দিন সময় লইয়াছি, বোধ

হইতেছে, তিনি ডাক্তারের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন। আমার বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারের কোন শত্রু এই অবনীকান্তের সাহায্যে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতেছে, তাহারাই তাঁহাকে খুনী বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়াছে—শীঘ্র আসিবেন. আপনার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজই করিতে পারিতেছি না।”

পত্র পাঠাইয়া সুহাসিনী দুইদিন অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কাটাইলেন। তিনি তাঁহার মনের যন্ত্রণা কাহাকেও বলিতে পারেন না, তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে।

যদি মোহনলাল তাঁহার পত্র না পান, যদি মোহনলাল না আসেন, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন, অবনীকান্তকে কি বলিবেন? তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া পুলিসে সংবাদ দিবেন। তাহা হইলে বিপদ্ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। এখন সুহাসিনী উভয়-সঙ্কটাপন্না।

সুহাসিনী ভাবিলেন, “টাকা লইয়া কি অবনীকান্ত নীরবে থাকিবেন? তিনি যত টাকা চাহেন, দিতে প্রস্তুত আছি, টাকা লইয়া আমি কি করিব? কিন্তু টাকা পাইয়া কি তিনি নিরস্ত হইবেন। নিশ্চয় অবনীকান্ত তাঁহার মাতুলের পরম শত্রু।”

দুইদিন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এই সময়ে একটা ভিক্ষুক বালক সুহাসিনীর দ্বারে ভিক্ষার জন্য আসিল। সুহাসিনীর লোকজন তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছিল, কিন্তু সে বালক এমনই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল যে, ব্যাপারটি কি দেখিবার জন্য সুহাসিনীকেও অগ্রসর হইতে হইল।

বালক তাঁহাকে দেখিবামাত্র “মা ঠাকুরুণ, এরা আমাকে মারছে,” বলিয়া ছুটিয়া একেবারে উপরে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল। নিমেষ-

মধ্যে সুহাসিনীর হাতের মধ্যে একখানি চিঠী গুঁজিয়া দিয়া বালক মৃদু-স্বরে বলিল, "মোহনলাল।"

সুহাসিনী তাঁহার লোকজনকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়া বালককে বলিলেন, "এস, আমি নিজে তোমাকে ভিক্ষা দিব।"

বালক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুহাসিনী তাহাকে নিজ গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই পত্রখানি পড়িলেন। পত্রে মোহনলাল লিখিয়াছেন ;—

"জহরত সম্বন্ধে যে কথা হয়, গোপন রাখুন; কিন্তু আর সমস্ত আমাকে খুলিয়া বলুন। অবনী আপনার বাড়ীর উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে, সেইজন্য আপনার বাড়ীতে আমার নিজের যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। ডাক্তারের জন্য কোন ভাবনা নাই—আমি তাঁহার শত্রুদিগকে নিজের হাতের মধ্যে আনিয়াছি। নিকটেই আছি, আবশ্যক হইলেই দেখা করিব। যত শীঘ্র পারেন, অবনীকে বিদায় করিয়া দিবেন। যদি কিছু বলিবার থাকে—এই ছোকরাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইবেন—এই ছোকরা খুব বিশ্বাসী।"

পত্র পাইয়া সুহাসিনী অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন। বালককে বলিলেন, "তাঁহাকে তুমি বলিবে, তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপ কাজ করিব। কালই অবনীকে আমি বিদায় করিয়া দিব।"

"তাঁহাকে বলিব—এখন আমি ভিখারী, আমার ভিক্ষা কই—না হইলে লোকে সন্দেহ করিবে যে!"

সুহাসিনী হাসিয়া বাক্স খুলিয়া বালকের হস্তে একটি টাকা দিলেন। সে বলিল, "বাহিরে দেখাতে হবে।"

"তুমিও কি একজন ছোটখাট ডিটেক্‌টিভ না কি?"

"এই দু বৎসর মোহনলাল বাবুর কাছে আছি।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তিনি কি এইখানেই আছেন?"

বালক হাসিল, ঘাড় নাড়িল, তৎপরে বলিল, "হাঁ, তিনি এখানে আছেন, কোথায় আছেন, আপনাকে এখন সে কথা বলিব না।"

"তাহা হইলে আমিও আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না।"

বালক বিদায় হইল। সুহাসিনী জানালা দিয়া দেখিলেন, বালক তাঁহার লোকজনকে টাকাটা দেখাইয়া তাহাদের গালি দিতে দিতে উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অবসর

পর দিবস প্রাতেই অবনীকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সুহাসিনীও তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দাসীকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের উভয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহাই আমরা লিখিতেছি ;—

সুহাসিনী বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন।"

অবনীকান্ত বলিলেন, "কথা ঠিক না থাকিলে আমাদের ব্যবসায় চলে না।"

সুহাসিনী বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এ জহরতের অনুসন্ধান এখনও ত্যাগ করেন নাই ?"

"আপনার উদ্দেশ্য কি ?"

"কাল আপনাকে বলিয়াছি।"

"আপনি বিবেচনা করিবেন, বলিয়াছিলেন।"

"হাঁ, বিবেচনা করিয়াছি।"

"সুরেন্দ্রবাবু বলেন, এ অনুসন্ধান ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নহে।"

"সুরেন্দ্র বাবু আমার অভিভাবক নহেন।"

"তবে আপনি আমাকে এ অনুসন্ধানে আর রাখিতে চাহেন না ?"

"না, আপনার যাহা প্রাপ্য লইয়া যান।"

অবনীকান্ত পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দাসীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই আমার পারিশ্রমিকের হিসাব।"

দাসী সেই কাগজখানা লইয়া ভিতরে সুহাসিনীর হাতে দিলে, সুহাসিনীর সেই কাগজখানার উপর তাড়াতাড়ি একবার চক্ষু বুলাইয়া ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, ইহার টাকা এখনই দিতে বল। আমার জহরতের অনুসন্ধান এইখানে শেষ হইল।"

অবনীকান্ত বলিলেন, "প্রকৃতই ইহা কি আপনার উদ্দেশ্য ?"

"হাঁ, আমি এ সম্বন্ধে আর কিছু করিতে ইচ্ছা করি না।"

অবনীকান্ত গমনে উদ্যত হইলে সুহাসিনী দাসীর দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি এখনও ইচ্ছা যে, আপনি ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে পুলিসে প্রমাণ দিবেন ?"

অবনীকান্ত মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার জহরত চোরের যে সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আপনি তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন।"

"তাহা ঠিক নহে, যে চোর ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে দিব।"

"তবে একটা কথা হইতেছে, আপনি যেমন এখন অনুসন্ধান হইতে বিরত হইতেছেন, তেমনই কি পুরস্কার দানের সময় এইরূপ বিরত হইবেন, স্থির করিয়াছেন ?"

"না, তাহা নহে।"

"তাহা হইলে যদি আমি আপনার জহরত আর ঐ জহরত চোরকে ধরিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আপনি আমায় পুরস্কার ডবল করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন ?"

"হাঁ, তাহা দিব ; যদি আপনি আমার জহরত চোরকে ধরিয়া দিয়া তাহাকে বা তাহাদের দলকে জেলে দিতে পারেন, যদি আমি আমার জহরত ফেরৎ পাই, তাহা হইলে আমি যাহা পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম, তাহার ঠিক দ্বিগুণ দিব।"

"তাহা হইলে আমি যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আমি উপস্থিত নিজ হস্তেই রাখিব। এখন বিদায় হইলাম।"

এই বলিয়া অবনীকান্ত বাহিরে আসিয়া, তাঁহার প্রাপ্য টাকা লইয়া সুহাসিনীর বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন।

পথে আসিয়া অবনীকান্ত বলিলেন, "দেখিতেছি, এই স্ত্রীলোকটি বড় যে-সে মেয়ে নহে। যাহা হউক, দেখা যাক্ কত দূর কি হয়—হয় এদিক থেকে, না হয় ওদিক থেকে।"

কিয়দ্দূর আসিলে একটা অন্ধ ভিক্ষুক তাঁহার দিকে কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। অবনীকান্ত তাহার হস্তে একটা পয়সা দিবার ভাণ করিয়া বলিল, "রামা, আছিস্ এখানে, পিছনে পিছনে আয়—কথা আছে—কেউ না টের পায়।"

* * * * * * *

অবনীকান্ত বাহির হইয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ সুহাসিনীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুহাসিনী বলিলেন, "তোমাকে আর ডাক্তারের জন্য ভাবিতে হইবে না, আমাদের অপেক্ষা তাঁহার ভাল সহায় জুটিয়াছে।"

"কে তিনি—জানিতে পারি না ?"

"না, এখন বলিবার উপায় নাই, আমি অঙ্গীকার করিয়াছি—তবে——" (নীরব।)

"তবে কি ?"

"একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন—তাঁহার আর কোন ভয় নাই। তাঁহার নাম আমি এখন বলিতে পারিব না।"

"আশ্চর্য্যের বিষয়! ডাক্তারের অজ্ঞাত বন্ধুর অভাব নাই, একজন অপরিচিত উকীল আসিয়া মাধব বাবুকে তাঁহার মোকদ্দমার সাহায্য করিতেছেন।"

"কে তিনি?"

"কিছুই জানি না। নাম বিপিনকৃষ্ণ। বলেন, কলিকাতার উকীল।"

"ডাক্তারের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার আলাপ ছিল?"

"কেমন করিয়া বলিব? ডাক্তারের মুখে কখনও তাঁহার নাম ত শুনি নাই। আরও একটা আশ্চর্য্য কথা শুনিবে?"

"কি, বল শুনি।"

"তিনি আমায় লইয়া আগে কিছু টানাটানি করিলেন—সে জেরার ভঙ্গীমাই বা কি—লোকটা ভারি অসভ্য?"

"কেন, তোমাকে জেরা কেন?"

"কেমন করিয়া বলিব? রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গিয়াছিল, যেন আমার উপরেই তাঁহার সন্দেহ।"

"কিসের সন্দেহ?"

"আমিই যেন খুনী!"

"কি মুস্কিল! যাক্, ডাক্তার খালাস হইবেন?"

"এখন ভগবানের হাত।"

"ভগবান ত আছেন।"

"অনেক সময়ে নাই বলিলেও হয়।"

"ও কথা মুখে আনিও না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিচারালয়

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। হুগলীর দায়রায় তাঁহার বিচার হইতেছে।

সুহাসিনী প্রত্যহ সর্ব্বদা মোহনলালের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে পথের দিকে চাহিয়া থাকেন, কিন্তু মোহনলালের দর্শন নাই।

মোহনলাল তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যেরূপে হয়, বরেন্দ্র-নাথকে রক্ষা করিবেন; কিন্তু কই, তিনি কি করিতেছেন, বরেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হইল—এখন তাঁহার রক্ষা পাইবার উপায় কি?

এদিকে ইন্দু অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে; তাহার জীবনের কোন আশা নাই। দীনেন্দ্রকুমার আরও উন্মত্ত হইয়াছে। সুরেন্দ্র-নাথও সুহাসিনীর সহিত আর দেখা করেন না, সুতরাং সুহাসিনী যে কাহারও সহিত পরামর্শ করিবেন, কাহাকে মনের কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিবেন, সে উপায়ও তাঁহার নাই। মোহনলাল আসিলে যাহা হয় হইত, তিনিও আসিলেন না।

এদিকে বরেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আদালতে লোকে-লোকারণ্য। একদিকে সরকারী উকীল, অন্যদিকে মাধবলাল। সুহা-সিনী মাধবলালকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কলিকাতা হইতে বড় বড় কৌন্সলী আনুন, যত টাকা লাগে, আমি দিব।" মাধবলাল বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কোন প্রয়োজন

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সুহাসিনী এখন কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

এদিকে বরেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হইল। বরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা একে একে বিবৃত হইল। তৎপরে সাক্ষীর ডাক পড়িল।

মাধবলাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কোন সাক্ষীকেই তিনি জেরা করিলেন না।

কেবল মৃতদেহ-পরীক্ষক সেই ডাক্তারকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি মৃতদেহের ক্ষত স্থান বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন কি ?"

"বিশেষরূপে পরীক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য।"

"সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আপনি এই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কি না ?"

"নিশ্চয়ই করিয়াছি।"

"এই ছোরাতেই কি সে হত হইয়াছিল ?"

"না, এ ছোরা ক্ষতস্থান হইতে ছোট ও সরু। ইহাপেক্ষা প্রশস্ত ও দীর্ঘ ছোরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

"তাহা হইলে এ ছোরায় গোপাল খুন হয় নাই ?"

"না।"

"আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই," বলিয়া মাধবলাল বসিলেন; তৎপরে অন্যান্য সাক্ষীর কাহাকেই তিনি জেরা করিলেন না।"

সরকারী উকীল সকল সাক্ষী ডাকিয়া বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত। আমার মাননীয় বন্ধু আসামার পক্ষ হইতে কি বলিবেন, তাহা আমি জানি না, তবে যতদূর প্রমাণ দেওয়া হইল, আসামীই যে হতভাগ্য গোপালকে খুন করিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।"

মাধবলাল এইবার উঠিলেন ; বলিলেন, "আমি অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, আমি কেবল একটিমাত্র সাক্ষী ডাকিব, আমার সাক্ষী দীনেন্দ্রকুমার।"

দীনেন্দ্রকুমার আসিয়া কাটগড়ায় দাঁড়াইল। সকলে বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

মাধবলাল বলিলেন, "সরকারী উকীল মহাশয় পাছে বলেন যে, এই সাক্ষীর মাথা খারাপ, এ উন্মাদ, তাহাই আমি প্রার্থনা করি, হাকিমের সম্মুখে ডাক্তার মহাশয় ইহাকে প্রথমে একবার পরীক্ষা করুন।"

বিচারপতি সরকারী উকীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহাতে আপনার কিছু আপত্তি আছে ?"

"না, ইহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে ?"

ডাক্তার দীনেন্দ্রকে বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "না, ইহার পূর্ব্বে যতই মাথা খারাপ থাকুক না কেন, এখন নাই, বেশ প্রকৃতিস্থ।"

মাধবলাল বলিলেন, "দীনেন্দ্র, কি হইয়াছে, সব হাকিমকে বল।"

দীনেন্দ্রকুমার বলিল, "যেদিন আমার স্ত্রী গোপালের সহিত যায়, সেইদিন হইতে গোপালকে খুন করিবার চেষ্টায় আমি ফিরিতেছিলাম ; কিন্তু কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারি নাই। একদিন রাত্রে দেখিলাম, গোপাল মাতাল হইয়া ডাক্তারের বাড়ীর দিকে যাইতেছে ; আমি ছোরা হাতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলাম। সে ডাক্তারের বাগানের বেড়ার উপরে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া ডাক্তারের বাড়ীর ভিতরের দিকে কি দেখিতে লাগিল, এই সময়ে আমি পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহার পৃষ্ঠে পুনঃপুনঃ তিনবার ছোরা মারিলাম, সে অস্পষ্ট শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। আমি তাহাকে টানিয়া ঝোপের ভিতরে রাখিয়া সুহাসিনীর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম ; এ সংসারে কেবল তিনিই আমাকে ভালবাসিতেন।

আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিলে তিনি ব্যাপার কি হইয়াছে, তাঁহার মাতুল ডাক্তারকে সমস্ত বলিবার জন্য আমাকে লইয়া সেই দুর্যোগে ডাক্তার বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। আমরা তাঁহার বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলাম, দুইটি লোক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা আমাদের দেখিতে পাইল না ; কিন্তু আমি দেখিলাম, সুহাসিনীও তাহাদের দেখিল। আমরা এখন তাহাদের সম্মুখে গেলে ধরা পড়িব, এই বলিয়া সুহাসিনী আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া তাঁহার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন আমরা চলিয়া আসি, তখন ডাক্তার একবার তাঁহার জানালা খুলিয়াছিলেন ; বোধ হয়, তিনি আমাকে বা সুহাসিনীকে দেখিয়া থাকিবেন। আমি এতদিন এ কথা বলি নাই ; ভাবিয়াছিলাম, ডাক্তার আপনা হইতেই মুক্তি পাইবেন, সুহাসিনীও আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলাম, ডাক্তার দোষী সাব্যস্ত হইলেন, তখন আর থাকিতে পারিলাম না, আমি আসিয়া সমস্ত বলিলাম। যাহা বলিতেছি, তাহা ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহার বিন্দুমাত্র মিথ্যা নহে। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না, আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে—দুরাত্মার উপযুক্ত দণ্ড দিয়াছি—আমি এখন মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি, হুজুর আমাকে ফাঁসীর হুকুম——”

কথাটা শেষ করিতে-না-করিতে দীনেন্দ্রের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিচারের ফল

সেইদিন সেই পর্য্যন্ত হইয়া মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। আদালতে দীনেন্দ্রকুমারের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত নির্গত হওয়ায় বিচারপতি তখনই আদালত বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর্দালীরা জল দিয়া আদালত ধুইতে আরম্ভ করিল।

অদ্যকার এই ব্যাপারে সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল; সমস্ত হুগলী সহরে এই ব্যাপার লইয়া গৃহে গৃহে আলোচনা চলিতে লাগিল।

পর দিবসে আবার মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে সরকারী উকীল বলি-লেন, "দীনেন্দ্র যে খুন স্বীকার করিতেছে, তাহা অন্য সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ না হইলে, তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

মাধবলাল উঠিয়া বলিলেন, "অবশ্যই আমরা ইহার প্রমাণ দিব, আমার দ্বিতীয় সাক্ষী সুহাসিনী দেবী—তিনি ভদ্রমহিলা, পাল্কী হইতে সাক্ষ্য দিবেন।"

বিচারপতি বলিলেন, "অবশ্যই তাহাতে কাহারই আপত্তি নাই।

পাল্কীসহ সুহাসিনী আদালতে নীত হইলেন। দীনেন্দ্রকুমার যাহা বলিয়াছিল, তিনিও তাহাই বলিলেন।

সরকারী উকীল বলিলেন, "ইনি আসামীর আত্মীয়া, তাঁহার মোক-দ্দমার সমস্ত ব্যয় দিতেছেন, ইনি যে আসামীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?"

মাধবলাল বলিলেন, "আমাদের অন্য সাক্ষীও আছে—আমার তৃতীয় সাক্ষী মোহনলাল—বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ।"

মোহনলালের নাম সকলেই শুনিয়াছিলেন, সকলেই বিস্মিত ও সকৌতূহলচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

মোহনলাল সাক্ষীর স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাধবলাল বলিলেন, "আপনি এ মোকদ্দমায় অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন ?"

মোহনলাল বলিলেন, "আমি প্রথমে এ মোকদ্দমার জন্য নিযুক্ত হই নাই—আমি সুহাসিনী দেবীর জহরত চুরি সম্বন্ধেই নিযুক্ত হইয়াছিলাম।"

মাধবলাল বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি অনুসন্ধান সম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, সমস্ত জজ সাহেব ও জুরি মহোদয়দিগকে বলুন।"

মোহনলাল বলিলেন, "পূর্ব্বে ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল, তিনিই চুরির সন্ধানের জন্য আমাকে আহ্বান করেন। আমি চুরির অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলাম যে, ডাক্তারকে সরাইয়া সুহাসিনী দেবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য একটি লোক চেষ্টা পাইতেছে, সে আর একজন লোকের সাহায্য লইয়াছে। তাহারা যে সুহাসিনী দেবীর জহরত চুরি করিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ হইল।"

মাধবলাল বলিলেন, "ভাল, তাহার পর বলিয়া যান।"

মোহনলাল বলিলেন, "সুহাসিনী দেবীর জহরত কে চুরি করিয়াছিল, সে সুহাসিনী দেবীর প্রকৃতি খুব ভালরূপে জানিত, কেবল ইহাই নহে, সে ক্লোরাফর্ম্ম ব্যবহারেরও সকল নিয়ম জানিত, নতুবা অধিক ক্লোরাফর্ম্ম দিলে সুহাসিনী দেবীর মৃত্যু হইতে পারিত। এ কাজ দেখি-

লাম, কেবল দুইজনের দ্বারা হইতে পারে, এক ডাক্তার, অপর সুরেন্দ্র বাবু। আমি মালী বেহারার ছদ্মবেশে সুহাসিনী দেবীর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও সুরেন্দ্রের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, ডাক্তারের দ্বারা চুরি কখনই হয় নাই; অথচ সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধেও বিশেষ কোন প্রমাণ পাইলাম না।

"এই সময়ে গোপাল খুন হইল। কেবল আমি যে একা চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম, তাহা নহে; আমার অন্য লোকও ছিল। দেখিলাম, অবনীকান্ত বলিয়া একটি লোকও সুরেন্দ্রের অনুরোধে এই চুরির তদন্তে নিযুক্ত হইল। ইহাকে আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম, ইহার ন্যায় লোক এ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। টাকা পাইলে এ ব্যক্তি সকলই করিতে পারে।

"অবনীকান্ত চুরির অপরাধটা ডাক্তারের উপরে চাপাইতে চেষ্টা করিল, তখন বুঝিলাম, সে ডাক্তারের সাপক্ষে নহে—ডাক্তারের প্রতি তাহার এরূপ শত্রুতা করিবার উদ্দেশ্য কি? তখন আমি এই অনুসন্ধানেও নিযুক্ত হইলাম। বুঝিলাম, নিশ্চয়ই অপর কোন লোক তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে—অনুসন্ধানে জানিলাম, সে লোক অপর কেহ নহে—সুরেন্দ্রনাথ।

"তখন আমি সুরেন্দ্র ও অবনীর উপরে দিন রাত্রি চক্ষু রাখিলাম। ইহারাই মাতাল গোপালকে হস্তগত করিয়া প্রথমে ডাক্তারকে খুন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু গোপাল মাতাল হইয়া ডাক্তারের বাড়ীর কাছে ঘুরিত এইমাত্র, কখনও সাহস করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাহারাই তাহাকে মদের পয়সা দিত, সে কি করে বা না করে, দেখিবার জন্য তাহারাও দূরে থাকিয়া তাহার উপরে দৃষ্টি রাখিত। আমি আর আমার লোক ইহাদের সকলের উপরেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতাম।

"একদিন রাত্রে সহসা দীনেন্দ্র গোপালকে ছোরা মারিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপাল পড়িয়া গেল দেখিয়া সুরেন্দ্র ও অবনী ছুটিয়া তাহার নিকটস্থ হইল।

"আমিও অন্ধকারে তাহাদের নিকটে আসিলাম। দেখিলাম, গোপালের মৃতদেহের কাছে দাঁড়াইয়া উভয়ে মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিতেছে। তাহার পর সুরেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ী প্রবেশ করিল, সে সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ী যাইত, সুতরাং কিরূপে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা সে ভালরূপেই জানিত।

"কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরিল, তাহারা কি করে দেখিবার জন্য আমি অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাদের আরও নিকটস্থ হইলাম। দেখিলাম, গোপালের ক্ষতস্থানে সুরেন্দ্র একখানা ছোরা বসাইল, তাহার হস্তে একখানা রুমাল জড়াইয়া দিল। তৎপরে উভয়ে সেই মৃতদেহটা টানিয়া বাগানের এককোণে যে একটা গর্ত্ত ছিল, তাহার ভিতরে ফেলিয়া মাটি ও পাতা চাপা দিয়া পলাইল।

"তখন আমি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিলাম। যাহাতে ডাক্তার গোপালকে খুন করিয়াছেন বলিয়া ফাঁসী যান, সেই উদ্দেশ্যে এই দুই দুরাত্মা ডাক্তারের ছোরা ও রুমাল মৃতদেহের সঙ্গে রাখিয়া যায়। যে কোন উপায়ে ডাক্তারকে সরাইয়া দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য।

"এই সময়ে ডাক্তার একবার জানালা খুলিয়াছিলেন, তিনি তখন সেখান হইতে সুহাসিনী আর দীনেন্দ্রকে দেখিতে পান। তাহার পর গোপালের মৃতদেহ দেখিয়াই বুঝিতে পারেন যে, দীনেন্দ্র প্রতিহিংসা সাধন করিতে গোপালকে খুন করিয়াছে; কিন্তু তিনি সুহাসিনীকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পাছে এ কথা প্রকাশ করিলে সুহাসিনী বিপদে পড়ে, তাহার নাম এই

ভয়াবহ ব্যাপারে জড়িত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কোন কথাই কাহাকে বলিতে পারিলেন না। বলিতে গেলে সুহাসিনী যে খুনের সময়ে দীনেন্দ্রের সঙ্গে ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাই তিনি আত্মপক্ষসমর্থনার্থ কোন কথাই বলিলেন না; বরং নিজে ফাঁসী যাইবেন, তাহাও স্বীকার, কিরূপে সুহাসিনীকে বিপন্ন করিবেন ?

"আমি বরেন্দ্র বাবুর সহিত কথা কহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইলাম। দেখিলাম, তিনি ইচ্ছা করিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন, তিনি কোন কথা বলুন, আর নাই বলুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে, এই অভিপ্রায়ে আমি এই খুনের ব্যাপারে নিযুক্ত হইলাম।

"আমি বিপিনকৃষ্ণ উকীল সাজিয়া মাধবলাল বাবুর সহিত দেখা করিলাম, গোপনে তাঁহাকে সকল পরিচয় দিলাম। তৎপরে আমি অনুসন্ধানে যাহা যাহা জানিয়াছি,আর স্বচক্ষে যাহা-যাহা দেখিয়াছি, সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তখন কিরূপে ডাক্তার বরেন্দ্র বাবুকে রক্ষা করা যায়, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এখন বোধ হয়, কাহারই সন্দেহ নাই যে, গোপালকে দীনেন্দ্রই হত্যা করিয়াছে। ডাক্তারকে ফাঁসী দিবার জন্য সুরেন্দ্র ও অবনী মৃতদেহের সঙ্গে ডাক্তারের ছোরা ও রুমাল রাখিয়া আসিয়াছিল। আর আমার কিছু বলিবার নাই।"

মাধবলাল উঠিয়া বলিলেন, "আর বোধ হয়, আমাকে অন্য সাক্ষী ডাকিতে হইবে না, আর বোধ হয়, আমাকে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে হইবে না। আমি আদালতের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আর কিছু বলিব না।"

বিচারপতি সরকারী উকীলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার আর কি বলিবার আছে ?"

সরকারী উকীল উঠিয়া বলিলেন, "এ অবস্থায় আমার আর কিছুই বলিবার নাই। মাধব বাবু পূর্ব্বে আমাকে এ সকল কথা জানাইলে বোধ হয়, আদালতের এত সময় নষ্ট হইত না।"

বিচারপতি জুরিদিগকে বলিলেন, "আপনারা উভয়পক্ষের সাক্ষীর কথাই শুনিলেন, এ সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই, আপনারা পরামর্শ করিয়া আপনাদের অভিমত প্রকাশ করুন।"

জুরিগণ পরামর্শের জন্য আর উঠিলেন না। সেইখানে বসিয়াই ক্ষণকাল পরস্পর দুই-একবার কি বলাবলি করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিচারপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা সকলে এক মত হইয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, হইয়াছি।"

"আপনাদের অভিমত কি বলুন।"

"আসামী নির্দ্দোষী।"

এ কথা শুনিয়া আদালত মধ্যে একটা আনন্দগুঞ্জন উঠিল। চাপরাসীরা শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল।

আদালত নিস্তব্ধ হইলে বিচারপতি বলিলেন, "ডাক্তার বরেন্দ্র বাবু, জুরিগণের সহিত এক মত হইয়া আমিও বলিতেছি যে, আপনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়াছেন। আপনি বে-কসুর খালাস হইলেন।"

তৎক্ষণাৎ কনেষ্টবলগণ তাঁহার পার্শ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, তিনি বিচারপতিকে সস্মিতবদনে সেলাম দিয়া কাটগড়া হইতে বাহির হইলেন।

তখন মাধবলাল ও মোহনলাল আসিয়া সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

তখন তাঁহারা দুইজনে সবলে দ্বারে পৃষ্ঠ লাগাইয়া সবলে দরজা ঠেলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দরজা ভাঙ্গিয়া গেল—উভয়ে গৃহমধ্যে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। গৃহমধ্যে ঢুকিয়া তাঁহারা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। গৃহের কড়িকাঠ সংলগ্ন লম্বমান রজ্জুতে সুরেন্দ্রের দেহ ঝুলিতেছে—তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে,জিহ্বার কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে গলায় দড়ী দিয়াছে।

বরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "শীঘ্র কিছু লইয়া আয়, ইহার গলার দড়ী কাটিয়া নামাই।"

মোহনলাল বলিলেন,"বৃথা, দেখিতেছেন না,অনেকক্ষণ মরিয়াছে—যেমন আছে থাক্, পুলিসে সংবাদ দেওয়া যাক্, ইহাকে নামান পুলিসের কাজ। হতভাগ্য সুরেন্দ্র গলায় দড়ী লাগাইলেও অনেকখানি বুদ্ধি খরচ করিয়াছে। দেখিতেছি, আগে একখানা চেয়ার রাখিয়াছে, তাহার উপরে বালিশ চাপাইয়া কড়িকাঠে দড়ী বাঁধিয়াছে; তাহার পর দড়ীর ফাঁসটা নিজের গলায় লাগাইয়া পা দিয়া ঠেলিয়া পায়ের নীচে হইতে চেয়ার ও বালিশটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে—লোকটার বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল—তবে ভাল বিষয়ে খরচ করিল না, ইহাই দুঃখ।"

"পাপের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আর দেখা যায় না—এস," বলিয়া বরেন্দ্রনাথ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

তখন তাঁহার ভৃত্য তাঁহার হস্তে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "সুরেন্দ্র বাবু চিঠীখানা দিয়াছিলেন।"

"এতক্ষণ দিস্ নাই কেন?"

"ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

বরেন্দ্রনাথ সত্বর পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন; দেখিলেন, সুরেন্দ্রের হাতের লেখা। সুরেন্দ্র লিখিয়াছে;—

"বরেন্দ্র বাবু,

"এ সময়ে সকল কথা বলিবার অবসর নাই—তোমরা সকলই জানিতে পারিয়াছ, যাহা হউক, ক্ষমা করিও, তোমার উপরে আমার কোন রাগ ছিল না, লোভই আমার কাল হইয়াছিল, লোভে ও অবনীর পরামর্শে সুহাসিনীর সর্ব্বস্ব লইতে মনস্থ করিয়াছিলাম। তুমি থাকিলে তাহার প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্যই তোমাকে সরাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, শেষ সময়ে ক্ষমা করিও।

"সুহাসিনীর জহরত আমিই চুরি করিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে অবনীও ছিল। আমি তোমার ঘর হইতেই ক্লোরাফর্ম্মের শিশি ও তোমারই রুমাল লইয়া গিয়াছিলাম। তোমার উপরে যাহাতে এ চুরির অপরাধ পড়ে, যাহাতে তুমি জেলে যাও, আমি তাহারই মৎলব করিয়াছিলাম। সমস্ত কাজই ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম। এই মোহনলাল মধ্যে না আসিলে আমাদের কার্য্যে কেহই ব্যাঘাত দিতে পারিত না। দুঃখ রহিল,সেই মোহনলালকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া যাইতে পারিলাম না। জেলে যাইবার ছেলে সুরেন্দ্র নহে, তাহাই তোমার বিচারের সময় তোমারই ঘরে আসিয়া স্বহস্তে গলায় দড়ী দিয়া মরিলাম। আমার এই চিঠী থাকিল, আমি জানি, তুমি খালাস হইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিবে, সেই সময়ে আমাকে তোমার কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতে দেখিবে, আর আমার এই পত্রও পাইবে।

"এখন সুহাসিনী—আমি জানি, সুহাসিনী আমাকে কখনও ক্ষমা করিবে না, তবুও হতভাগ্য মহাপাপী বলিয়া দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে বলিও। তাহার সমস্ত জহরত তাহারই বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের বড় আমগাছের নীচে পোতা আছে; চার-পাঁচ হাত মাটি খুঁড়িলেই জহরতের বাক্স পাওয়া যাইবে। এখন চলিলাম। পাপের দণ্ড

হইল। আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে যদি শিক্ষা পায়, তাহা হইলে কতকটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইতি।

সুরেন্দ্র।”

*   *   *   *   *

আর আমাদের কি বলিবার আছে? সেই পর্য্যন্ত অবনীকান্তকে আর কেহ সন্ধান পাইল না। সেই পর্য্যন্ত লোকটা একেবারে নিরুদ্দেশ।

সমাপ্ত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ খালাস হইলেন। দীনেন্দ্র হাজতে গিয়াছিল, বরেন্দ্রনাথ তাহার জন্য হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলেন। তিনি মাধবলালকে বলিলেন, "চলুন, তাহাকে একবার দেখিয়া যাই, আহা, পাগল মানুষ—এ অবস্থায় সে খুন করিয়া বড় বেশী অপরাধ করে নাই। গোপালকে তাহার খুন করাই উচিত। চলুন যাই, তাহাকে জেলে একবার দেখিয়া যাই। বাড়ীতে গেলেই সুহাসিনী তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে কি জবাব দিব?"

মাধবলাল বলিলেন, "চল, বাড়ী গিয়া ঠাণ্ডা হও, তাহার পর তাহার সঙ্গে দেখা করিও।"

বরেন্দ্রনাথ কিছুতেই এ কথা শুনিলেন না; অগত্যা মাধবলাল তাঁহাকে লইয়া জেলের দিকে চলিলেন।

জেল-দারোগার সহিত তাঁহাদের সকলেরই বিশেষ পরিচয় ছিল, সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহারা জানিতেন যে, দীনেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

তাঁহারা জেল-দারোগার সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন, "দীনেন্দ্রের মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত উঠিতেছিল, তাহাকে হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে—ডাক্তার বাবু তাহার অবস্থা ভাল বলিতে পারিবেন। চলুন, ডাক্তার বাবুর কাছে যাই।"

ডাক্তার বাবু নিকটেই থাকিতেন। সকলে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি মুখ বিকৃত করিলেন; বলিলেন, "বাঁচিবে না, বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ফুস্‌ফুস্ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাহার বিচার আর এ পৃথিবীতে হইতেছে না।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আহা, তাহাই হউক—সে যে অবস্থায় খুন করিয়াছে, প্রকৃত মানুষমাত্রেই তাহা করিয়া থাকে।"

ডাক্তার বলিলেন, "একবার তাহাকে দেখিতে চাহেন না কি—বোধ হয়, সে আর আপনাদের চিনিতে পারিবে না।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখনও কতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, মনে করেন? তাহার কষ্ট লাঘবের জন্য যত টাকা লাগে, তাহা দিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ, তাহার এ সংসারের সুখ দুঃখ ফুরাইয়া গিয়াছে।"

"একবার চলুন দেখি।"

"আসুন।"

সকলে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। হাঁসপাতালের একটি স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে একখানা খাটের উপরে পরিষ্কার চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দীনেন্দ্রকুমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে। সে খুনের আসামী, তাহাই তাহার দ্বারে নিয়মানুসারে একজন কনেষ্টবল পাহারায় আছে।

কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার বাবু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আর পলাইবে না, পলাইবার সময় গিয়াছে—বৃথা পাহারা।"

সকলে দীনেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, চক্ষু মুদিত করিয়া দীনেন্দ্র শুইয়া আছে।

বরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এ কি!"

মাধবলাল বলিলেন, "ঘুমাইতেছে।"

ডাক্তার সত্বর দীনেন্দ্রের মস্তকে হস্তস্থাপন করিলেন, তাহার বুকে হাত দিলেন, তৎপরে বলিলেন, "শেষ হইয়া গিয়াছে।"

"সে কি!" বলিয়া বরেন্দ্রনাথ দীনেন্দ্রের কপালে হাত দিলেন, তাহার বুকে হাত দিলেন, তৎপরে বলিলেন "এ যে দেখিতেছি, অনেক-ক্ষণ মৃত্যু হইয়াছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ঘণ্টাখানেক—আমি ভাবিয়াছিলাম, রাত্রে হইবে।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইহার দেহ যেন ডোমে স্পর্শ করে না, এখন বোধ হয়, ইহার দেহ আমরা লইয়া গিয়া সৎকার করিতে পারি।"

"ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি আবশ্যক।"

"বোধ হয়, প্রার্থনা করিলেই অনুমতি পাওয়া যাইবে।"

"নিশ্চয়ই—এ কেসে আর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আবশ্যক হইবে না।"

তাঁহারা অতি বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে বাহির হইলেন। গৃহে না ফিরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে আবেদন করিলেন। অনেক গোলযোগের পর তাঁহারা অনুমতি পাইলেন। তখন দীনেন্দ্রের সৎকারের বন্দো-বস্তের জন্য তাঁহারা সত্বর গৃহের দিকে চলিলেন।

মাধবলাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি কিছুদূর এক সঙ্গে আসিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

সেই সময়ে পথে বরেন্দ্রনাথ একজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিলেন, সেইদিন বেলা দশটার সময় অত্যন্ত রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাপিষ্ঠা ইন্দুর মৃত্যু হইয়াছে। বরেন্দ্রনাথ সে প্রতিবেশীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে কেবল মোহনলাল ছিলেন, তিনি বলিলেন, "ডাক্তার,

ইহাতে আক্ষেপের কিছুই নাই, কলঙ্কিত জীবন বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল—আর পৃথিবীরও পাপের ভার লাঘব।"

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া আরও এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন। মোহনলাল তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহারা আগেই শুনিয়াছিলেন যে, অবনীকান্ত ও সুরেন্দ্র মোকদ্দমায় তাঁহাদের কুকীর্ত্তি সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে জানিতে পারিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে ওয়ারেণ্টও বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু বরেন্দ্রনাথ নিজের বাড়ীর দ্বারে আসিবামাত্র তাঁহার ভৃত্য বলিল, "সুরেন্দ্র বাবু প্রায় একঘণ্টা হইল, আপনার শোবার ঘরে গিয়া দরজা দিয়া রহিয়াছেন, কিছুতেই দরজা খুলিতেছেন না।"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

"সুরেন্দ্র বাবু।"

"সুরেন্দ্র বাবু এখানে ?"

"হাঁ, ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেছেন।"

"আমার ঘরে ?"

"আজ্ঞে, আপনার ঘরে।"

মাধবলাল নিজের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বরেন্দ্রনাথ ও মোহনলাল যে কক্ষমধ্যে সুরেন্দ্র ছিল, সেইদিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, দ্বাররুদ্ধ, ঠেলিয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে বন্ধ।

মোহনলাল বলিলেন, "আর দেখিতেছেন কি—দরজা ভাঙিয়া ফেলুন ও বোঝাই গিয়াছে——"

"কি হইয়াছে ?"

"হইবে আর কি—পৃথিবীর আরও একটা পাপ কমিল—দরজাটা আগে ভাঙ্গুন।"

ঠিক ভুল

উপন্যাস

"শ্রীকৃষ্ণ" "ভ্রমর" "সোণার সংসার"
"আশালতা" প্রভৃতি রচয়িতা-প্রণীত

(নূতন সংস্করণ)

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET
1908

ঠিকে ভুল

উপক্রমণিকা

কলিকাতার কোন এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে চারি বন্ধুতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। চারিজনই সমবয়স্ক-যুবক।

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একজন বৃদ্ধ একখানা কৌচের উপরে অর্দ্ধ শায়িত-ভাবে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। বৃদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, চোখে সোনার চশমা। শুভ্র শ্মশ্রুও ছোট করিয়া ইংরাজী ধরণে ছাঁটা। এই উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার কিয়ৎ পরিমাণে উন্মুক্ত ছিল, তাহাতেই যুবকগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে বঙ্কিমনেত্রে দেখিতেছিল।

যুবক চতুষ্টয়ের মধ্যে সহসা একজন নিম্নস্বরে বলিল, "প্রায় পড়া শেষ হইয়া আসিল।"

অপর একজন বলিল, "ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—পাঁচকড়ি বাবুর 'মায়াবী'।"

অপর একজন বলিল, "বলেন কি! বৃদ্ধ বয়সে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে উনি এত ভক্ত। উনি খুব এক মনে পড়িতেছেন, দেখিতেছি।"

প্রথমোক্ত যুবক বলিল, "ভারি। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, খুন, জাল, জুয়াচুরির গল্প পাইলে সমস্ত দিনরাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা পড়িতে বা শুনিতে প্রস্তুত—তখন আর অন্য কোন কাজের কথা মনে থাকে না। উহাই ইঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়; কিন্তু উনি শেষের পৃষ্ঠায় আসিয়াছেন—এখন উপায় কি?"

এই সময়ে বৃদ্ধ পুস্তক বন্ধ করিয়া নাসিকা হইতে চশমা খুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে যুবক-দিগের মধ্যে একজন স্বর খুব উচ্চে তুলিয়া বলিল, "সে কথা সত্য, তবে কাল রাত্রে যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে, তাহাতে পাঁচকড়ি বাবুর ক্ষমতাশালী বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ অরিন্দমও সে রহস্য ভেদ করিতে পারিতেন না।"

এই কথায় অপর যুবকত্রয় বিস্মিত ও উৎসুকভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কথাটা বৃদ্ধের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সেই গৃ[illegible] বাহিরে যাইবেন বলিয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া-ছিলেন, কথাটা শুনিয়া একটু দাঁড়াইলেন। কৌতূহলপূর্ণদৃষ্টিতে সেই যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন।

যে যুবক পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিল, সে বলিল, "হাঁ—হাঁ—শুনি-য়াছি। এ রহস্য ভেদ পুলিসের সাধ্য নহে; তবে ব্যাপারটা কি কিছুই শুনি নাই—বল দেখি, শোনা যাক্।"

অপর যুবক ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পুলিস ব্যতীত এ কথা আর কেহই জানে না, পুলিসও আমারই কাছে শুনিয়াছে। এ রকম অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড আর কেহ কখনও দেখে নাই, এ রহস্য যে কখনও ভেদ হইবে, তাহার আশাও নাই।"

প্রথম যুবক বলিল, "বল—বল—আমরা সকলেই শুনিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

অপর যুবক বলিল, "জানই ত, আমি বিশেষ কাজে আজ সকালে কাশী যাইব স্থির করিয়াছিলাম ; কেবল এই ব্যাপারের জন্যই পুলিস আমাকে যাইতে দেয় নাই—কি অন্যায় !"

প্রথম যুবক বলিল, "অন্যায় আর কি, যাহাতে দোষী ধরা পড়ে, তাহা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য নয় কি ? (বৃদ্ধের প্রতি) দাদা মহাশয় ! ভয়ানক—একটা কাণ্ড হইয়াছে, কেহই রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না।"

বৃদ্ধ দাদা মহাশয় এই সময়ে যুবকদের গৃহমধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া শেষোক্ত যুবক—ইহার নাম পরেশ চন্দ্র, বৃদ্ধের পৌত্র—বলিল, "যাহাতে দোষী ধরা পড়ে, আমাদের সকলেরই তাহা করা কর্ত্তব্য—নয় কি দাদা মহাশয় ?"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "আমার বিশেষ কাজ না থাকিলে আমি তোমার বন্ধুর ব্যাপারটা কি শুনিতাম, তবে——"

শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "না—না, দাদা মহাশয়, আপনি না শুনিয়া যাইতে পারেন না। দেবেন্দ্র বাবু এই ভয়ানক কাণ্ডের কথা এখনই বলিতেছেন।"

এই বলিয়া সে বন্ধুত্রয়কে সরিয়া বসিতে বলিল, নিজেও দাদা মহাশয়কে বসাইবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধ একটু বিরক্ত ও অসন্তুষ্টভাবে ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখনও খানিকটা সময় আছে, কিছু দেরি করিতে পারি।"

পরেশচন্দ্র সোৎসাহে বলিল, "দেবেন্দ্র বাবু, বলুন—বলুন, আমরা সকলেই শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনাথ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু——"

পরেশ। কিন্তু কি ? বলুন।

দেবেন্দ্র। কিন্তু পুলিস আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও বলিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছে।”

পরেশ। আপনি কি মনে করেন, এ কথা আমরা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব?

প্রাচীন ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,“ আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।”

প্রথম অংশ

আরম্ভ

তখন বরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "কাল রাত্রে কি রকম ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমি সেই সময়ে একজন বন্ধুর বাড়ীতে আটক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঝড় বৃষ্টির জন্য বাড়ী ফিরিতে পারি নাই। প্রায় রাত্রি একটার পরে ঝড় বৃষ্টি থামিল, তখন বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

"আমার বন্ধুটি তাঁহার চাকরকে একখানা গাড়ীর সন্ধানে পাঠাই-লেন, কিন্তু কোনরূপে কোন স্থানে গাড়ী মিলিল না; তখন আমি পদ-ব্রজেই বাড়ী যাওয়া স্থির করিয়া বাহির হইলাম।

"বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম যে, আমার বাড়ীতে পৌঁছান সহজ হইবে না, একে সেদিন অমাবস্যা, তাহার উপরে ঝড়ে সমস্ত গ্যাস নিবিয়া গিয়াছে, পথে এত অন্ধকার যে, পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় না। আমি জীবনে কখনও এমন অন্ধকার দেখি নাই। এক হাত দূরে—এমন কি আমার নিজের হাত আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি না। আমার বোধ হইল যে, সহসা কে যেন আমাকে অনন্ত অন্ধকার-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে। অন্ধকার ভিন্ন পৃথিবীতে যেন আর কিছুই নাই!

"আমার বন্ধুর বাড়ী হইতে দ্রুতপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম; কিন্তু সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে কিছুই দেখিতে না পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। এ অবস্থায় আমি পথ খুঁজিয়া যে, বাড়ীতে

পৌঁছিতে পারিব, এ আশা সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হইল; ভাবিলাম, ফিরিয়া বন্ধুর বাড়ীতে যাই; কিন্তু সেটা আর ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ তাঁহার বাড়ীও যে আর খুঁজিয়া পাইব, অন্ধকারের প্রতাপ দেখিয়া সে আশাও আমার বড় ছিল না। তাঁহার বাড়ী হইতে কয়টা বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি,এমন কি তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

"দূরে দূরে মানুষের পায়ের ও গলার শব্দ পাইলাম, কিন্তু বুঝিলাম, এই মহা অন্ধকারের হাতে পড়িয়া তাহাদের অবস্থাও আমার অপেক্ষা ভাল নহে। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তৎপরে একটা বাড়ীর প্রাচীর ধরিলাম, এবং অতি সাবধানে প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া চলিলাম।

"কিছুদূর এইরূপে আসিয়া দেখি, আর প্রাচীর নাই। সম্মুখে গলি না বড় রাস্তা, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। কোনদিকে কিছু দেখিবার উপায় নাই—কেবল ভয়ানক অন্ধকার, তা চোখ খুলিয়া দেখ, আর মুদিয়া দেখ—সমান। কোন্‌দিকে যাইব, স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ আবার সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে দূরে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, 'কে মহাশয়, এদিকে একবার অনুগ্রহ করিয়া আসুন, আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না।'

"কোন উত্তর পাইলাম না,সেই পদশব্দ ক্রমশঃ দূরে মিলাইয়া গেল। তখন 'পাহারাওয়ালা' 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন উত্তর পাইলাম না। সমস্ত সহর যেন ঘোর নিস্তব্ধতা-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কেবল দূরে কোন বাড়ীতে হারমোনিয়মের সহিত কোন স্ত্রীলোক গান করিতেছে বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু সেই বাড়ী কোন্‌ দিকে, অন্ধকারে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

"এখানে দাঁড়াইয়া থাকা বৃথা ভাবিয়া আমি সম্মুখে দুই হাত প্রসারিত করিয়া অন্ধের ন্যায় সাবধানে চলিলাম; কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। প্রায় পনের মিনিট চলিলাম, আগে পাশে বা সম্মুখে কোন বাড়ী আছে কি না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সহসা একটা লোহার রেলিংয়ে আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। আমি হাত দিয়া বুঝিলাম, ইহা একটা বাড়ীর রেলিং। তখন সেই রেলিং ধরিয়া ধরিয়া আবার সাবধানে চলিলাম।

"কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম, আর রেলিং নাই। আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, সম্মুখে রেলিং নাই, দুই পার্শ্বে হাত দিয়া দেখিলাম, কোনদিকেই আর রেলিং নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এই সময়ে সহসা একটা আলো অস্পষ্টভাবে সেই অন্ধকার মধ্য হইতে আমার চোখের উপরে আসিয়া পড়িল। আলো দেখিয়া প্রাণে ভরসা আসিল। আমি আলোর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, কিছুদূরে একটা বাড়ীর ভিতর হইতে সেই আলো আসিতেছে, সেই বাড়ীর দ্বারে একটি ভদ্র যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, কোন্ দিকে গেলে নিজের বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিব, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

"কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেই বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল। আমি যুবককে আর সেখানে দেখিতে পাইলাম না। তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন বা কোনদিকে চলিয়া গেলেন, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে সৌভাগ্যবশতঃ বাড়ীর দরজাটা একেবারে বন্ধ হয় নাই, তখনও দরজার ফাঁক দিয়া দীপালোকের সূক্ষ্ম রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছিল। সেই বাড়ীর লোকের কাছে পথ জানিয়া লইব ভাবিয়া, আমি সেই আলো লক্ষ্য করিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইলাম।

"সহসা নিকটে মনুষ্যপদশব্দ শুনিতে পাইলাম। অন্ধকারে কে এক-জন দ্রুতপদে আমার গায়ের কাছ দিয়া চলিয়া গেল, আমি তাহাকে ডাকিলাম, কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না, দেখিতে দেখিতে পদশব্দ ক্রমশঃ দূরে গিয়া মিলাইয়া গেল। অন্য সময় হইলে এই ব্যক্তির এই-রূপ উর্দ্ধশ্বাসে গমনের জন্য আমি কি ভাবিতাম, বলিতে পারি না; কিন্তু অন্ধকারে এই আপন্ন অবস্থায় আমি কিরূপে বাড়ীতে ফিরিতে পারিব, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছিলাম, তখন অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিবার অবস্থা আমার ছিল না।

"আমি দেখিলাম, সেই বাড়ীর দ্বার তখনও সেইরূপ ঈষন্মুক্ত রহিয়াছে। আমি অতি সাবধানে সেই দ্বারদেশে আসিলাম, সবলে কড়া ধরিয়া নাড়িলাম, কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না।

"আমি কোথায় আসিয়াছি, বাড়ী যাইব কোন্ পথে, ইহা কাহারও নিকটে না জানিয়া লইয়া আবার সেই অন্ধকার-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু হইবে না ভাবিয়া, আমি এই বাড়ীর লোককে পথ জিজ্ঞাসা করা স্থির করিলাম। যখন আলো জ্বলিতেছে, তখন বাড়ীতে অবশ্যই লোক আছে, বিশেষতঃ যখন এইমাত্র বাড়ী হইতে লোক বাহির হইয়া গেল, যখন দরজা খোলা রহিয়াছে, তখন রাত্রি বেশী হইলেও কেহ-না-কেহ জাগিয়া আছে, এই ভাবিয়া আমি সবলে কড়া নাড়িলাম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কেহ কোন উত্তর দিল না, আমি প্রকৃতই বড় বিস্মিত হইলাম। বাড়ীর সকলে ঘুমাইতেছে, আর লোকটা অনায়াসে সদর দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল! কি আশ্চর্য্য, চোরের উপদ্রবের কোন আশঙ্কা নাই!

"আমি সেই দরজা ঠেলিয়া আরও কতকটা উন্মুক্ত করিলাম। সম্মুখে একটি অপরিষ্কার পথ, দুইদিকে ঘর, ভিতরে দ্বার-পথের উপরে

একটি আলো জ্বলিতেছে। আমি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম, 'বাড়ীতে কে আছেন, বাড়ীতে কে আছেন,' কেহ উত্তর দিল না। পুনঃপুনঃ ডাকাডাকিতেও কেহ সাড়া-শব্দ দিল না। আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। তবে কি এই বাড়ীতে জনমানব নাই? অথচ আলো জ্বলিতেছে? কেহ আসিলে এত ডাকাডাকি,হাঁকাহাঁকিতেও কি তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইত না? অসম্ভব!

"আমি কতকটা নিরুপায়ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের দরজা ঠেলিলাম, ঠেলিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে চাহিয়া দেখি, বেশ একটি সুসজ্জিত ঘর, এই ঘরে একটা সুন্দর মূল্যবান্ কেরোসিন-ল্যাম্ফ জ্বলিতেছে, কিন্তু গৃহমধ্যে কেহ নাই!

"আমি আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,'বাড়ীতে কে আছেন?' কোন উত্তর নাই। একটা দরজায় সবলে করাঘাত করিতে লাগিলাম, তবুও কেহ উত্তর দিল না। তখন নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পরবর্ত্তী একটা ঘরে প্রবেশ করিলাম। কি আশ্চর্য্য, তথায়ও কেহ নাই!

"এইরূপে আমি তিন-চারিটি ঘর অতিক্রম করিয়া আসিলাম, সকল ঘরই সুন্দররূপে সুসজ্জিত, কিন্তু কোন ঘরেই কেহ নাই। তখন আমার প্রকৃতই ভয় হইল। বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে—ঘরগুলি সুন্দর সুসজ্জিত—এইমাত্র এক ব্যক্তি আমার চোখের উপরে এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, অথচ বাড়ীতে কেহ নাই—কি আশ্চর্য্য!

"সহসা ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিলাম। সদর দরজার গলির পার্শ্বেই একখানা বেঞ্চি ছিল; পূর্ব্বে আমি এ বেঞ্চিখানা দেখিতে পাই নাই, কারণ সেদিকে আলো ছিল না, এখন এ বেঞ্চিখানার উপরে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, তাহার উপরে একজন মহা বলবান্ হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ নিদ্রিত রহিয়াছে,

বেশ সবলে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে, সে যে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, তাহা তাহাকে দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"ইহার নিদ্রাভঙ্গ করা উচিত কিনা, আমি কিয়ৎক্ষণ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। জাগিলে হয় ত এ আমাকে চোর ভাবিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। ইহার শরীরের গঠন দেখিয়া খুব বলবান্ বলিয়াই বোধ হইল। তাহাতে ইহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না; কিন্তু না জাগাইয়া উপায় কি? আমার এখান হইতে পথ দেখিয়া বাড়ী যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই লোক আমাকে পথ বলিয়া দিতে পারে, সম্ভবতঃ কিছু ব্যয় করিলে একটা আলো দিয়া সাহায্য করিতে পারে, কি একটা আলো পাইলে অনায়াসেই আমি নিরাপদে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারি।

"এই সকল ভাবিয়া আমি তাহার হাত ধরিয়া নাড়া দিলাম; কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঘটিল—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহার কোন সাড়া-শব্দ নাই। অনেক ঠেলাঠেলির পর সে চক্ষু মেলিল, তাহার পর আমাকে দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল, পুনঃপুনঃ আমাকে সেলাম করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, তাহার এখনও ঘুমের ঘোর বেশ রহিয়াছে, আমি কে জানিতে পারে নাই; ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এইরূপ পুনঃপুনঃ সেলাম দিতেছে।

"তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবার উপায় নাই, লোকটা অতিরিক্ত ভাং খাইয়া হতভম্বভাবে রহিয়াছে। তাহাকে ঠেলা মারিয়া বলিলাম, 'আমি এই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।'

"সে আবার পুনঃপুনঃ সেলাম দিয়া বলিল, 'আইয়ে বাবু সাহেব, আইয়ে, বিবি সাহেব ঐ ঘরমে হৈ।'

"বিবি সাহেব! কি মুস্কিল, বিবি সাহেবকে আমি কি জবাবদিহি করিব? এত রাত্রে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ কি দর্শাইব? আমি প্রকৃতই মনে মনে মহা-সমস্যায় পড়িলাম। এত রাত্রে কোন বিবি সাহেবকে বিরক্ত করিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, আমি কেবল কোন একজন 'শুধু' সাহেব পাইলে তাহার কাছে পথ জানিয়া লইয়া বাড়ীতে যাইতে পারিব, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন এ কি বিপদে পড়িলাম!

"আমি তখন অনন্যোপায়। সেই হিন্দুস্থানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বাধ্য হইলাম। সে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে একটি দরজা খুলিল, উঁকি মারিয়া বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'বিবি সাহেব এ ঘরে ন্যহি হৈ—ঐ দোস্‌রা ঘর্‌মে হোয়েগী।'

"সে ঘরেও তিনি নাই। ঘরের ভিতরে আলো নাই, পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের আলো আসিয়া ঘরটি কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়াছে; আমি এই জন্য প্রথমে এই ঘর ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। হিন্দুস্থানী আমাকে তথায় রাখিয়া 'বিবি সাহেব দোতল্লা পর হোয়েগী', বলিয়া সত্বর বাহির হইয়া গেল। এত সত্বর বাহির হইয়া গেল যে, আমি তাহাকে নিষেধ করিবারও অবসর পাইলাম না।

"সে চলিয়া গেলে আমি ঘরটি ভাল করিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। এক পাশে একখানি কৌচের উপরে দৃষ্টি পড়ায় আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। একটি লোক কৌচের উপরে বসিয়া আছে। লোকটি নিশ্চয়ই বরাবর কৌচের উপরে বসিয়া আছে, সম্ভবতঃ—সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সব শুনিয়াছে, অথচ কোন উত্তর দেয় নাই কেন? আশ্চর্য্য! এ বাড়ীর সমস্তই অত্যদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে!

"তাহার মুখ বাহিরের জানালার দিকে ছিল; আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য গলার শব্দ করিলাম; কিন্তু সে কোন শব্দ বা উত্তর করিল না। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে এ উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঘুমাইতেছে। আমার পথটা জানিয়া লওয়াই উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি ভাবিলাম, ইহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাই বিহিত। এখন যত শীঘ্র এই অদ্ভুত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি।

"আমি তাহার কাছে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আমার বোধ হইল যে, আমার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল; আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিল। আমি দেখিলাম, লোকটির চোখ দুটি কপালে উঠিয়াছে, তাহার মুখ ভয়াবহ বিকৃত ও মৃত্যু-মলিন। কি মুস্কিল! লোকটা মরিয়া বসিয়া আছে!

"তাহার মুখের ভাব দেখিবামাত্রই আমার প্রতীতি হইল যে, লোকটি খুন হইয়াছে। এ প্রতীতি এমনই জন্মিল যে, কি অস্ত্রে ইনি খুন হইয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য স্বতই ঘরের মেঝের দিকে একবার দৃষ্টিসঞ্চালন করিলাম, কিন্তু কোন অস্ত্র দেখিতে পাইলাম না।

"তাহার পর আমার নিজের বিপদের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি ভীতভাবে পশ্চাদ্দিকে চাহিলাম। এই গভীর অন্ধকার রাত্রি, এই নির্জ্জন বাড়ী, মৃতদেহের সম্মুখে একাকী আমি—আমাকে খুনী বলিয়া ধরিলে আমার রক্ষা পাওয়া কঠিন হইবে। এরূপ অবস্থায় মানুষের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা যিনি এ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

"আমার প্রথমে মনে হইল, এখনও সময় আছে, পলাইয়া অন্ধকারে মিশিয়া যাই, তাহা হইলে আমাকে কেহই ধরিতে পারিবে না। এখানে

আমাকে কেহই চিনে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মনে হইল যে, যখন আমি এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখিলাম, তখন এ সম্বন্ধে সকল জানিয়া পুলিসকে সংবাদ দেওয়া আমার প্রধান কর্ত্তব্য।

"অবশেষে কর্ত্তব্যজ্ঞানটাই প্রবল হইল। আমি তখন মৃতদেহটি ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিতে পাইলাম, মৃতব্যক্তি অতি সুপুরুষ যুবক—বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বয়স বাইশ-তেইশের অধিক নহে। পরিহিত পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী, দেখিলেই কোন ধনী সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"এ যে আত্মহত্যা নহে—খুন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আত্মহত্যা হইলে কোন-না-কোন অস্ত্র নিকটে পড়িয়া থাকিত, খুনই নিশ্চয়! আমি যুবকের বুকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বুকে রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, কোন শাণিত ছুরিকা কেহ যুবকের বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়াছে, ছুরিকা হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করায় যুবকের নিমেষমধ্যে মৃত্যু হইয়াছে।

"তাহার পর আমি ভাবিলাম, এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করা, কে এই বাড়ীতে আছে, বা এই বাড়ীতে ছিল, এখন পলাইয়াছে। এই বিবি সাহেব কে? এই হিন্দুস্থানী ব্যতীত আর কাহাকেও এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে দেখিতে পাই নাই—সে-ও কি এতক্ষণে পলাইল?

"যুবক যে আত্মহত্যা করে নাই, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার মুখের ভাব ও আত্মহত্যা করিবার উপযোগী কোন অস্ত্র সেখানে পড়িয়া নাই দেখিয়াই আমি বুঝিলাম যে, যুবককে কেহ খুন করিয়াছে। এ অবস্থায় পুলিসে সংবাদ না দিয়া আমার এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনমতেই বিহিত বলিয়া বোধ হইল না। এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত না করা, উচিত নহে।

"এখন দেখা আবশ্যক, এ বাড়ীতে কে ছিল। একজন লোককে আমি অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছি; সে কে, তাহার চেহারা কিরূপ, তাহাও অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। লোকটি যে ভয়ে বা অন্য কোন কারণে এ বাড়ী হইতে পলাইতেছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ সে এত রাত্রে যে বাড়ীর দরজা খুলিয়া রাখিয়া যাইতেছে, তাহাও তাহার মনে হয় নাই।

"তাহার পর সেই হিন্দুস্থানী দ্বারবান। যে স্পষ্টতঃ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল; অধিকন্তু তাহার চেহারা ও ভাব দেখিলে, সে যে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। তাহার পর বিবি সাহেব—হিন্দুস্থানী ভৃত্যটা তাহাকে এই ঘরে দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল; এখানে যে একজন লোক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সে নিশ্চয়ই জানিত না, জানিলে এ ভাবে এ ঘরে কখনই প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

"সে বিবি সাহেব কে, সে এখনই বা কোথায়? খুব সম্ভব, সে বেহারার অজ্ঞাতসারেই বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ভৃত্য এ সকল ব্যাপার জানিলে তাহার এরূপ ভাব হইত না।

"যাহাই হউক, আমি এ রহস্যের সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সহজে এ বাড়ী ত্যাগ করিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে একপার্শ্বে একটা বাতী জ্বলিতেছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

"এ ঘরটি ক্ষুদ্র নহে, প্রকাণ্ড হল্‌ঘরের মত; সেইজন্য বাতীর আলোকে গৃহের সর্ব্বস্থান ভাল দেখিতে পাইলাম না। ঘরটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমি আলোটি উচ্চে তুলিয়া ধরিলাম, তাহাতে

আমার পদপ্রান্তে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি যে তখন কেন চীৎকার করিয়া উঠিলাম না, তাহা বলিতে পারি না। অন্য কেহ হইলে হয়ত এ দৃশ্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। আমি দেখিলাম, আমার পদপ্রান্তে এক অপরূপসুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার দুই হাত দুইদিকে বিক্ষিপ্ত, গলদেশে একছঁড়া হীরকমুক্তাখচিত কণ্ঠহার বাতীর আলোকে ঝকিতেছে,তাহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণ, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, একরাশি কেশ গৃহতলে বিলুণ্ঠিত। তাহার মুখ চমৎকার সুন্দর হইলেও এখন সে মুখের ভাব দেখিয়া ভয় হয়।

"আমি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কতকক্ষণ এইরূপ বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে ছিলাম,বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকটি প্রকৃতই মরিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য তাহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিলাম; নাসিকার কাছে হাত দিয়া দেখিলাম, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস নাই, শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, অন্ততঃ দুইঘণ্টা হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"যেভাবে যুবকের মৃত্যু হইয়াছে, এই অপরূপরূপলাবণ্যবতী নবীনা সুন্দরীরও যে সেইভাবে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেইজন্য ইহারও বুকে হাত দিয়া বিশেষরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষত—দেখিয়া বুঝিলাম, কেহ কোন দীর্ঘফলক সুতীক্ষ্ণ অপ্রশস্ত ছুরিকা তাহার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়াছে। ছুরিকা হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া বসিয়াছে,তাহাই নিমেষমধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

"ইহাতে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, একই অস্ত্রে এক ব্যক্তিই উভয়কে খুন করিয়াছে। সে কে? যাহাকে অন্ধকারে এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, সে-ই কি এই ভয়াবহ দুই হত্যাকাণ্ড সংঘটন করিয়াছে?

"আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে এইরূপ কত কি ভাবিতেছি, সহসা আমার হাতের বাতীটার দিকে আমার নজর পড়িল, বাতীটা তখন অনেকটা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি আর একটা বাতীর চেষ্টায় ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। দেখিলাম, গৃহকোণে আর একটা অর্দ্ধদগ্ধ বাতী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা তখনই তুলিয়া লইলাম; এবং দুইটা আলো জ্বালিলে ঘরটা আরও বেশি আলোকিত হইবে ভাবিয়া, আমি তাহা জ্বালিতে গেলাম। কিন্তু তখন আমার হাত এত কাঁপিতেছিল যে, একটা বাতী হইতে আর একটা বাতী জ্বালিয়া লইব, এ ক্ষমতা আমার ছিল না—কিছুতেই দুই বাতীর মুখ নিমেষের জন্য পরস্পর সংলগ্ন করিতে পারিলাম না। সহসা এই সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া ফিরিলাম; দেখিলাম, সেই হিন্দু-স্থানী দ্বারবান দরজার বাহিরে আসিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছে। সে যে তখনও সেই মৃতদেহ দেখিতে পায় নাই, তাহা আমি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম।

"আমি সত্বর গিয়া সবলে তাহার হাত ধরিলাম। সে বলিল, 'বিবি সাহেব বাড়ী নাই, তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছেন।'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে চলিয়া গিয়াছে, কাহারা এই বাড়ীতে ছিল?'

"সে উত্তর করিল, 'দুইজন ভদ্রলোক।'

"'কে তাহারা? তাহাদের নাম কি?'

"আমি কঠোরভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বুঝিল, একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাই সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; বলিল, 'আমি তাহাদের নাম জানি না, তাহাদের এ বাড়ীতে আর কখনও দেখি নাই।'

"আমার কঠোরভাবে সে ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া, আমি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহারা কতকক্ষণ এ বাড়ীতে ছিল, কখন এ বাড়ী হইতে গিয়াছে ?'

"সে পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘর দেখাইয়া বলিল, 'একজন ঐ ঘরে বিবি সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাহার পর আর একজন আসিয়াছিলেন ; তাহারা কথা কহিতেছেন দেখিয়া আমি বাহিরে বেঞ্চে শুইয়াছিলাম, পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিলে হুজুরকে দেখিলাম।'

"তাহার ভাবে বুঝিলাম যে, লোকটা যাহা বলিতেছে, তাহা মিথ্যা নহে ; তাহাই বলিলাম, 'যে ভদ্রলোক দুইজন আসিয়াছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই তাহাদের নাম শুনিয়াছিলে—মনে করিবার চেষ্টা কর।'

"ক্ষণেক কি ভাবিয়া সহসা সে বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, মনে পড়িয়াছে, তাঁহারা কাগজে নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই কাগজ বিবি সাহেবকে দিয়াছিলাম, আমি পড়িতে জানি না।'

"'সে কাগজ কোথায় ?'

"'বোধ হয়, ঐ ঘরে আছে।'

"সে আমাকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গিয়া দুইখণ্ড কাগজ আমার হাতে দিল——"

সহসা মধ্যপথে থামিয়া দেবেন্দ্রনাথ, শ্রোতা বন্ধুদিগের মুখের দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, "তাহাদের কি নাম ?"

দেবেন্দ্রনাথ আরও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনারা তাহাদের নাম জানেন, দুইজনে সহোদর ভাই। একজন কুমার আনন্দপ্রসাদ, অপর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ।"

বন্ধুগণ সকলেই অতি বিস্মিতভাবে দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ!"

বৃদ্ধ দাদা মহাশয় বলিলেন, "অসম্ভব, রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমে ছিলেন। আমি জানি, তিনি গত কল্য এখানে পৌঁছিয়াছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক। তিনি গত কল্যই এখানে পৌঁছিয়াছেন, আর কাল রাত্রেই আমি তাঁহারই মৃতদেহ দেখিয়াছি।"

এ কথায় সকলেই মহাবিস্মিত হইলেন। দাদা মহাশয় বলিলেন, "তাহার পর কি হইল, শুনি—তিনি যে রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ, তাহা কিরূপে জানা গেল?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "কাগজ দুইখানা পাইয়াই আমি ছুটিয়া সেই যুবকের মৃতদেহের কাছে আসিলাম। তাহার পকেটে ঘড়ি ও চেইন ছিল; দেখিলাম, ঘড়ীর উপরে লিখিত রহিয়াছে, রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ; সুতরাং তখন বুঝিতে হইল যে, রাজা গুণেন্দ্র প্রসাদই নিহত হইয়াছেন।"

"আমি এই ব্যাপারে এরূপ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, ভৃত্যের কথা আমার আদৌ মনে ছিল না। সহসা একটা বিকট শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, তখন ভৃত্য এই ঘরে মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছে, তাহাই সে ভয়ে এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সহসা সে তিন লম্ফে দরজার দিকে ছুটিল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম; কিন্তু আমি দরজায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে সে সেই ঘোরতর অন্ধকারে মিশিয়া গেল। পথে আসিয়া আমি অনেক চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম, কিন্তু সে কোনই উত্তর দিল না। বোধ

হয়, সে অন্ধকারে কোন বাড়ীর পার্শ্বে লুকাইয়াছিল, কারণ আমি তাহার পদশব্দও আর শুনিতে পাইলাম না।

"কোনদিকে কিছু দেখিবার উপায় নাই। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, সেই বাড়ীর দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হইতেছে। যদি একবার দরজা বন্ধ হইয়া আলো অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে হয় ত অন্ধকারে আমি বাড়ীটাই আর খুঁজিয়া পাইব না।

"আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দরজার দিকে ছুটিলাম, কিন্তু পা কিসে বাধিয়া যাওয়ায় পড়িয়া গেলাম। মাথায়ও গুরুতর আঘাত লাগিল, উঠিয়া আর আলো দেখিতে পাইলাম না, এবং সেই অতুল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার পর বাড়ীটার দিকে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম।

"যতদূর আমি যাই, সে বাড়ী আর পাই না; তখন বুঝিলাম, আমি অপর দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। বাড়ীটা ছাড়িয়া কতদূর আসিয়াছি, তাহা আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তখন চীৎকার করিয়া পুলিস-পাহারাওয়ালা ডাকিতে লাগিলাম। ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলাম না। ক্রমে অনেক দূরেও আসিয়া পড়িলাম।

"যতদূর সেই অন্ধকারে যাইতেছি, কেবলই 'পুলিস' 'পুলিস' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছি, অবশেষে একটা আলো দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত-লণ্ঠন-হস্তে একজন শ্মশ্রু-গুম্ফ-পরিশোভিত-বদন পাহারাওয়ালা-মূর্ত্তি।

"পাহারাওয়ালার সহিত থানায় আসিয়া, আমি যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত বলিলাম। অন্ধকারে যতদূর অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম, বাড়ীটা সম্বন্ধে তাহাই বলিলাম। তখনই ইন্‌স্পেক্টর বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কুমার আনন্দপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলেন। তিনিই যে এই দুই খুন করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি আমার নাম ঠিকানা লইয়া, লোক সঙ্গে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

"এই পর্য্যন্ত সে রাত্রের ঘটনা। তাহার পর এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পুলিস যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাই এইবার বলিতেছি ;—আজ সকালে ইন্‌স্পেক্টর আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।

"অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া আমি সেদিন সত্যসত্যই বন্ধুর বাড়ী হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন কি পুলিস আজ দুই প্রহর পর্য্যন্ত সে বাড়ী খুঁজিয়া পায় নাই, সেই অবধি কুমার আনন্দ-প্রসাদকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। আনন্দপ্রসাদ এ পর্য্যন্ত নিজ বাড়ীতে ফিরেন নাই। তিনি কোথায় আছেন, তাহার সন্ধান হয় নাই, তাহাতেই পুলিস মনে করে যে, এই দুই খুনই কুমার আনন্দ-প্রসাদের দ্বারাই হইয়াছে।

"এই বাড়ীতে মেহেরজান বলিয়া একটী কাশ্মিরী স্ত্রীলোক বাস করিত। ইহার সম্বন্ধে পুলিস পশ্চিম-প্রদেশ হইতে নানা কুৎসা শুনি-য়াছে। এই স্ত্রীলোক যে কি না করিয়াছে—তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে সকলেই জানে যে, ইহার ন্যায় সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

"কয়েক বৎসর হইতে রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ ইহাকে দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রায়ই তিনি ইহার বাড়ীতে বাস করিতেন। তখন তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন, তিনি মেহেরজানের কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পশ্চিমে বেড়াইতে পাঠাইয়া দেন। কেবল গত কল্য গুণেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিম হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুলিস

অনুসন্ধান করিয়া এ সকল অবগত হইয়াছে। গুণেন্দ্রপ্রসাদের পিতা শুনিতে পান যে, পশ্চিমেও তাঁহার পুত্র মেহেরজানের সহিত বেড়াইতেছেন, তাহাতেই তিনি পুত্রের উপর রাগত হইয়া গুণেন্দ্রপ্রসাদকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অপর পুত্র আনন্দপ্রসাদকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

"এ সকল ঘটনা প্রায় এক বৎসর হইল, ঘটিয়াছিল। প্রায় ছয় মাস হইল, মেহেরজান কলিকাতায় ফিরিয়া আইসে। গুণেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমেই এতদিন ছিলেন।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে সকলেই জানিতে পারে যে, মেহেরজান অযোধ্যার এক নবাবকে বিবাহ করিয়াছে। সেই নবাব তাহাকে কলিকাতায় এই বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। তিনিই মেহেরের সকল খরচ যোগাইতেছিলেন।

"এদিকে কুমার আনন্দপ্রসাদ পিতার ভাবী উত্তরাধিকারী হওয়ায় দুই হস্তে ঋণ করিতেছিলেন। পুলিসের বিশ্বাস, এই সকল ঋণের জন্য আনন্দপ্রসাদ ভ্রাতাকে খুন করিয়াছেন। ভাই জীবিত থাকিলে পাছে তিনি পিতার সমস্ত সম্পত্তি না পান,এই ভয়ই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ।

"কল্য গুণেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই মেহেরজানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কল্যই রাত্রে তাহার বাড়ীতে তাহার সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহার ভাইও তাঁহার সন্ধান পাইয়া মেহেরজানের বাড়ীতে তাঁহার অনুসরণ করেন। তথায় দুই ভায়ে কলহ উপস্থিত হয়, আনন্দপ্রসাদ সুবিধামত গুণেন্দ্রপ্রসাদের বুকে ছোরা বসাইয়া দেন। এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী মেহেরজান। মেহেরজান বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিরাপদ নহেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃহত্যা করা কোন কাজেই আসিবে না, তাহাই আনন্দপ্রসাদ মেহেরজানকেও হত্যা

করেন। হিন্দুস্থানী বেহারা ভাং খাইয়া নিদ্রিত না থাকিলে তাহারও নিশ্চয়ই সেই দশা হইত।

"পুলিস আনন্দপ্রসাদ, গুণেন্দ্রপ্রসাদ ও মেহেরজানের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইতে ইহাই অনুমান করিয়া আনন্দপ্রসাদকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই বিস্তৃত সহরে তিনি যে কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই।

"এ রহস্য এই পর্যান্ত হইয়া আছে। পুলিস যে কতদূর কি করিতে পারিবে, তাহা বলা যায় না। প্রকৃতই আনন্দপ্রসাদ খুনী কি না তাহা নিশ্চিত বলাও যায় না।"

একজন দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল,"মৃতদেহ দুইটির কি হইল ?"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "পুলিস এখনও সে বাড়ীর সন্ধান করিতে পারে নাই। নিশ্চয়ই মৃতদেহ দুইটি এখনও সেই বাড়ীতে পড়িয়া আছে।"

"বাড়ীটা কোথায়, আপনি তা অনুমান করিয়া বলিতে পারেন না ?"

"অন্ধকারে কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার কিছুই ঠিক বলিতে পারিতেছি না।"

দাদা মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে পুলিস নিশ্চয় সন্ধান পাইয়াছে। বিশেষতঃ আনন্দপ্রসাদ ধৃত হইলে, তখন তাহার নিকটেই বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া যাইবে। তাহার ন্যায় বড় লোক কত দিন লুকাইয়া থাকিবে ?"

পরেশচন্দ্র বলিল, "দাদা মহাশয় ! আপনি কি মনে করেন, যথার্থই কুমার আনন্দপ্রসাদ এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন ?"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "আমি এখন ব্যস্ত আছি, মৃতদেহ পাওয়া গেলে, আর আনন্দপ্রসাদ ধৃত হইলে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।"

যুবকদিগের মধ্যে রমেশচন্দ্র নামে একজন বলিল, "আমি আনন্দ-প্রসাদ আর গুণেন্দ্রপ্রসাদ কিরূপ লোক তাহা জানি না; তবে আমি জানি, এক সময়ে এই সুন্দরী মেহেরজান নিজামের এক বহুমূল্য কণ্ঠ-হার চুরি করিয়াছিল।"

দাদা মহাশয় গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "এই মেহেরজান! যে খুন হইয়াছে?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ—এই মেহেরজান, ইহার নাম সকলেই জানে। এই চুরি ব্যাপারটার কথা লম্বা নহে, তবে এই ঘটনায় এই স্ত্রী-লোকের চরিত্র বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

"না না—আমার বিশেষ কাজ আছে—অন্য সময়ে শুনিব," বলিয়া দাদা মহাশয় আরও দুই পদ অগ্রসর হইলেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনারা সকলেই শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।"

অপর যুবকত্রয় বলিয়া উঠিলেন, "বলুন—বলুন আপনি, আমরা এই মেহেরজানের কথা শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছি।"

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া দাদা মহাশয়কে বলিল, "হুজুর, গাড়ী আসিয়াছে।"

রমেশচন্দ্র বলিল, "কণ্ঠহারটির দাম বিশ লক্ষ টাকা, সহজ ব্যাপার নহে। এই স্ত্রীলোকের সাহস অসীম—বুদ্ধিমতীর চূড়ান্ত।"

দাদা মহাশয় বিরক্তভাবে ভৃত্যকে বলিলেন, "যাও, গাড়ী একটু দেরি করিতে বল।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। পরেশ-চন্দ্র সোৎসাহে বলিলেন, "এইবার শোনা যাক্—মেহেরজানের চুরির বিষয়।"

দ্বিতীয় অংশ

মধ্য

রমেশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "নিজাম এই কণ্ঠহার কিনিতে চাহিলে কলিকাতায় একজন প্রধান ইংরাজ জহুরী—নাম উল্লেখের প্রয়োজন নাই—আমাকে দিয়া ইহা হায়দ্রাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী কর্ম্মচারী।

"এত মূল্যবান দ্রব্য নিরাপদে লইয়া যাওয়া সহজ নহে। আমি ইহা আমার একটা সিগার-কেসের ভিতরে রাখিয়া উহা আবার একটি ছোট ব্যাগে রাখিলাম। এই ব্যাগটি সর্ব্বদাই গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম সুতরাং এ অবস্থায় কণ্ঠহার আমার নিকট হইতে কাহারই চুরি করা সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ এই কণ্ঠহারের কথা কেহই জানিত না; পাছে কেহ সন্দেহ করে, সেইজন্য দ্বারবান্ বা লোকজন কাহাকেই সঙ্গে লই নাই। সামান্য একটা ছোট ব্যাগে এমন মূল্যবান হীরক-হার রহিয়াছে, তাহা কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না।

"কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছিলাম। এই বুদ্ধিমতী, ধূর্ত্তা স্ত্রীলোক কিরূপে যে এই কণ্ঠহারের সন্ধান পাইয়াছিল,তাহা বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, সে কলিকাতা হইতেই আমার পিছু লইয়াছিল। আমি পূর্ব্বে ইহা বিন্দুমাত্র জানিতে পারি নাই।

যখন জব্বলপুরে গাড়ী বদ্‌লাইয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম, তখন আমি ভাবিলাম, আমি একাই এই গাড়ীতে যাইতে পারিব।

বিশেষতঃ আমি গার্ডকে সন্তুষ্ট করায় আমার গাড়ীতে আমি একাই যাইতেছিলাম। গার্ড আমার গাড়ীতে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না। ইহাতে আমি একরূপ নিরাপদ ছিলাম ; জানিতাম, কাহারই কণ্ঠহার হস্তগত করিবার সুবিধা হইবে না।

"জব্বলপুরে গাড়ীতে আমি মাল-পত্র ঠিক করিয়া একটা চুরুট বাহির করিয়া টানিতেছি, গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে—ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, আমিও ভাবিলাম যে, নিশ্চিন্তে যাইতে পারিব, এ গাড়ীতে কেহ উঠিবে না। এই সময়ে দুইজন রেল-কর্ম্মচারী সহসা আমার গাড়ীর দরজা খুলিয়া একটি স্ত্রীলোককে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, তখন গাড়ী চলিয়াছে, তাহারা জানালা দিয়া তাহার জিনিসপত্র ছুড়িয়া ঠেলিয়া গাড়ীর ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। তখন গাড়ী মহাবেগে ছুটিল।

"আমি তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগটি টানিয়া কোলের দিকে লইলাম, চুরুটটি মুখ হইতে নামাইলাম ; যখন একটি ভদ্রমহিলা গাড়ীতে উঠিয়াছেন, তখন আর গাড়ীতে ধূমপান করা উচিত নহে, ভাবিয়া চুরুটটি জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলাম।

"তাঁহার ব্যাগটি আমার পায়ের নীচে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি সেটি তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় সেটি রাখিব।

"তখন আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, তিনি অপরূপসুন্দরী—বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নহে, পরিধানে পার্শী পরিচ্ছদ ; বুঝিলাম, তিনি পার্শী রমণী ; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সহজে তাঁহাকে পার্শী বলিয়া বোধ হয় না।

"তিনি মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনি কষ্ট পাইবেন না, আমি নিজেই সব ঠিক করিয়া রাখিতেছি। আর এক

মিনিট বিলম্ব হইলে গাড়ী আর পাইতাম না। না পাইলে বিশেষ ক্ষতি হইত।'

"এই বলিয়া তিনি তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি নিবিষ্টমনে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন; ক্ষণপরে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় যাইবেন ?'

"'বোম্বাই।'

"ভালই হইল, আপনাকে সঙ্গী পাইলাম। আমিও বোম্বাই যাই-তেছি। আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"'হাঁ, আমি বাঙ্গালী, কলিকাতায় আমার বাড়ী।'

"কলিকাতায় আমরা অনেক দিন কাটাইয়াছি, বাঙ্গালীদের আমি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান করি।'

"তাহার পর আমাদের কলিকাতা সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। পোষাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক ও হস্তে অনেকগুলি বহুমূল্য অঙ্গুরীয়তে আমি বুঝিলাম, তিনি কোন ধনীর গৃহিণী—তাঁহার এইরূপ স্বাধীনভাবে একজন অপরিচিতের সহিত কথোপকথন করায় আমি একটু বিস্মিত হইলাম; তখনই আবার মনে হইল, পার্শী রমণীগণ স্বাধীনতার দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের এরূপ করা অসঙ্গত নহে।

"এই স্ত্রীলোককে সম্ভ্রান্ত-মহিলা, সুশিক্ষিতা পরম সুন্দরী স্থির করিলেও ইহার প্রতি আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল; কিন্তু কেন কি জানি, আমি ইহাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিলাম না।

"পথে যে ষ্টেশনেই আমাদের গাড়ী থামিতেছিল, সেই ষ্টেশনেই এই রমণী কোন-না-কোন অজুহতে আমাকে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। প্রথম আব্দার, তাঁহার চাকর অক্

গাড়ীতে আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া দিতে হইবে, তাহার নাম খণ্ডে রাও।

"আমি দুই-তিন ষ্টেশনে নামিয়া খণ্ডে রাওকে খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একবার ফিরিয়া আসিয়া দেখি, রমণী আমার ট্রাঙ্কটির উপর হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মুহূর্ত্তের জন্য যেন বোধ হইল,তিনি আমার ট্রাঙ্কটি খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার মুখের অবিচলিত ভাব দেখিয়া আমার সে সন্দেহ এক নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

"তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার বাক্সটি পড়িয়া গিয়াছিল; দেখুন, কিছু ভাঙিয়াছে কি না।'

"এখন ভাবিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়, আমি এমনই গাধা, তাহার সম্মুখে বাক্সটি খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত সকল জিনিষই ওলট-পালট করিয়া দেখিলাম। সে বক্রদৃষ্টিপাতে বাক্সে কি আছে, তাহা দেখিয়া লইল। যদ্যপি তাহার বুদ্ধির কাছে আমি প্রতিপদক্ষেপে বোকা বনিয়া যাইতেছিলাম, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, সে যাহা সন্ধান করিতেছিল, তাহা আমার গলদেশে লম্বিত কুরিয়ার ব্যাগের মধ্যে ছিল, আমি যখনই াড়ী হইতে নামিয়া যাইতেছিলাম, তাহাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল।

"ট্রাঙ্ক দেখার পর হইতেই তাহার পরিবর্ত্তন হইল। আর তত কথা নাই—যেন কি একটা কিছু ঘটিয়াছে, আর বেশী কথা কহিতেছে না দেখিয়া আমিও তাহাকে বিরক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলাম না। এখন বুঝিতেছি, ট্রাঙ্কে হীরার কণ্ঠহারের চিহ্ন নাই দেখিয়া সে নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছে যে, ব্যাগের মধ্যেই তাহা আছে। কিন্তু ব্যাগ আমার কণ্ঠে লম্বিত, সেই ব্যাগের মধ্যে হীরার কণ্ঠহার, কিরূপে তাহা

সে হস্তগত করিবে, তাহাই ভাবিয়া সে মনে মনে মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; মুখভাবেও তাহা অনেকটা প্রকাশ পাইতেছে। সহসা এতখানি ব্যাকুল হইয়া উঠিবার আরও একটা কারণ—আর সময় নাই, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী বোম্বাই পৌঁছিবে। ইহারই মধ্যে তাহাকে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।

"এই সময়ে আমার মূর্খতা বা অসাবধানতার জন্যই হউক, একটু গ্রীষ্মবোধ হওয়ায় গায়ের কোটটা খুলিবার ইচ্ছা করিলাম। কোট খুলিতে গেলে ব্যাগটি গলা হইতে আগে খুলিয়া রাখিতে হয়। আমি ব্যাগটি গলা হইতে খুলিয়া ডান হাতের কাছে রাখিয়াছি, আর সবেমাত্র কোটটি খুলিবার উপক্রম করিতেছি, এই সময়ে গাড়ী আসিয়া প্যারেল ষ্টেশনে থামিল। অমনই রমণী জানালার দিকে মুখ বাড়াইয়া ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'খণ্ডে রাও—খণ্ডে রাও—আমার চাকর, আমায় দেখিতে পায় নাই, যান—যান—অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনুন।'

তাহার ব্যাকুলস্বরে ও ব্যস্তভাবে আমি কি করিতেছি, বুঝিতে পারিলাম না। লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলাম, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'তুমি কি খণ্ডে রাও? তুমি কি খণ্ডে রাও?'

"সকলেই আমাকে পাগল ভাবিয়াছিল, গাড়ী ছাড়ে দেখিয়া আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া আবার গাড়ীতে উঠিলাম। হাস্যাস্পদের একশেষ আর কি!

"গাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, রমণী যেখানে বসিয়াছিল, ঠিক সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছে। তবে সে ব্যাকুল ভাব আর নাই, এবার তাহার মুখভাব প্রসন্ন—চোখে আনন্দদীপ্তি। সে বলিল,

'আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম,বোম্বেয় গেলে তাহাকে পাইব। আনাড়ী চাকর সঙ্গে লইলে এইরূপই ঘটে ?”

“তাহার পর সে উৎসাহিতভাবে আমার সহিত এতই কথা কহিতে লাগিল যে, আমার ব্যাগটি খুলিয়া দেখিবারও অবসর হইল না—মনেও হইল না ; তবে গাড়ীতে উঠিয়াই আমি ব্যাগটিকে আবার গলায় টাঙাইয়া দিয়াছিলাম।

“এইরূপ বাক্যবর্ষণের মধ্যেও তাহার মনে যেন কি একটা তুমুল বিপ্লব চলিতেছিল, কথার উপর কথা ফেলিয়া সে আমাকে তখন একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তাহাও আমি কতকটা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলে হইবে কি, তবুও তাহার প্রতি আমার সন্দেহ হইল না—ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম না, ব্যাগের মধ্যে কণ্ঠহার আছে কি না। এখন আমি বুঝিতেছি, তখন তাহার মনে কি তুমুল বিপ্লব চলিতেছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বোম্বেয় পৌঁছিব, যদি এই আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ব্যাগ খুলিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহার রক্ষা নাই, গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, তাহা হইলে হয়, তাহার যাবজ্জীবন জেল, না হয়, বিশ লক্ষ টাকার কণ্ঠহার লাভ, সমস্তই আমার একবার মাত্র ব্যাগ দেখার উপর নির্ভর করিতেছে। এ অবস্থায় এই স্ত্রীলোকের মনে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

“আমি ব্যাগ খুলিয়া দেখিতে গেলে সে যে আমার বুকে ছোরা বসাইবে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যাগ খুলিবার জন্য ব্যাগে হাত দিলেই সেদিন সেই গাড়ীতেই নিশ্চয় আমার মৃতদেহ পাওয়া যাইত ?

“গাড়ী আসিয়া ক্রমে বোম্বের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল ; সেখানে লোকে লোকারণ্য। আমি তাহার জন্য একখানি গাড়ী ঠিক

করিয়া দিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, 'আপনাকে কষ্ট দিব না। আমার চাকরকে খুঁজিয়া লইতেছি।'

"এই বলিয়া সে সত্বরপদে ভীড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল, আমি একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া একটা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। এক-দিন বোম্বেয় বিশ্রাম করিয়া পরে হায়দ্রাবাদ রওনা হইব, এইজন্মই বোম্বেয় আসিয়াছিলাম।

"আমি প্রথমে হোটেলে আসিয়া ব্যাগ হইতে কণ্ঠহার বাহির করিয়া পকেটে রাখিব, মনে করিলাম। হোটেলেও সর্ব্বদা একটা ব্যাগ গলায় ঝুলাইয়া বেড়ান অসম্ভব।

"ব্যাগ খুলিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাগে সে সিগারকেস নাই!

"আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিল, আমি পাগলের ন্যায় ব্যাগ হইতে সমস্ত দ্রব্যই গৃহতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, কণ্ঠহার কোথায়?

"আমি জানিতাম, ট্রাঙ্কের মধ্যে আমি সেই কণ্ঠহার কখনই রাখি নাই, সে কণ্ঠহার সহ সিগার-কেস আমার গলায় ব্যাগে ঝুলিতেছিল; সুতরাং কেহ নিশ্চয়ই তাহা আমার ব্যাগ হইতে তুলিয়া লইয়াছে; একবার ক্ষণেকের জন্য গলা হইতে ব্যাগটা নামাইয়াছিলাম। এখন রমণীর সকল কথা, সকল কার্য্যকলাপ জ্বলন্ত-অক্ষরে আমার চক্ষের উপরে জ্বলিয়া উঠিল। এখন বুঝিলাম, আমাকে বোকা বনাইয়া সেই ধূর্ত্তা স্ত্রীলোক কণ্ঠহার চুরি করিয়াছে! আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে! তাহারই এ কাজ, নতুবা আর কেহ কণ্ঠহার লইতে পারে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কেবল সেই রমণী আমার গাড়ীতে উঠিয়াছিল, পথে তাহার সহিতই আসিয়াছি—সে ব্যতীত আর কে লইবে? বিশ লক্ষ টাকা দামের কণ্ঠহার! আমার মনিব যে বিশ্বাস করিয়া আমার হাতে

দিয়াছিলেন—সেই বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান ? তাঁহারা ভাবিবেন, আমিই চুরি করিয়াছি, খুব বিশ্বাস—জেলে যাইব, কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিবে না।

"আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এখনও সময় আছে, এখনও সন্ধান করিলে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে, আমি একখানা গাড়ীতে উঠিয়া পুলিস-কমিশনারের কাছে ছুটিলাম।

"সেখানে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথা পরম নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে লিখিয়া লইতে লাগিল। এমন নিরেট মূর্খ! আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিলে, আর যে তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে না সে জ্ঞান তাহার নাই। আমার পীড়াপীড়িতে সে আমাকে কমিশনার সাহেবের কাছে লইয়া গেল। দেখিলাম, তিনি কাজের লোক আমার কথা শুনিয়াই আগে তিনি টেলিফোনে মুখ লাগাইয়া থানায় থানায় চারিদিকে এই স্ত্রীলোকের সন্ধানের আজ্ঞা দিলেন। আমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র সেই বর্ণনা প্রচার করিয়া দিলেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, ষ্টিমার-ঘাটে—সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলেন। অবশেষে আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই মহাশয়, এত শীঘ্র স কিছুতেই পলাইতে পারিবে না—নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।'

"আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, আর আমি কি করিতে পারি ?

"আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণন করিব না, বিশেষতঃ তাহা কাস্ত অসম্ভব। আমি বহুক্ষণ পাগলের ন্যায় পথে পথে ঘুরিলাম, অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া হোটেলের দিকে ফিরিলাম। ফিরিয়া আসিলাম, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একটু ধূম-

পান করিয়া মন ও মস্তিষ্ক স্থির করিব ভাবিয়া এই সিগার-কেসটি পকেট হইতে বাহির করিলাম। ইহা সর্ব্বদাই আমার পকেটে থাকে, ভাল চুরুট পাইলেই কিনিয়া ইহাতে রাখি।

"ইহার মুখ খুলিয়া একটা চুরুট লইবার জন্য ভিতরে হাত দিলাম, কিন্তু চুরুট পাইলাম না—সে কি! ইহা সর্ব্বদাই চুরুটে পূর্ণ থাকে, চুরুট কোথায় গেল? আর ভিতরে হাত দিলাম, একটা চামড়ার চাকিতে হাত পড়িল, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, আমি তাহা টানিয়া বাহির করিলাম।

"এ কি! এই ত সেই হীরার কণ্ঠহার! সহসা আমার মাথায় কেহ লগুড়াঘাত করিলেও আমার এ অবস্থা হইত না। প্রথমে ইহাই যে সেই কণ্ঠহার, তাহা আমার একেবারেই বিশ্বাস হইল না। সে হার অন্য পুরাতন সিগার-কেসে ছিল—ইহা কি সে হার নয়? মায়াবিনী কি মায়াবলে আসল কণ্ঠহার চুরি করিয়া এই নকল কণ্ঠহার আমার পকেটে রাখিয়া গিয়াছে!

"আমি পুনঃপুনঃ হার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। না, এই সেই কণ্ঠহার—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই! আমিই ভুলক্রমে কণ্ঠহারসুদ্ধ সিগার-কেসটি পকেটে রাখিয়া ভুলক্রমে চুরুটসুদ্ধ সিগার-কেসটি ব্যাগে রাখিয়াছিলাম। এই ভুলই আমাকে ঘোর-সঙ্কটে রক্ষা করিয়াছে, সেই মায়াবিনী ঠকিয়াছে! যখন সে সিগার-কেস খুলিয়া হার না দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভাল ভাল চুরুট দেখিবে, তখন তাহার কি অবস্থা হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, আমাকে পাগল ভাবিয়া দুই-একজন পথিক বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

"এখন আমার ইচ্ছা নয় যে, আমার এই মহা বোকামী জগতে

প্রচারিত হয়। স্ত্রীলোকটি যদি ধরা পড়িয়া থাকে, তবে আমি লোকা-লয়ে খুবই হাস্যাস্পদ হইব, কারণ তখন এ কথা আর গোপন থাকিবে না, আমার মনিবও আমাকে সহসা ক্ষমা করিবেন না, কারণ কেবল দৈববলেই এই কণ্ঠহার রক্ষা পাইয়াছে, আমার সাবধানতা বা বুদ্ধি-বলে নহে। এখন স্ত্রীলোকটি ধরা না পড়িলেই সকল কথা চাপা পড়িয়া যায়। এবার আমি পুলিস-কমিশনার সাহেবকে চুরির অনু-সন্ধান হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে আবার তাঁহার আফিসের দিকে ছুটিলাম।

"তিনি আমার কথা শুনিয়া ভ্রুকুটি করিলেন। আমার সম্বন্ধে কি ভাবিলেন, তাহা তিনিই অবগত ছিলেন, তবে আমার উপরে যে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা যদি সত্য বলিয়া তিনি জানিতে না পারিতেন, তাহা হইলে আমি মহা বিপদে পড়িতাম।

"তাঁহার কাছে যাহা শুনিলাম, তাহা এই ;—স্ত্রীলোকের নাম মেহেরজান, বোম্বে-পুলিস তাহাকে বেশ চিনে, তবে আইনের কবলে তাহাকে ফেলিতে পারে নাই বলিয়া সেই ধূর্ত্তা সয়তানীকে ধরিতে পারে নাই। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, সে প্রকৃতই সেদিনে বোম্বেয় পৌঁছিয়াছিল, পুলিস তাহাকে ষ্টেশনে লক্ষ্য করিয়া-ছিল, তখন তাহার পার্শী-রমণীর বেশ ছিল। একজন বাঙ্গালীও সেই গাড়ীতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন ; তখন মেহেরজানের বিরুদ্ধে কিছু না থাকায় তাহারা তাহাকে ধরিতে পারে নাই। সে দ্রুতবেগে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া যায়—তাহার পর সে কোথায় গিয়াছে,তাহার আর কোন সন্ধান নাই। সে ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত, তাহাকে আর সহজে ধরা সম্ভব নহে।

"আমি বলিলাম, 'যখন কণ্ঠহার পাইয়াছি—তখন আর আমি এ সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ করিতে ইচ্ছা করি না।'

"তিনি বলিলেন, 'কাজেই,—এখন তাহার বিরুদ্ধে কিছুই নাই—অনর্থক আমাদের কষ্টভোগ হইল।'

"আমি তাঁহার কাছে নিতান্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। পরে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই, আমি কণ্ঠহার যথাস্থানে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।"

দাদা মহাশয় ওষ্ঠাধর ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মহা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি খুন সম্বন্ধে নূতন একটা কিছু বলিবে। ইহা তোমার হাস্যজনক বোকামীর ঘটনা জানিলে আমি এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতাম না—এখন আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া তিনি গমনে উদ্যত হইলে চতুর্থ যুবক বলিলেন, "মহাশয়কে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইতেছে।"

ইনি এতক্ষণ একটা কথাও কহেন নাই। তাহার কথা শুনিয়া দাদা মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে কেন? তোমরা কি মনে কর, সংসারে আমার আর কোন কাজ নাই?"

চতুর্থ যুবক বলিল, "তাহা বলিতেছি না, তবে কুমার আনন্দপ্রসাদের নামে গুরুতর দোষারোপ হইয়াছে, তিনি এখন খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, তাঁহার এ অপবাদ দূর করা আমার কর্ত্তব্য।"

দাদা মহাশয় অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনার!"

চতুর্থ যুবক বলিল, "হাঁ—আমারই। আমি এতক্ষণ নীরব ছিলাম। তাহার কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইনি হয় ত এ সম্বন্ধে নূতন কিছু

বলিবেন, এখন দেখিতেছি, তাহা কিছু নয়, উঁহার গল্পের সহিত এ খুনের কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য দেবেন্দ্র বাবু যে পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তাহার পর এ খুনসম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই আমি বলিব, ইহাতে বুঝিবেন, কুমার আনন্দপ্রসাদের দ্বারা এ খুন হয় নাই।"

দাদা মহাশয় আবার বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, "আপনি জানিলেন কিরূপে?"

চতুর্থ যুবক বলিল, "তাহাও বলিতেছি। আমি কুমার আনন্দ-প্রসাদের উকীল—কেবল উকীল নহে, তাঁহার বিশেষ বন্ধু। এমন কি তাঁহাদের পারিবারিক কোন কথাই আমার অবিদিত নাই। আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা নীরস কথা নহে। এরূপ রহস্যপূর্ণ খুনের কাহিনী আপনার পাঁচকড়ি বাবুরও কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মধ্যে পাইবেন কি না সন্দেহ।"

"তবে দেখিতেছি, শুনিতে হইল—ব্যাপারটা কি।"

এই বলিয়া দাদা মহাশয় ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "কোচ্‌ম্যানকে বল, সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া পাইবে।" ফিরিয়া বলিলেন, "বল।"

তৃতীয় অংশ

শেষ

এইবার চতুর্থ যুবক বলিতে লাগিল, "আজ বেলা বারটার সময় আমি কুমার আনন্দপ্রসাদের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না! সন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনি রাত্রি হইতে বাড়ীতে আইসেন নাই। তাঁহার দাদা রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ দেশে ফিরিয়া অন্যত্রে উঠিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ নাই।

"আমি এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কোথায় তাঁহার সন্ধানে যাইব ভাবিতেছি, এই সময়ে একজন পুলিস-ইন্স্পেক্টর তথায় আসিলেন। তাঁহার কাছেই এই খুনের বৃত্তান্ত শুনিলাম; আরও শুনিলাম, তিনি এই খুনের জন্য কুমার আনন্দপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। এ সংবাদে আমার মনের কি অবস্থা হইল, তাহা বলা বাহুল্য। মেহেরজান কোথায় থাকে, তাহা আমরা কেহই জানি না, পুলিস এখনও সে বাড়ীর সন্ধান পায় নাই, নতুবা আমরা প্রথমে রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদের দেহ আনিয়া সৎকার করিতাম।

"আমি আনন্দপ্রসাদের বিশেষ বন্ধু, আমি তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, তিনি যে এরূপ ভয়ানক কাজ করিয়াছেন, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। করিতে পারিলাম না বটে, তবে ইন্‌-

স্পেক্টর তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ দিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া অতি কঠিন।

"বহুক্ষণ ইন্‌স্পেক্টর অপেক্ষা করিলেন, তথাপি আনন্দপ্রসাদ ফিরিলেন না; তখন তিনি হতাশভাবে প্রস্থান করিলেন। আমাকে উকীল বলিয়া জানিতেন, আমার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন যে, এ সম্বন্ধে নূতন কিছু ঘটিলে তিনি আমাকে সংবাদ দিবেন।

"আমি কি করিব, স্থির করিতে না পারিয়া বহুক্ষণ আনন্দপ্রসাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করিলাম, অবশেষে হতাশচিত্তে বাড়ীর দিকে যাইতেছিলাম, এই সময়ে একজন পাহারাওয়ালা তথায় ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল। আমি ব্যগ্রভাবে পত্রখানি খুলিলাম। ইন্‌স্পেক্টর লিখিয়াছেন ;—

"মহাশয়, সেই হিন্দুস্থানী দ্বারবান্‌টা ধরা পড়িয়াছে, শীঘ্র আসুন।"

আমি তৎক্ষণাৎ থানার দিকে ছুটিলাম।

"থানায় আসিলেই ইন্‌স্পেক্টর আমাকে বলিলেন, 'বেহারাটা ধরা পড়িয়াছে, সে যে মেহেরজানের চাকর, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি, কিন্তু রাত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সে কিছুই বলিতে চাহে না, তাহার সম্বন্ধে বা মেহেরজান সম্বন্ধে বা খুন সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চাহে না—কেবলই ভয়ের ভাণ করিতেছে। অনেক চেষ্টায়ও তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারি নাই।'

"আমিও কতকটা চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে হিন্দুস্থানীটা কোন কথা কহিল না। আমি হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, এই সময়ে আনন্দপ্রসাদের বাড়ীর একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কুমার বাহাদুরকে পাওয়া গিয়াছে, তিনি হাঁসপাতালে আছেন—এইমাত্র হাঁসপাতালের লোক আসিয়া সংবাদ দিয়াছে।'

"আমি ও ইন্‌স্পেক্টর উভয়ে সত্বরে হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম, গত রাত্রে আনন্দপ্রসাদকে অজ্ঞান অবস্থায় হাঁসপাতালে আনা হয়, তিনি অন্ধকারে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের গাড়ীর নীচে পড়িয়াছিলেন, তিনিই সেই গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে হাঁসপাতালে আনিয়াছিলেন। তাঁহাকে হাঁসপাতালে কেহ চিনিত না, তাঁহার জ্ঞান হওয়ায় তখন তাঁহার নিকটে তাঁহার নাম ঠিকানা পাইয়া হাঁসপাতাল হইতে তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল।

"ইন্‌স্পেক্টর আনন্দপ্রসাদকে বলিলেন, 'আপনাকে বলা উচিত যে, আপনার ভ্রাতাকে খুন করিবার জন্য আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইলাম।'

"আনন্দপ্রসাদ গ্রেপ্তার হইলেন বলিয়া যে, ভয়ে বিচলিত হইলেন, তাহা বোধ হইল না, বরং তাঁহার ভ্রাতা খুন হইয়াছেন শুনিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, ইন্‌-স্পেক্টর বলিলেন, 'আপনি কিছু এখন না বলিলেই ভাল হয়, কেননা আপনি এখন যাহা কিছু বলিবেন, তাহা আপনারই বিরুদ্ধে যাইবে।'

"আমি আনন্দপ্রসাদকে বলিলাম, 'আমি তোমার উকীল, আমি বলিতেছি, তুমি সকল কথা খুলিয়া বল।'

"তখন আনন্দপ্রসাদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আমি আমার দাদাকে খুন করিয়াছি—লোকে এ কথা বিশ্বাস করে—মুখে আনিতে সাহস করে! আমি তাঁহাকে কত শ্রদ্ধাভক্তি করি, তাহা কে না জানে? যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সব বলিতেছি—নিজেকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য নহে; আমাকে দোষী বলিতে সাহস করে কে? যাহা হউক, ব্যাপারটা কি শুনুন, কাল সন্ধ্যার সময়ে আমি সংবাদ পাইলাম যে, দাদা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি বাবার ত্যাজ্যপুত্র বলিয়া বাড়ী আইসেন নাই, এক

অপর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম; শুনিলাম, তিনি রাত্রি আটটার সময়ে বাহির হইয়া গিয়াছেন; কোথায় গিয়াছেন, কেহ তাহা জানে না। আমি জানিতাম, মেহেরজান কলিকাতায় আছে, আমি পূর্ব্বে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই সত্য, তবে তাহার বাড়ী চিনিতাম। আমি তখনই মেহেরের বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমি মেহেরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া কড়া নাড়িলে একটা হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ দরজা খুলিয়া দিল। আমি এক টুক্‌রা কাগজে আমার নাম লিখিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম। পর মুহূর্ত্তেই আমার দাদা ছুটিয়া আসিয়া খুব স্নেহপ্রকাশ করিয়া আমার হাত ধরিলেন; তাঁহার পশ্চাতে মেহের জানকে দেখিলাম। মেহেরজান আমাকে চিনিত, আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'দুই ভায়ে অনেক দিন পরে দেখা, নিশ্চয়ই অনেক কথা আছে, দুইজনে এই ঘরে বসো, আমি অন্য ঘরে যাইতেছি।' বলিয়া সে ভিতরে অন্য গৃহে চলিয়া গেল। দাদা আমার হাত ধরিয়া এক সুসজ্জিত কক্ষে আনিয়া বসাইলেন। আমি বসিয়াই বলিলাম, 'বাবা রাগ করিয়া যাহা করিয়া গিয়াছেন, তুমি মনে কর কি আমি তাহার পোষকতা করিব? তোমার সম্পত্তি তোমার, আমি তোমার ছোট ভাই মাত্র। আমি বুঝিয়াছি, তুমি রাগ করিয়া বাড়ী যাও নাই।' দাদা বলিলেন, 'রাগ নয়, অনেক দিন দেশে ছিলাম না, খবর লইয়া যাইব, মনে করিয়াছিলাম।' আমি বলিলাম, 'এ তোমার অন্যায়, এখনই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—আমি ছাড়িব না।' দাদা বলিলেন, 'এখনই যাইতেছি, কেবল ইহার কাছে শেষ বিদায় লইব।' আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'যথার্থই কি তুমি ইহাকে ত্যাগ করিবে? ইহা কি সত্য?' দাদা বলিলেন, 'নিশ্চয়ই, মেহের এক নব্যাবকে বিবাহ

করিয়াছে। নানাস্থানে ইহার সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছি, ইহার ন্যায় ভয়ানক স্ত্রীলোক আর হয় না।' আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; অথচ কলিকাতা পৌঁছিয়াই ইহার নিকট আগে ছুটিয়া আসিয়াছ ?' দাদা বলিলেন, 'তাহার কারণ আছে, আমি এখানে পৌঁছিয়াই ইহার এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লিখিয়াছে, সে মরণাপন্ন পীড়িত, বন্ধু-বান্ধব-বিহীন, বড় কষ্টে পড়িয়াছে। পত্র পাইবামাত্র না আসিলে এ জীবনে আর দেখা হইবে না। এই পত্র পাইয়া, কেবল দয়াপরবশ হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার উপরে আর আমার বিন্দু-মাত্র অনুরাগ নাই। এখানে আসিয়া দেখি, সে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। দেখিতেছ ত সে রাজার হালে রহিয়াছে—এমন মায়াবিনী আর দুনিয়ায় নাই। আমি তাহাকে এরূপভাবে মিথ্যা পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া বলিল,তাহা না হইলে আমি এখানে আসিতাম না। যাহাই হউক, তুমি এখন যাও—আমি দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছিব। তোমার সম্মুখে ইহার সঙ্গে কথা কহা ভাল দেখায় না।' অগত্যা আমি বিদায় লইলাম। জীবনে কখনও দাদার সঙ্গে আমার সামান্য একটি কথান্তরও হয় নাই—আর আমি কি না তাঁহাকে খুন করিব ?'

"এই বলিয়া আনন্দপ্রসাদ ইন্‌স্পেক্টরের দিকে ফিরিলেন। আনন্দ-প্রসাদ যাহা বলিতেছিলেন, এতক্ষণ তিনি সমস্তই নোট-বুকে লিখিয়া লইতেছিলেন। বলা শেষ হইলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দপ্রসাদ বলিলেন, 'কেমন মহাশয়, আপনার এ কথা বিশ্বাস হয় ?'

"ইন্‌স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ আর নাই। তাঁহার কল্পনাশক্তি অসীম। যদি ইনি কখনও কোন জটিল মামলায় পড়িতেন, তিনি মনে মনে কল্পনায় নিজে সেই খুনী হই-

তেন, খুনী এ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে পারে, তিনিও কল্পনায় তাহা করিতেন, এই সকল কল্পনা এমনই ভাবে করিতেন যে, হত্যাকারী তাঁহার হস্তে কখনও নিষ্কৃতি পাইত না। অনেকে ভাবিত,তিনি ডিটেক্‌টিভ না হইলে সুকবি হইতেন। ইন্‌স্পেক্টরের নাম, যোগেন্দ্রনাথ।

"যোগেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ ত্যাজ্যপুত্র হওয়া অবধি আপনি হেণ্ডনোটে অনেক টাকা ধার করিতেছেন। গুণেন্দ্রপ্রসাদ ফিরিয়া আসায় আপনি ভাবিলেন, তিনি মোকদ্দমা করিবেন, সেই মোকদ্দমায় তাঁহার জিৎ হইবে, তখন আপনার ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় থাকিবে না। এইরূপ সময়ে আপনি মেহেরজানের বাড়ীতে রাত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে হত্যা করিলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়, আপনিই রাজা হয়েন।'

"আনন্দপ্রসাদ বলিলেন,'ও! আপনি এই রকমে মোকদ্দমা গড়িয়াছেন? আমার রাজা হইবার জন্য মেহেরজানেরও কি মৃত্যুটা আবশ্যক?'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে-ই আপনার হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী, নিশ্চয়ই আপনি তাহার মুখ জন্মের মত বন্ধ না করিলে সে কখনই এ কথা গোপন রাখিত না।'

"আনন্দপ্রসাদ বলিলেন, 'বটে! তাহা হইলে বেহারাটাকেও খুন করিলাম না কেন?'

"'সে ভাং খাইয়া অজ্ঞান ছিল, সে কিছুই দেখে নাই।'

"'আপনি ইহা বিশ্বাস করেন?'

"'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে বড় কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সে ভার

"কুমার আনন্দপ্রসাদ লম্ফ দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!'

"আমরা তাঁহাকে ধরিয়া স্থির রাখিতে পারিলাম না, তিনি সক্রোধে বলিলেন, 'ইহারা আমার ফাঁসীর বন্দোবস্ত করিতেছে, আর তোমরা আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ! আমি ইহার সঙ্গে এখনই সেই বাড়ীতে যাইব, তিনি আমার দাদা, আমার কর্ত্তব্য ইহা দেখা, তিনি খুন হইয়াছেন, আর আমি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিব? না—কখনই না, আমি বলিতে পারি, কে তাঁহাকে খুন করিয়াছে—এ সেই রাক্ষসী মেহেরের কাজ। কাল রাত্রে মেহের যখন দাদার কাছে শুনিয়াছিল যে, দাদা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তখন সে রাগে নিশ্চয়ই তাঁহার বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছিল, সে ছোরা নিশ্চয়ই তাহার কাছে আছে—ইহাতে আপনি কি বলেন?'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সম্ভবতঃ ছোরা সেখানে আপনিই রাখিয়াছেন।'

"কুমার সবেগে উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন।

"তাঁহাকে তদবস্থায় ডাক্তারদিগের হস্তে রাখিয়া আমরা মেহেরজানের বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাঁহার নিকটেই সে ঠিকানা পাইয়াছিলাম। সুতরাং সে বাড়ী এখন খুঁজিয়া লইতে আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইল না।

"পথে যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র বাবু আমাকে বলিলেন, 'কুমারকে ইচ্ছা করিয়া রাগাইয়া দেওয়ায় বোধ হয়, আপনি আমার উপরে রাগ করিয়াছেন; কিন্তু এ সকল ব্যাপারে এরূপ ব্যবহারই আমাদের কর্ত্তব্য। রাগাইয়া কোন কথা বাহির করিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়। ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, যথার্থই যদি মেহেরজান খুন করিয়া থাকে, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইব না।'

"আমরা মেহেরজানের গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, বাড়ীর দরজা তখনও খোলা রহিয়াছে, আমরা গৃহপ্রবেশ করিয়া যে কক্ষে রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদের মৃতদেহ ছিল, তথায় গিয়া দেখিলাম, তাঁহার মৃতদেহ সেইরূপই রহিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে মেহেরজানের মৃতদেহও দেখিতে পাইলাম। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও আমরা সেখানে কোন অস্ত্র খুঁজিয়া পাইলাম না।

"আমি বলিলাম, 'কুমার যেরূপ বলিলেন, তাহাতে ছোরাখানা যদি ইহার হাতে দেখিতে পাইতাম, তবে সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম।'

"যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'ছোরাখানা যে দেখিতে পাইলাম না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণ যে, গুণেন্দ্রপ্রসাদ খুন হইবার পূর্ব্বেই আনন্দপ্রসাদ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আনন্দপ্রসাদ পঞ্চমবর্ষীয় নহেন, অবশ্যই তিনি জানিতেন, মেহেরের হাতে ছোরাখানা রাখিয়া দিলে সকলেই বুঝিবে, এই স্ত্রীলোক রাজাকে খুন করিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার পর আরও দেখুন, আনন্দপ্রসাদ নিজেই জোর করিয়া বলিলেন যে, আমরা ছোরাখানা এখানে দেখিতে পাইব, কিন্তু তিনি যদি নিজে ছোরাখানা লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে এ কথা কখনই মুখে আনিতেন না। এদিকে কেহ আত্মহত্যা করিয়া তাহার পর ছোরাখানা লুকাইয়া রখিয়া আবার আসিয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে না; সুতরাং বুঝিতে হয়, আনন্দপ্রসাদ খুন না করিলেও অপরের দ্বারা এই দুইটি খুন হইয়াছে। কাজেই এ বাড়ীর বাহিরে আমাদের খুনীর সন্ধান করিতে হইবে।'

"এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, আমি মুহূর্ত্তের জন্ত তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলাম না। পাছে তিনি

কুমারের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করেন, এইজন্য তিনি যাহা কিছু দেখিতেছেন, আমিও তাহাই দেখিব বলিয়া কৃতসংকল্প হইলাম।

"যোগেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধান শেষ হইলে তিনি একস্থানে বসিয়া, প্রথমে দেবেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, নোটবুক খুলিয়া তাহা পাঠ করিলেন, তৎপরে কুমার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পাঠ করিলেন, তৎপরে বর্ণনা মিলাইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর বর্ণনায় কুমার আনন্দপ্রসাদকেই খুনী বলিয়া বোধ হয়, আর কুমারের হিসাবে মেহের-জানই খুনী, যোগেন্দ্রনাথ কাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

"কিয়ৎক্ষণ পরে যোগেন্দ্র বাবু নিজেই এ সম্বন্ধে কথা কহিলেন; বলিলেন, 'আমরা দুইটি মতের আলোচনা করিতেছি, প্রথম—কুমার আনন্দপ্রসাদ দুই খুন করিয়াছেন। দ্বিতীয়—মেহেরজান রাজাকে খুন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। যতক্ষণ হিন্দুস্থানী বেহারা কিছু না বলিতেছে, ততক্ষণ আমি এই দুই কথাই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।'

"আমি বলিলাম, 'সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল, কিছুই দেখিতে পায় নাই।'

"যোগেন্দ্র বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমার কাছে সব কথাই বলিতে পারেন। তাহাই বলিলেন, 'সে যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সে যে মূর্খ, তাহা নিশ্চয় বলা যায়। এখন দেখিতে হইবে, এ বাড়ীতে সে কি করিত—বেহারার কাজ করিত—না তাহার মনিব নবাবের হইয়া এই স্ত্রীলোককে পাহারা দিত। এ বাড়ীর একজন কর্ত্তা আছে, সেই কর্ত্তাই স্ত্রীলোককে টাকা দিত—সে সেই নবাব; সেই নবাবই কি[illegible]হার হইয়া এই হিন্দুস্থানীকে মেহেরের পাহারায় নিযুক্ত

করে নাই ? অযোধ্যায় এই নবাবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, ঘরের সাজসজ্জা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সে যে-ই হউক, সে নিতান্ত ছোট-খাট নবাব নহে। এ বেহারা তাহারই লোক ; তাহারই হইয়া এই বাড়ীর পাহারায় ছিল। কাল রাত্রে কুমার চলিয়া গেলে এ বাড়ীতে কেবল মেহেরজান আর গুণেন্দ্রপ্রসাদ ছিল—আর ছিল এই হিন্দুস্থানীটা। সে উভয়কে প্রেমালাপে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার মনিবের কথামত সে যে উভয়কে খুন করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? ইহাও কি সম্ভব নহে ?'

কুমার আনন্দপ্রসাদের উপরে দোষারোপ না হইয়া অপর কাহারও উপরে হউক,আমি ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা করিতেছিলাম। তথাপি আমি বলিলাম, 'এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ কি আছে ?'

"যোগেন্দ্র বাবু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তাহা জানি, তবে সে-ই যে খুনী, তাহার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ আছে, এ কথা বলিলে হিন্দুস্থানীটা এখন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা বলিতে পারে ; খুব সম্ভব, আর বজ্জাতি করিয়া মুখ বন্ধ রাখিবে না। এখন আসুন, থানায় গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করি।'

"আমরা বহির্দ্বারের নিকটে আসিলে দেখিলাম, একজন ডাক-হরকরা বাড়ীর দিকে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই যোগেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কি অসাবধান, আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—এ বাড়ীর দরজায় একটা চিঠীর বাক্স রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এই বাক্সে যে সকল চিঠী-পত্র আছে, তাহা যে এতক্ষণ হস্তগত করা আমার উচিত ছিল। কি আশ্চর্য্য !'

"তিনি বাক্সটা টানিয়া দেখিলেন, চাবি বন্ধ। এই সময়ে ডাক-হরকরা দ্বারে আসিল। যোগেন্দ্র বাবু তাহার হাত হইতে একখানি

পত্র লইলেন। দেখিলেন, কলিকাতার কোন দোকানদারের তাগীদ। তিনি বলিলেন, 'তাই ত, ইহা আমাদের কোন কাজ হইবে না।' তখন তিনি ডাক-হরকরার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি কে দেখিতেছ ?'

"ডাক-হরকরা ঘাড় নাড়িল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এই বাড়ীর লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, এখানকার সমুদয় জিনিষ আমার জিম্মায় আছে। আজ এখানে আর কোন পত্র দিয়াছ ?'

"ডাক-হরকরা বলিল, 'হাঁ, সকালের ডাকে তুইখানা পত্র দিয়াছি।'

"'কাহার হাতে দিয়াছিলে ?'

"'এ বাড়ীতে কাহারও হাতে দিতে হয় না—বাক্স আছে, বাক্সেই ফেলিয়া দিই।'

"'লক্ষ্ণৌর ডাক-মার্কা কোন চিঠী লক্ষ্য করিয়াছ ?'

"'অনেক—প্রায়ই আসে।'

"একই লোকের হাতের লেখা ?'

"'বোধ হয়, তাহাই।'

"'বেশ, ইহাতেই হইবে।'

"এই বলিয়া যোগেন্দ্র বাবু ডাক-হরকরাকে বিদায় দিয়া নিজের পকেট হইতে একখানা ছোট ছুরি বাহির করিয়া চিঠীর বাক্স খুলিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'অন্ততঃ এই বাড়ীর মালিক প্রকৃত কে, তাহা এখন জানিতে পারিব। রাত্রি হইতে এ বাড়ীতে কেহ নাই, সুতরাং সকালের চিঠী বাক্সেই আছে। চিঠী হইতে যে কত বদমাইস ধরা পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না।'

"যোগেন্দ্র, বাবু কথা কহিতে কহিতে ছুরি দিয়া চাবি খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কিছুতেই চাবি খুলিতে পারিতেছিলেন না ; অতি কষ্টে অবশেষে চাবি খুলিয়া গেল।

আমরা দুইজনে ব্যস্ত হইয়া বাক্সের মধ্যে হাত দিলাম, তখন আমরা উভয়ে এত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম যে, কাহারও মুখে কথা সরিল না, উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কি মুস্কিল! বাক্সে যে কিছু নাই।

"কতকক্ষণ আমরা দুইজনে দুইজনের মুখের দিকে মূকের ন্যায় চাহিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না, যোগেন্দ্র বাবু প্রথমে আত্মসংযম করিলেন,তিনি আমায় টানিয়া লইয়া সেই শূন্য বাক্সটা দেখাইয়া দিলেন। দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহাতে কি ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারেন কি? ইহাতে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের আগে এখানে অন্য লোক আসিয়াছিল। কেহ ইহারই মধ্যে এখানে আসিয়া চিঠী লইয়া গিয়াছে।'

"আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়ই সেই হিন্দুস্থানী বেহারা।'

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সে ভোর হইতে নজরবন্দী আছে, সে কখনই চিঠী লইতে পারে না। কুমার আনন্দপ্রসাদ হাঁসপাতালে পড়িয়া আছেন, সুতরাং তিনিও চিঠী লয়েন নাই, কাজেই অন্য কোন লোক, যাহাকে আমরা জানি না, চিনি না—সেই খুনী, সে হয় ত চিঠীর জন্য আসিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, চিঠী পুলিসের হাতে পড়িলে সে ধরা পড়িবে, তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। হয় ত সে চিঠীর জন্যও আসে নাই—ছোরাখানা বা তাহার অন্য কোন দ্রব্য এই বাড়ীতে ছিল, তাহা আমাদের হাতে পড়িলে তাহার বিষম বিপদের সম্ভাবনা, তাহাই সে তাহা লইতে আসিয়াছিল; পরে ফিরিবার সময়ে চিঠীগুলি বাক্সের মধ্যে দেখিয়া চিঠীখানিও লইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, নিশ্চয়ই তাহা তাহার ঘোরতর বিরুদ্ধে যাইত। নতুবা সে কখনই খুন করিয়া পরদিন পুনরায় সেই বাড়ীতে আসা—এরূপ অসম সাহসিক কার্য্য করিতে সাহস করিত না।'

"আমি মৃদুস্বরে তাঁহার কানে কানে বলিলাম, 'কে জানে, এখনও সে এখানে লুকাইয়া আছে কি না।'

"না—তাহা নহে। আমি অনেক বিষয়ে ভুল করিতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে ভুল করি নাই। আমি বাড়ীটা বিশেষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি; যাহাই হউক, আমরা আবার একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, আমরা এতক্ষণ পরে মূল সূত্র ধরিয়াছি, এই সূত্র ধরিয়া কাজ করিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রকৃত খুনীকে ধরিতে পারিব।"

"এই বলিয়া যোগেন্দ্র বাবু আবার প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। দরজার পাশে—খাটের নীচে—সিঁড়ীর কোণ —তিনি কিছুই বাদ দিলেন না। এমন কি বিছানা সকলও উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সাধ্যানুসারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

"যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'লোকটা যে-ই হউক, তাহার কাছে বাক্সের চাবি ছিল, নতুবা চিঠীর বাক্স খুলিয়া চিঠী বাহির করিয়া আবার বাক্স বন্ধ করিয়া পলাইতে পারিত না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, হয় সে এ বাড়ীতে থাকিত, না হয় সর্ব্বদাই এ বাড়ীতে আসিত। হিন্দুস্থানীটা বলে সে ভিন্ন আর কোন দাস-দাসী এ বাড়ীতে ছিল না। স্ত্রীলোকের বাড়ীতে একজন দাসী বা পাচিকা ছিল না, ইহা একরূপ অসম্ভব। মেহেরজান মুসলমানী, সে একজন নবাবকে বিবাহ করিয়াছিল, সে যে বেগমের মত থাকিত, তাহা তাহার এই বাড়ীর সাজ-সজ্জা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; আর সে যে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাইত, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; অথচ এই হিন্দুস্থানী লোকটা যে রন্ধন করিয়া দিলে সে খাইত, তাহাও বিশ্বাস করা অসম্ভব।'

"আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, একজন দাসী বা পাচিকা তাহার বাড়ীতে ছিল।'

"'দেবেন্দ্র বাবু অন্ধকারে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এই হিন্দুস্থানী বেহারা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পান নাই, সুতরাং নিশ্চিন্ত করিয়া এখন কিছু বলা যায় না।'

"'আপনার কি মনে হয়?'

"'আমার মনে হয়, সে রাত্রেই পলাইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহাই তাহাকে দেখিতে পান নাই।'

"'আপনি কি মনে করেন, সে-ই খুন করিয়াছে?'

"'কি করিয়া বলিব? তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ এখন রহিয়াছে, বিশেষতঃ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ এখনও আমরা পাই নাই।'

"'সে-ই কি পত্র লইয়া গিয়াছে?'

"'তাহাই এখন জিজ্ঞাস্য, সে যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে সে চিঠী লইবার জন্য সম্ভবতঃ এতদূর ব্যস্ত হইত না। আর যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে হয় ত চিঠীর জন্য ব্যস্ত হইত। সে স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, হয় ত অন্য কিছু লইতে আসিয়াছিল, কোন চিঠী বাক্সে আছে কি না দেখিতে গিয়া কয়েকখানা চিঠী আছে, দেখিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।'

"'তাহা হইলে কিছুই নিশ্চিত হইতেছে না?'

"'নিশ্চিত একেবারে কিরূপে হয়? এরূপ ব্যাপারে অনুমানই পরে নিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়, এখন আমাদের অনুসন্ধানের ভিত্তিই অনুমান।'

"'এখন দেখা যাইতেছে, তিনজনের উপরে সন্দেহ আসিতেছে।'

"যোগেন্দ্র বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ়ভাবে বলিলেন, কে—সে?'"

"আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'দেবেন্দ্র বাবুর কথা বিশ্বাস করিলে, কুমারের উপরই সন্দেহ হয়।'

"'তাহার পর ?'

"'আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বেহারা নবাবের তরফ হইতে এখানে মেহেরজানের পাহারায় ছিল; তাহার উপরে নবাবের হুকুমই ছিল যে, মেহেরজান যদি অপরের সহিত আলাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে খুন করিবে। রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদের সহিত মেহেরকে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া সে উভয়কেই খুন করিয়াছে।'

"'বেশ—উকীল হইতে পারিবেন। তাহার পর ?'

"'তাহার পর আপনার এই দাসী বা পাচিকা, নিশ্চয়ই সে মুসলমানী। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতেছি না।'

"'এইবার হারিলেন, সে পুরুষ হইতেও পারে।'

"'মানিলাম সে পুরুষ, তাহার খুন করিবার উদ্দেশ্য কি—বিনা কারণে বিনা উদ্দেশ্যে কেহ খুন করে না।'

"'আপনিই উদ্দেশ্য ভাবিয়া বলুন।'

"'আমি ত কিছু ভাবিয়া পাইতেছি না।'

"'তবে আমি বলি।'

"'বলুন।'

যোগেন্দ্র বাবু গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'এই তিনজন ছাড়া আরও অন্ত দুইজনের উপরে সন্দেহ করিবার গুরুতর কারণ আছে।'

"আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'আরও দুইজন! কে তাহারা ?'

যোগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কিছু কি মনে হয় না ?'

যোগেন্দ্র বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তবে শুনুন। প্রথমে এই

দাসী বা পাচিকার উদ্দেশ্য বলি—সংসারে অনেকরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে।'

"'কি উদ্দেশ্য বলুন।'

"'রাজা অনেক দিন হইতে মেহেরজানের নিকট আসিতেন, এই সুপুরুষ রাজাকে যে দাসী ভালবাসিবে, তাহাতে কি বিস্মিত হইবার কিছু আছে?'

"আমি বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলাম, 'না—অসম্ভব নহে।'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বেশ এ অবস্থায় দাসী ঈর্ষায় উন্মত্তা হইয়া যে,মেহেরজান ও রাজা উভয়ের বুকে ছোরা বসাইবে—ইহা কি নিতান্ত অসম্ভব? এ রকম ঘটনা বহু বহু ঘটিয়াছে, তাহা কি শুনেন নাই। স্ত্রীলোক ভালবাসায় বিফলমনোরথ হইলে যে রাক্ষসী হয়, তাহা কি জানেন না?'

"আমি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, নীরব রহিলাম। প্রকৃতই এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে।

"যোগেন্দ্র বাবুও নীরবে রহিলেন। তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া আমি বলিলাম, 'আর যদি সে পুরুষ হয়?'

"যোগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'ইহাও কি আমায় বলিতে হইবে?'

"'বলুন, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

"যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'যেটা বলিলাম, সেইটাই উল্টাইয়া লউন না কেন? মনে করুন, সে পুরুষ মেহেরজানকে ভালবাসিত, এমন সুন্দরীকে ভালবাসা স্বাভাবিক, আবার ইহাও স্বাভাবিক যে, তাহাকে অপর সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উভয়কেই সে খুন করিয়া এখান হইতে পলাইয়াছে।'

"আমি বলিলাম, 'এ অনুমান মাত্র—প্রমাণ নাই।'

"যোগেন্দ্র বাবু ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, 'কাহার বিরুদ্ধেই এখন কোন প্রমাণ নাই। তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমাদের এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি?'

"আমি বলিলাম, 'যাহাই হউক, আপনি আর দুজনের কথা বলিয়াছেন।'

"যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন,'এই চিঠী অন্তর্দ্ধানের জন্যই আর দুইজনের উপরে সন্দেহ হইতেছে।'

"'কেন—তাহারা আবার কে?'

"'এই দাসী বা চাকর যে চিঠী লইবার জন্য ব্যস্ত হইবে, তাহা বোধ হয় না। চাকর-বাকরের চিঠীর সঙ্গে বড় সম্বন্ধ থাকে না।'

"'এইজন্য আপনি বলিতে চাহেন যে, এখানে কোন ভদ্রলোক সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন?'

"'খুব সম্ভব—এইজন্যই আরও দুজনের উপরে সন্দেহ করিতেছি।'

"'তাহারা কে?'

"'প্রথম—নবাব।'

"'তিনি লাক্ষ্ণৌতে—ডাকওয়ালা বলিল যে,সে আজ সকালে লাক্ষ্ণৌর ডাকমার্কা চিঠী বাক্সে ফেলিয়া গিয়াছিল।'

"'তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলে কি তাঁহাকে এখানে খুনের রাত্রে থাকিতে নাই?'

"'যাহার চিঠী আজ সকালে এখানে পৌঁছিয়াছে, তিনি কিরূপে এখানে চিঠীর আগে উপস্থিত হইবেন?'

"'ইহা কি একবারেই অসম্ভব?'

"'আমার ত তাহাই মনে হয়।'

"'যাহা মানুষের মনে হয়, তাহা হইতে ঘটনা অনেক সময়ে উল্টা হয়। বিশেষতঃ এ সকল বিষয়ের বিপরীত দিক্ দিয়া না আসিলে যথাস্থানে পৌঁছান যায় না।'

"'বুঝিতে পারিলাম না।'

"'মনে করুন, তাঁহার গুণবতী ভার্য্যার উপরে নবাবের সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার অজানিতভাবে এখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।'

"'চিঠী?'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'চিঠীও ঐ জন্য। পাছে তিনি আসিবেন, এরূপ সন্দেহ করে বলিয়া নবাব খান-কতক চিঠী লিখিয়া লক্ষ্ণৌয়ে কাহারও নিকটে রাখিয়া কলিকাতায় রওনা হন; নবাবের আদেশমত সে প্রত্যহ এক-একখানা চিঠী ডাকে ফেলিয়া দিত। এখানে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্তভাবে এখানে প্রেমে মগ্ন ছিল, এমন সময়ে নবাবের আবির্ভাব—গৃহমধ্যে রাজা ও মেহেরজান—এই যুগলমিলন দৃশ্য দেখিয়া নবাব যে উভয়কেই হত্যা করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি!'

"আমি বলিলাম, 'ইহা খুব সম্ভব। এখন নবাব যে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন, আর তিনি রাত্রে মেহেজানের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিলেই খুনী যে কে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।'

"'যদি নবাব নিশ্চয়ই আসিয়া থাকেন, তবে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে না।'

"'আমার বিশ্বাস, তিনিই খুন করিয়াছেন। কুমার আনন্দপ্রসাদ কখনই খুন করে নাই, এ কথা আমি খুব জোর করিয়া বলিতে পারি।

বেহারাটা বা দাসী বা অন্য চাকরের বিষয় আমি নিশ্চিত নই। যদি কেহ খুন করিতে পারে—তবে এই নবাব। তিনিই নিশ্চয়ই খুন করিয়াছেন।'

"যোগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'দেখিতেছেন—যতক্ষণ নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যায়—ততক্ষণ কুমার, বেহারা, দাসী ও নবাব, ইহাদের উপরেই গুরুতর সন্দেহ করিতে পারা যায়। তবে ইহাদের মধ্যে কে খুন করিয়াছে—ইহাই জিজ্ঞাস্য; তাহাই স্থির করা আমার কার্য্য। আসুন, দেখা যাক্, বাড়ীর কোন স্থানে আর কোন চিঠী পাওয়া যায় কি না—এ কথা আমার পূর্ব্বেই মনে হওয়া উচিত ছিল।'

"তিনি আবার ব্যগ্রভাবে ঘরে ঘরে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু আর কোন চিঠী-পত্র পাওয়া গেল না।

"তিনি হতাশভাবে বলিলেন, 'দেখিতেছি, এই গুণবতী নিজের স্বামীর পত্রও যত্নে রাখিতেন না। খুব সম্ভব, সবগুলিই ভস্মীভূত করিয়াছেন। নতুবা একটু-না-একটু চিঠীর চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যাইত। চলুন—এখন প্রথম চেষ্টা, বেহারাটাকে লইয়া দেখি। সে খুন না করিলেও কে করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত জানে, নতুবা সে কখনই এ রকম মুখ বন্ধ করিয়া থাকিত না।'

"আমি কোন কথাই কহিলাম না, এই মহা রহস্যের কোনই ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কুমার আনন্দপ্রসাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইলেই আমি সন্তুষ্ট।

"আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। যোগেন্দ্রনাথ বাড়ীর বাহিরটা বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছিলেন, সহসা লম্ফ দিয়া উঠিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যাপার কি?'

"যোগেন্দ্র বাবু ছুটিয়া বাড়ীর দরজার পার্শ্ব হইতে কি কতকগুলা

কাগজ তুলিয়া লইলেন। আমি বলিলাম, 'কি কাগজ পাইলেন—ব্যাপার কি ?'

"যোগেন্দ্র বাবু কোন কথা কহিলেন না, কাগজগুলি তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। আমি আবার বলিলাম, 'ব্যাপার কি ?'

"এবার তিনি কথা কহিলেন ; বলিলেন, 'দেখিতেছেন—তিনখানা চিঠী, পড়িবার জন্য খোলা পর্য্যন্তও হয় নাই, মাঝখানে ছিঁড়িয়া কেহ ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—সব আজিকার ডাক-মার্কা দেওয়া, এইগুলিই আজ আসিয়াছিল, সুতরাং এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, সে লোক যে-ই হউক, সে চিঠীর জন্য আসে নাই। তাহা হইলে চিঠী এরূপে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাইত না—অন্য কিছুর জন্য আসিয়াছিল।'

"আমি বলিলাম, 'নবাব বা অন্য কোন ভদ্রলোক হইলে এরূপ ভাবে পত্র কখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাইত না।'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'হাঁ—এ কথা ঠিক। সেইজন্য বলিতেছি যে, এ দাসীর কাজ। বোধ হইতেছে, সে খুনের রাত্রে এ বাড়ীতে ছিল না, পরদিন সকালে আসিয়াছিল। আসিয়া বাড়ীতে ভয়াবহ কাজ হইয়াছে দেখিয়া পলাইয়াছে। সে-ই বাক্স খুলিয়া প্রত্যহ চিঠী লইত, সেইজন্যই সর্ব্বদা তাহার কাছেই চিঠীর বাক্সের চাবি থাকিত। অভ্যাস বশতঃ বাক্স খুলিয়া তিনখানা চিঠী বাহির করিয়া লইয়াছিল, তাহার পর চিঠীর মালিক আর নাই দেখিয়া—এ চিঠীর আর কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।'

"'ইহাই সম্ভব—চিঠী কাহার ?'

"'চলুন থানায় দেখিবেন, এখন খুনী ধরিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।'

"আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল; আমি বলিয়া উঠিলাম, 'তাহা হইলে খুনী স্থির হইয়াছে?'

"যোগেন্দ্র বাবু বিস্মিতভাবে কেবলমাত্র বলিলেন, 'চলুন থানায়।'

"আমি কিছু হতাশ হইলাম; বুঝিলাম, তিনি এখন কিছুতেই বলিবেন না, অগত্যা আমি নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

আমরা থানার দিকে যাইতেছি, কেবল কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছি মাত্র, এই সময়ে যোগেন্দ্র বাবু পূর্ব্বের ন্যায় আবার সোৎসাহে লম্ফ দিয়া উঠিলেন, পরে ব্যগ্রভাবে পথিপার্শ্বস্থিত নর্দ্দমা হইতে কি একটা কুড়াইয়া লইলেন। আমি দেখিলাম, সে একখানি রক্তাক্ত রুমাল। তিনি সেই রুমালখানি একবারমাত্র দেখিয়া নিজের পকেটে রাখিলেন, সহাস্য বদনে বলিলেন, 'ভগবান্ এবার আমার উপরে বিশেষ অনুকূল, যেটুকু বাকী ছিল, তাহাও মিলিয়াছে।'

"আমি বলিলাম, 'দেখিতেছি, রুমালখানি রক্তমাখা।'

"যোগেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ—গুণধর খুন করিয়া রক্তমাখা হাত এই রুমালে মুছিয়াছিলেন। পাপীরা পাপকার্য্যে কত বুদ্ধিপ্রকাশ করে, আবার সময়ে সময়ে কত গলদ করিয়া ফেলে! এই দেখুন না, নামলেখা রুমালখানায় হাত মুছিয়া এইখানে ফেলিয়া গিয়াছে।'

"আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'নাম লেখা! কাহার নাম?'

"যোগেন্দ্র বাবু গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'থানায় চলুন, সকলই জানিতে পারিবেন।'

"কৌতূহলে আমি আপাদমস্তকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু কি করি, যোগেন্দ্র বাবুর ভাবে বুঝিলাম, তিনি কিছুতেই বলিবেন না, অগত্যা আমি নীরবে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

"থানায় আসিয়া তিনি সেই বেহারাকে মহা তম্বি করিতে লাগিলেন,

সে-ই যে খুন করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ আছে,তাহা তাহাকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। এমন ভাবে বুঝান হইল যে, সে বুঝিল, তাহার ফাঁসী অবশ্যম্ভাবী,তাহার রক্ষা পাইবার আর আশামাত্রও নাই।

"তখন সে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল,কাতরে যোগেন্দ্র বাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,'দোহাই হুজুর—আমি খুন করি নাই।'

"যোগেন্দ্রনাথ কঠোরস্বরে বলিলেন, 'কেবল খুন করি নাই বলিলে জজে শুনে না। কে খুন করিয়াছে, তুই জানিস্ ; যদি ফাঁসী যাইতে না চাস্ ত, সব খুলিয়া বল।'

"সে ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'হুজুর, সব বলিব।'

"যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'এতক্ষণ বলিলে আমাদের এত কষ্ট পাইতে হইত না।'

"'অনেক নিমক খাইয়াছি।'

"'এখন বল্, বেটা!'

"'রাজা বাহাদুর আসিবার পর তাঁহার ভাই আসেন, তিনি রাজার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কহিয়া চলিয়া যান, তাহার একটু পরে বিবি সাহেবের বাবু আসেন, তিনি বিবি সাহেব ও রাজাকে একত্রে দেখিয়া দুইজনকেই খুন করেন। আমি দেখিলাম যে, আমি ইহা দেখিয়াছি, জানিলে তিনি আমাকেও খুন করিবেন, তাহাই নেশার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। তিনি চলিয়া গেলে বাড়ী হইতে পলাইলাম। হুজুর, আমি আর কিছুই জানি না।'

"আমি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেই বাবুর নাম কি?'

"যোগেন্দ্র বাবু আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, 'তাহা আমরা জানি, আসুন।'

"অন্য গৃহে আনিয়া তিনি আমার হাতে একখানি ছিন্নপত্র দিলেন,

আমি জোড়া দিয়া পড়িলাম ;—'আজ নবাব আসিবে, তুমি কিছুতেই আসিও না। তোমার মেহেরজান।'

"যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দেখিতেছেন, রাজাকে ডাকিয়াছিল, বলিয়া গুণবতী বাবুটিকে আসিতে বারণ করিয়া পাঠাইয়াছিল।'

"'সে চিঠী বাক্সে আসিল কিরূপে ?'

"'দাসীর ভুলে, সে বাক্সে চিঠীখানি রাখিয়া দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, যাইবার সময়ে লইয়া যাইবে। কিন্তু যাইবার সময় সে একবারে চিঠীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই বাবু আদৌ চিঠী পান নাই, যথা-সময়ে বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা ও মেহেরজান একত্রে, তখন এ অবস্থায় এ সকল লোক যাহা করে, তাহাই করিয়াছিল—দুইজনকেই খুন করিয়াছিল।'

"'তাহার প্রমাণ কোথায় ?'

"'প্রমাণ এই,' বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ রক্তমাখা রুমালের একটা কোণ আমার সম্মুখে ধরিলেন ; তাহাতে এক ব্যক্তির নাম লেখা।

"আমি বলিলাম,'এই লোকই যে সেই লোক—তাহার প্রমাণ কি ?'

"'তাহার প্রমাণ এই।'

"যোগেন্দ্র বাবু একখানি খাম দেখাইলেন, দুই নামই এক। আমার মুখ শুখাইয়া গেল। যোগেন্দ্র বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আর কোন প্রমাণ আবশ্যক আছে, আর কি এ মহাপাপী ফাঁসী-কাঠে ঝুলিবে না ?"

এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তখন আর সকলেই মহা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "লোকটা কে —তাহার নাম কি—কোথায় থাকে ?'

তিনি নীরব।

এবার দাদা মহাশয় ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ্ করিয়া রহিলেন কেন ? সে কে ?"

তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অতি ভয়াবহ গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বলিতে কষ্ট হয়, যিনি প্রথমে মৃতদেহের কথা পুলিসকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহারই এই কাজ। এই দেবেন্দ্র বাবুই এই দুই খুন করিয়াছেন, রুমালে ও চিঠীর খামে তাঁহারই নাম পাওয়া গিয়াছে।'

"ইনি !" বলিয়া দাদা মহাশয় অনেকখানি সরিয়া গিয়া বিস্ফারিত নয়নে দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা ! সত্যই আমি বুঝিতে পারি নাই যে, শেষে তুমি আমার ঘাড়েই এই খুনটা চাপাইবে। তুমি যদি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে শক্তি-শালী, ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক পাঁচকড়ি বাবুকেও তোমার কাছে হার মানিতে হইবে।'

যিনি মধ্যে হীরক-হার চুরির গল্প বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এ গল্পই নহে। এরূপ প্রমাণে কখন কাহারও ফাঁসী হয় না। আমার গল্প সম্ভবতঃ ঘটিতে পারে—তোমার একেবারেই না।"

নিজেদের মধ্যে যুবকেরা এমন উত্তেজিতভাবে এইরূপ কথা কাটা-কাটি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা সকলে ক্ষণেকের জন্য দাদা মহা-শয়ের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল। দাদা মহাশয় মহাবিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি মুস্কিল ! এ কি বিদ্রূপ—না তোমরা সকলে পাগল হইয়াছ ?"

উকীল বাবু মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "আপনি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাই—তাহাই—একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প আপনাকে শুনাইতেছিলাম। এটা কি আপনার প্রত্যক্ষ-

নামা পাঁচকড়ি বাবুর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অপেক্ষা কোন রকমে নিকৃষ্ট ?”

বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, “তোমরা এখন বলিতে চাও যে, ইহার কিছুই সত্য ঘটে নাই—রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ প্রকৃত খুন হন নাই ?”

উকীল বাবু অধিকতর মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন, “অধীন গুণেন্দ্রপ্রসাদ আপনার সম্মুখে—আমিই গুণেন্দ্রপ্রসাদ।”

বৃদ্ধ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “গাড়ীর ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দেও, রাত হইয়া গিয়াছে, আজ আর আমি উমেশের ওখানে নিমন্ত্রণে যাইব না।”

বন্ধু চতুষ্টয়ে পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন।

বৃদ্ধের প্রিয়তম পৌত্র পরেশচন্দ্র থামিয়া থামিয়া, ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, “আপনার—আপনার—আজ রাত্রে—দাদা মশাই——”

মধ্যপথে বাধা দিয়া দাদা মহাশয় বলিলেন, “আজ রাত্রে কি ?”

পরেশচন্দ্র বলিলেন, “চন্দন-নগরে বাগানে আপনার যাবার কথা ছিল।”

বৃদ্ধ বলিলেন, “কে বলিল ? স্বপ্ন দেখিলে নাকি ! রাত্রে উমেশের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ ছিল, কেবল তোমার বন্ধুদের গল্পে যাওয়া হইল না, তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হই নাই—সময়টা ভালই কাটিয়াছে।”

আবার বন্ধুগণ পরস্পরের মুখের দিকে পরস্পরে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, “রাত্রি হইয়াছে, আর রাত জাগা চলে না—এখন বাড়ীর ভিতরে যাওয়াই ভাল।” তাহার পর রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনার গল্পটি বেশ—মন্দ নহে, আর রমেশকে নির্দ্দেশ করিয়া ইহার কণ্ঠহার চুরি খুব ভাল নহে। (দেবেন্দ্রের প্রতি) আপনার গোড়াপত্তন অন্ধকার রাত্রি—শূন্য বাড়ী—দুই দুইটা মৃতদেহ

—সুন্দর। যাহা হ'ক, পাছেআপনারা এই রাত্রে অনর্থক কষ্ট পান, এত আনন্দ আপনাদের কাছে পাইয়া, সেটা করিতে দেওয়া আমার পক্ষে ভাল নহে। এইখানা পড়ুন। পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনাদেরই 'ঠিকে ভুল' হইয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি একখানা টেলিগ্রাম তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য উঠিলেন। দ্বারের কাছে গিয়া ফিরিয়া পৌত্রকে বলিলেন, "পরেশ, তোমার জিনিষ-পত্র কিছু নষ্ট হবে না, সব এখানে পাঠাইয়া দিতে হুকুম দিয়াছি।"

টেলিগ্রামে লিখিত রহিয়াছে ;—

"হুকুম মত তাঁহাদের বাগানে প্রবেশ করিতে দিই নাই—সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছি, দ্রব্যাদি কাল সদরে পাঠাইয়া দিব।"

বন্ধুচতুষ্টয় পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরব—নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ।

দাদা মহাশয় তখন বাড়ীর ভিতরের ত্রিতলের সোপানাবলীতে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন।

উপসংহার

ব্যাপারটা এই ;—

বৃদ্ধ রামসদয় বাবু জন কোম্পানীর বাড়ীর মৎসুদ্দী—অগাধ টাকার মালিক। তাঁহার একমাত্র পুত্র, একটি পুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সেই পৌত্র পরেশচন্দ্র—পরেশ বৃদ্ধের নয়নের মণি।

তাহাই বলিয়া বিচক্ষণ রামসদয় বাবু আদর দিয়া তাহার মস্তক ভক্ষণ করেন নাই। তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু তাহার উপরে তাঁহার শাসনও অতিশয় কঠোর ছিল। এখন পরেশচন্দ্র সুশিক্ষিত হওয়ায় রামসদয় বাবু তাহাকে লক কোম্পানীর আফিসে মুৎসদ্দী করিয়াছেন।

রামসদয় বাবু অতি হিসাবী লোক ছিলেন, তাঁহার বাজে খরচ একেবারেই ছিল না; তবে তাহার একমাত্র সখ ছিল—বাগানের। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া চন্দন-নগরে গঙ্গার তীরে একখানি সুন্দর বাগান-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এই বাগানকে এতই ভাল-বাসিতেন যে, নিতান্ত বন্ধু না হইলে কাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাহারই বাগানে যাইবার হুকুম ছিল না, এমন কি প্রিয়তম পৌত্র পরেশেরও নহে।

পরেশ বাবুর চাকরী হইলে তাহার বন্ধুগণ একটা উচ্চশ্রেণীর ভোজের জন্য তাহাকে ধরিয়া বসিল। কেবল ইহাই নহে, সকলেই তাহাদের বাগানের প্রশংসা শুনিয়াছিল, কিন্তু কেহই দেখে নাই; নির্দ্দয় রামসদয় বাবু কাহাকেই তাঁহার সঙ্গে ব্যতীত বাগানে প্রবেশ

করিতে দিতেন না। বাগানের সরকার ও দ্বারবানের উপরে এ সম্বন্ধে বিশেষ হুকুম দেওয়া ছিল।

পরেশচন্দ্র বলিল, "দাদা মহাশয়ের শীঘ্রই দিন-কয়েকের জন্য বরাকরে আমাদের কয়লার খনি দেখিতে যাইবার কথা আছে; তিনি চলিয়া গেলেই একদিন বাগান-ভোজ করা যাইবে।"

এক শনিবার তাঁহার রাত্রের গাড়ীতে বরাকরে যাইবার সকলই স্থির হইল। সুবিধা বুঝিয়া প্রাতে পরেশচন্দ্র স্বয়ং চন্দননগরে গিয়া সরকারকে সকল দ্রব্যাদি কিনিতে বলিল। পূর্ব্বেই বন্ধুদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছিল।

সরকার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবু—বাবু——"

পরেশচন্দ্র তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "কোন গোল হয়, সে দায় আমার।"

পরেশচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করাইল, এবং রন্ধনের বন্দোবস্তের সকল আয়োজন ঠিক করিয়া গৃহে ফিরিল।

সরকার মহাশয় রামসদয় বাবুর সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি এ ব্যাপারটা বড় ভাল বুঝিলেন না। বাবুর নিকটে এ কথা না জানাইলে, তাঁহার এত দিনের চাকরীটুকু যাইবে, তিনি রামসদয় বাবুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তাহাই তিনি গোপনে একজন মালীকে দিয়া রামসদয় বাবুর নিকটে বরাবর তাঁহার অফিসে এক পত্র লিখিলেন।

সেই মালীর নিকটেই রামসদয় বাবুর উত্তর আসিল, "পরেশ বাবুই হউন, আর স্বয়ং ভগবান্‌ই হউন, কাহাকেও বাগানে ঢুকিতে দিও না—দূর করিয়া দিবে। জিনিষ-পত্র সব বাড়ীতে পাঠাইবে। তাহাদের তাড়াইয়া আমাকে তখনই টেলিগ্রাফ করিবে।"

বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামসদয় বাবু বাড়ীতে

প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "শরীর তত ভাল নহে, দিন কত আর বরাকরে যাইব না। আজ সাড়ে নয়টার গাড়ীতে বাগানে যাইব, সোমবারে ফিরিব।"

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে পরেশচন্দ্রের মস্তকে সহসা বজ্রাঘাত হইল। এখন আর বাড়ী-বাড়ীতে গিয়া বন্ধুগণকে নিষেধ করা অসম্ভব, সে সময়ও এখন আর নাই। বন্ধুগণ—সকলেই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইবে। এখন উপায় কি?

শেষে উপায় স্থির হইল, যে কোন গতিকে দাদা মহাশয়কে আজ রাত্রে কিছুতেই বাগানে যাইতে দেওয়া হইবে না। এগারটায় শেষ গাড়ী—এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এখানে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিলে আর তিনি রাত্রে যাইতে পারিবেন না; সকালেই তাহারা সকলে বাগান হইতে পলাইতে পারিবে। বোধ হয়, ত্রিসংসারে পরেশচন্দ্রের মত এমন সঙ্কটে আর কেহ কখনও পড়ে নাই। কিন্তু কিরূপে দাদা মহাশয়কে আটক করা যায়?

একমাত্র উপায় আছে। তাহার দাদা মহাশয় খুন প্রভৃতির গল্প শুনিতে ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসেন। ইহা পাইলে আর সকল কথাই তিনি ভুলিয়া যান, এই উপায়ে—এইরূপ কৌশলে গল্প বলিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত যদি তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই সঙ্কটে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

এই মহা বিপদে পরেশচন্দ্র তাহার পরম বন্ধু রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাহার দেখা হইল; তাহারা চন্দননগরে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

পরেশচন্দ্রের ব্যাকুল ভাব ও বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তাহারা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি হে?"

বিপন্ন পরেশচন্দ্র বন্ধুদিগকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল, "কি সর্বনাশ! তবে এখন উপায়?"

তখন যে উপায় আছে, তাহাও পরেশচন্দ্র বলিল। শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "আমি সময়ে সময়ে মাসিকপত্রে গল্প লিখিয়া থাকি, একটা ভয়ানক খুনের গল্প বলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু গল্প ছোট হইবে, তাহাতে ততখানি সময় কাটান দায়। বড় গল্পে আমার হাত নাই।"

রমেশ বলিল, "আমি তোমার সহায় হইব, মাসিকপত্রে গল্প লেখা আমার অভ্যাস না থাকিলেও অন্ততঃ আমি একটা গল্প বলিয়া কোন রকমে আধ ঘণ্টা কাটাইতে পারিব।"

রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, "তাহার পরও যদি সময় থাকে, সে ভার আমার থাকিল। সৌভাগ্যের বিষয়, তোমার দাদা মহাশয় আমাদের চিনেন না।"

দেবেন্দ্রনাথ একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এমন ভোজটা ফাঁকে গেল হে? হা অদৃষ্ট!"

পরেশচন্দ্র কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু আর একটা কথা হইতেছে, সেখানে এ সময়ে কে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে?"

গুণেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন, "ভয় নাই, আমরাও পৌছিব। আমার 'ষ্টীমলঞ্চ' ঠিক করিয়া রাখিতে এখনই হুকুম দিতেছি। সাড়ে এগারটায় ছাড়িলেও সাড়ে বারটার আগে গিয়া পৌছিব। ততক্ষণ সকলকে সেখানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমার সেক্রেটারীকে এখনই পাঠাইয়া দিতেছি। তাহাকে বলিয়া দিলেই হইবে যে, আমরা বিশেষ কোন কারণে আটক পড়িয়াছি, একটু বেশী রাত্রে পৌছিব। মনে করিলাম, এতদিন পরে দেশে ফিরিলাম, আজ একটু আমোদ করিব, মাঝে হইতে কি মুস্কিলের ব্যাপার দেখ!"

যাহা হউক, এইরূপ বন্দোবস্তই হইল। আহিরীটোলার ঘাটে রাজার 'ষ্টীমলঞ্চ' ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ চন্দননগরে রওনা হইল; তাহারা চারিজন বন্ধুতে মিলিয়া রামসদয় বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পাশের ঘরেই আড্ডা লইল। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, আমরা অবগত আছি।

* * * * *

যাহা হউক, এদিকে দাদা মহাশয় অন্তঃপুরে অন্তর্হিত হইলে, টেলিগ্রামখানা পড়িয়া কতকক্ষণ বন্ধুগণ স্তম্ভিতপ্রায় বসিয়া ছিল, তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারিল না। অবাঙ্মুখে পরস্পর পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণপরে প্রথমে রাজা গুণেন্দ্রপ্রসাদ গৃহের সেই একান্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বুড়োর সঙ্গে চালাকি, বাবা! আমরা ভাবিতেছি, তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছি,বকিয়া মরিতেছি,আর তিনি পরম নির্ব্বিঘ্নে বিনামূল্যে আমাদের কাছে মজার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস শুনিতেছিলেন, আর আমাদের গর্দ্দভ ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। ছিঃ ছিঃ! এমন লাঞ্ছনা মনুষ্যজীবনে হয়!"

পরেশচন্দ্র মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল, "তাই ত, সেখানে আমাদের বন্ধুদের কি মহা দুর্গতিই হইয়াছে! তাহারা এ জীবনে আর আমার মুখ দেখিবে না।"

রমেশচন্দ্র বলিল, "না দেখিবারই কথা, এরূপ পয়সা খরচ করিয়া গিয়া মুখরোচক পোলাওএর পরিবর্ত্তে দেহপীড়ক গলাধাক্কা ভোজন করিয়া ফিরিলে কে আর কাহার মুখ দেখে?"

দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "আমাদের কেবল ভগবান্ দয়া করিয়া বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের চেষ্টা, তাহাদের

মনস্তাপ, আমি কল্পনা চক্ষে দেখিয়া—কি বলিব—আমরা রক্ষা পাইয়াছি, বলিয়া বিপুল আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি।"

পরেশচন্দ্র বলিল, "এ উপহাস বিদ্রূপের সময় কি! আমার অবস্থা তোমরা ঠিক বুঝিতেছ না।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিল, "তোমার অবস্থা বুঝিতেছি, বাগানে তাহাদের অবস্থাও বুঝিতেছি। ভায়া, তোমার অবস্থা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।"

* * * * *

তাহার পর পরেশচন্দ্র প্রায় অষ্টাদশবার ভোজ দিয়া বন্ধুগণের বন্ধুত্ব পুনর্লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; নতুবা সকলেই এক রকম তাহার মুখদর্শন বন্ধ করিয়াছিল।

সমাপ্ত।

বঙ্গসাহিত্যের
শোভন পুস্তকের তালিকা

মায়াবী

অভিনব রহস্যময়-ডিটেক্‌টিভ-প্রহেলিকা।

ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন নাই।' সিন্দুকের মধ্যে রোহিণীর খণ্ড খণ্ড মৃতদেহ, আসমানী লাস—সেই খুন-রহস্য উদ্ভেদ। নরহন্তা দস্যু-সর্দ্দার ফুলসাহেবের লোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড এবং ভীতিপ্রদ শোণিতোৎসব। নৃশংস যদুনাথ অর্থ-পিশাচ ক্রূরকর্ম্মা গোপালচন্দ্র, পাপ-সহচর গোরাচাঁদ, আত্মহারা মোহিনী ও নারীদানবী মতিবিবি প্রভৃতির ভয়াবহ ঘটনায় পাঠক স্তম্ভিত হইবেন। ঘটনার উপর ঘটনা-বৈচিত্র্য—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়-বিভ্রম—রহস্যের উপর রহস্যের অবতারণা—পড়িতে পড়িতে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। প্রতারকের প্রলোভনে মোহিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা, শোকে দুঃখে মোহিনী উন্মাদিনী, নৈরাশ্যে মোহিনী মরিয়া, কারুণ্যে পরোপকারে মোহিনী দেবী—সেই মোহিনী প্রতিহিংসায় লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী। দোষে গুণে, পাপে পুণ্যে, কোমলে কঠিনে, মমতায় নির্ম্মমতায় মিশ্রিত মোহিনীর চরিত্র অতি অপূর্ব্ব। এক চরিত্রে সহস্রবিধ বিকাশ। মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, স্ত্রীলোক একবার ধর্ম্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে তখন তাহাদিগের অসাধ্য কর্ম্ম আর কিছুই থাকে না। স্বর্গীয় প্রণয়ের পবিত্র বিকাশ, এবং প্রণয়ের অসাধ্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কুলসম ও রেবতী। এমন সুবৃহৎ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে বাহির হয় নাই। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে অদম্য আগ্রহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। না পড়িলে বিজ্ঞাপনের কথায় ঠিক বুঝা যায় না। এই পুস্তক দীর্ঘকাল যন্ত্রস্থ থাকায় সহস্র সহস্র গ্রাহক আমাদিগকে আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। (সচিত্র) মূল্য ১।৶০ মাত্র।

মায়াবিনী

জুমেলিয়া নাম্নী কোন নারীপিশাচীর ভীতিপ্রদ ঘটনাবলী।

সেই—পিশাচী অপেক্ষা আরও ভয়ানক রমণী জুমেলিয়ার লোমহর্ষণ বিভীষিকাময় হত্যা-উৎসব পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। (সচিত্র) মূল্য ॥০ মাত্র।

জীবন্মৃত-রহস্য

হিপ্‌নটিক উপন্যাস—বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম।

বিস্ময়াবহ ঘটনা, ঘটনার প্রবাহ, এমন আর হয় না। অন্যান্য উপন্যাসের অসার ঘটনাবলী পাঠ করিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং আগ্রহশূন্য, ইহা তাঁহাদিগেরই জন্য। ইহার ঘটনা, ভাব চরিত্রসৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে নূতন এবং অনাগত। বিষাক্ত রুমাল ও বিষগুপ্তি-রহস্য, সুরেন্দ্রনাথের ভীষণ অদৃষ্ট-লিপি, ততোধিক ভীষণতর সন্দেহজনক খুন ও মৃতদেহ অপহরণ; ডাকিনী জুলেখার দারুণ কুটিলতা, উভয়সঙ্কটাপন্না উন্মাদিনী সেলিনা-সুন্দরীর হতাশ হৃদয়ের হৃদয়ভেদী উচ্ছ্বাস এবং ব্যাকুল কাতরতা, অমরেন্দ্রনাথের আদর্শ আত্মত্যাগ এবং আশ্চর্য্য আনুবিধিৎসা প্রভৃতি বিস্ময়জনক কাহিনী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে এমন এক অদম্য চিত্তোত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ ও বিস্ময়-বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতেও গ্রন্থকারের হত্যাকারী সংগোপনের সেই অনন্যসুলভ বিচিত্র কৌশল। এখানে আমরা হত্যাকারীর নাম বলিয়া তাঁহার এমন কৌতূহলবর্দ্ধক গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না। আদ্যোপান্ত পড়িয়া পাঠককে আপনা-আপনি বলিতে ইচ্ছা করিবে, "বাঃ হত্যাকারী!" সচিত্র, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রতিজ্ঞা-পালন

ইহা সেই অতুল ক্ষমতাশালী ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরামের বার্দ্ধক্যের এক অভিনব বিচিত্র রহস্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যাঁহারা "গোবিন্দরাম" পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে গোবিন্দরামের অমানুষিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহাতে গোবিন্দরামের পুত্রই মহা বিপন্ন—হত্যাপরাধে অপরাধী—এইখানে প্রতিভাবান্ গোবিন্দরামের প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ ও স্বীয় পুত্রের জীবনরক্ষার্থ সুকৌশলী ডিটেক্‌টিভ কৃতান্তকুমারের সহিত তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কৃতান্তকুমারের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা—নিদারুণ চক্রান্ত—সেই চক্রান্তে চলন্ত বেগবান্ ট্রেণের নীচে—চক্রতলে সরলা লীলা-সুন্দরী—দস্যুকবলে সুহাসিনী—তাহার পর ভয়াবহ অগ্নিদাহ—সেই অগ্নিচক্রে ভীষণ পাপের ভীষণ পরিণাম। চিত্রশোভিত, মূল্য ১৷৹ মাত্র।